বার্ষিক রিপোর্ট

১৯৯৪-৯৫

বাংলাদেশ ব্যাংক
গবেষণা বিভাগ
ডকুমেন্টেশন
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

BAS-1957

11095492

-1995

বাংলাদেশ ব্যাংক

পরিচালক পর্ষদ

১।	জনাব খোরশেদ আলম	সভাপতি
২।	ডঃ আর, এ, গণি	পরিচালক
৩।	ডঃ এ, কে, এম, মসিউর রহমান	পরিচালক
৪।	ডঃ আকবর আলি খান	পরিচালক
৫।	জনাব শাহ্ আবদুল হান্নান	পরিচালক
৬।	জনাব আবদুল হাফিজ চৌধুরী	পরিচালক
৭।	ডঃ ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ	পরিচালক
৮।	জনাব এম, আকতার আলী	পরিচালক
৯।	জনাব আবদুল মোমেন	পরিচালক
	জনাব মোহাম্মদ রুহুল আমিন	সচিব

নোট ঃ ডঃ আর, এ, গণি ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৫ তারিখে পদত্যাগ করেন।

গভর্নর

জনাব খোরশেদ আলম

ডেপুটি গভর্নর

জনাব মহবুবুর রহমান খান
জনাব এ, বি, এম, মাহবুবুল আমিন খান
জনাব শাহ্‌ আবদুল হান্নান

নির্বাহী পরিচালক

জনাব আতাউল হক
জনাব আবদুর রকীব
জনাব হরিনারায়ণ মজুমদার
জনাব এম, রুহুল আমিন
জনাব সৈয়দ আশরাফ আলী
জনাব মোঃ ওয়ালিউল ইসলাম

অর্থনৈতিক উপদেষ্টা

জনাব মুহম্মদ মহসিন আলি

বিভাগসমূহ*
এবং
বিভাগীয় প্রধান/মহাব্যবস্থাপকগণ

আর্থিক প্রতিষ্ঠান (অ-ব্যাংকিং) বিভাগ	-
কম্পিউটার বিভাগ	জনাব মোঃ নাজমুল হক (সিস্টেমস্ ম্যানেজার)
কৃষি ঋণ বিভাগ	জনাব মোঃ বুজরুচ মেহের
কৃষি ঋণ প্রকল্প বিভাগ	জনাব মোঃ আবদুস সালাম
কৃষি ঋণ পরিদর্শন বিভাগ	জনাব মোঃ আবদুল মান্নান
ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো	জনাব মোঃ নূর করিম
গবেষণা বিভাগ	জনাব ফারুক উদ্দিন আহমেদ জনাব ছায়ফুল্লাহ জনাব হাবিব উল্লাহ বাহার
জনসংযোগ ও প্রকাশনা বিভাগ	-
নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা বিভাগ	মেজর (অবঃ) এম, এ, হোসেন
নিরীক্ষা ও পরিদর্শন বিভাগ	জনাব আলাউদ্দিন আহমেদ-২
পরিদর্শন বাস্তবায়ন বিভাগ	জনাব কাজী আনোয়ারুল মাহবুব
পরিসংখ্যান বিভাগ	জনাব নূরউল ইসলাম জনাব আবু ওমর
প্রকৌশল বিভাগ	জনাব মোঃ সরফুজ্জামান ভূঞা
প্রশাসন বিভাগ	জনাব মোঃ শামসুদ্দীন
বাংলাদেশ ব্যাংক প্রশিক্ষণ একাডেমী	জনাব মহিউদ্দীন জহুর আমিন
ব্যয় ব্যবস্থাপনা বিভাগ	জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান খান
ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ বিভাগ	জনাব সুলতান আহমেদ মোল্লা জনাব মোঃ নজরুল হুদা
ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ	জনাব মোহাম্মদ আলী
বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ বিভাগ	জনাব এম, এ, মজিদ খান জনাব মোঃ আল্লাহ মালিক কাজেমী
মনিটারী ম্যানেজমেন্ট এন্ড টেক্নিক্যাল ইউনিট	জনাব মোঃ নুরুল আলম
শিল্প ঋণ বিভাগ	জনাব মিনহাজুল আরেফিন
সচিব বিভাগ	জনাব মোহাম্মদ রুহুল আমিন
হিসাব বিভাগ	জনাব মোঃ রবিউল ইসলাম জনাব আনসার উদ্দিন আহমেদ

* বর্ণক্রম অনুযায়ী।

শাখা অফিসসমূহ*
এবং
শাখা অফিস প্রধান/মহাব্যবস্থাপকগণ

খুলনা অফিস	জনাব মোঃ মুরশিদ কুলী খান
চট্টগ্রাম অফিস	জনাব মোঃ খুরশীদ-উল-আলম
বগুড়া অফিস	জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা
বরিশাল অফিস	জনাব কালিপদ ধর
মতিঝিল অফিস, ঢাকা	জনাব এ, এইচ, তৌফিক আহমেদ
রাজশাহী অফিস	জনাব দিদারুল ইসলাম
রংপুর অফিস	জনাব জিয়াউল হাসান সিদ্দিকী
সদরঘাট অফিস, ঢাকা	জনাব মোঃ হারুনর রশীদ ভুঞা
সিলেট অফিস	জনাব এম, মোহসীনুর রহমান

* বর্ণক্রম অনুযায়ী।

প্রেরণ পত্র

বাংলাদেশ ব্যাংক

ঢাকা
১৪ ই বৈশাখ, ১৪০৩
২৭ শে এপ্রিল, ১৯৯৬

সচিব
অর্থ মন্ত্রণালয়
অর্থ বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা।

মহোদয়,

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ ব্যাংক আদেশের ৪০(২) নম্বর ধারা অনুযায়ী ব্যাংকের ১৯৯৫ সালের জুন মাসে সমাপ্ত হিসাব বছরের রিপোর্ট ও নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নিকট প্রেরণ করা হ'ল।

আপনার বিশ্বস্ত,

খোরশেদ আলম

(খোরশেদ আলম)
গভর্নর

সূচীপত্র

			পৃষ্ঠা
পরিচ্ছেদসমূহ			
প্রথম পরিচ্ছেদ	ঃ	বাংলাদেশের অর্থনীতির গতিধারা	১
		বহির্বাণিজ্য ও লেনদেন ভারসাম্য	৪
		স্বল্প মেয়াদী সম্ভাবনা	৫
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	ঃ	প্রধান খাতসমূহ	৭
		মোট দেশজ উৎপাদন	৭
		কৃষি খাত	৭
		শিল্প খাত	৭
		বেসরকারী শিল্প খাতে বিনিয়োগ	৯
		খাদ্য পরিস্থিতি	৯
		মূল্য পরিস্থিতি/ভোক্তা মূল্য সূচক	১১
		সঞ্চয় ও বিনিয়োগ	১২
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	ঃ	অর্থ ও ব্যাংকিং	১৩
		অর্থ সরবরাহ (এম-১)	১৩
		অর্থ সরবরাহ পরিবর্তনের কারণসূচক উপাদানসমূহ	১৪
		ব্যাপক অর্থ সরবরাহ (এম-২)	১৫
		রিজার্ভ মুদ্রা	১৬
		অর্থের আয়-গতি	১৭
		অভ্যন্তরীণ ঋণ	১৮
		ব্যাংক ঋণ	১৯
		ব্যাংক আমানত	২০
		ডিপোজিট পেনশন স্কীম	২০
		পল্লী ও শহর এলাকায় আমানত ও আগাম	২১
		ঋণ/আমানত অনুপাত	২২
		বাংলাদেশ ব্যাংক হতে তফসিলী ব্যাংকসমূহর কর্জ	২২
		বাংলাদেশ ব্যাংকে তফসিলী ব্যাংকসমূহর জমা এবং তাদের নিজস্ব সিন্দুকে রক্ষিত তহবিল	২২
		আন্তব্যাংক লেনদেন	২২
		তফসিলী ব্যাংকসমূহ কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে নগদ তহবিল সংরক্ষণ আবশ্যকতা	২২
		তফসিলী ব্যাংকসমূহ কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে আইনানুগ তরল সম্পদ সংরক্ষণ আবশ্যকতা	২৩
		ব্যাংক রেট	২৩
		ঋণের উপর সুদের হার	২৩
		আমানতের উপর সুদের হার	২৩
		ব্যাংকসমূহর জন্য সুদ ভর্তুকি	২৩

			পৃষ্ঠা
		ঋণ আদায় পরিস্থিতি	২৩
		আর্থিক খাত সংস্কার কর্মসূচী	২৪
		মুদ্রা/ঋণনীতি ও ব্যাংকিং সহায়ক ব্যবস্থাসমূহ	২৭
		পুনঃঅর্থসংস্থান সুবিধা	২৮
		ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রসার/ব্যাংক শাখা সম্প্রসারণ	২৮
		শ্রেণীভিত্তিক ব্যাংকসমূহর তুলনামূলক অবস্থা	২৯
		ব্যাংক পরিদর্শন	৩০
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	ঃ	**মূলধন বাজার ও শিল্পে অর্থসংস্থান**	৩১
		ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ	৩১
		বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ	৩২
		শিল্প খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে তফসিলী ব্যাংকসমূহ ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত শিল্প ঋণ	৩২
		শিল্প ঋণ বিভাগের তত্ত্বাবধানাধীন প্রকল্পসমূহ	৩৪
পঞ্চম পরিচ্ছেদ	ঃ	**কৃষি ও পল্লী অর্থসংস্থান**	৩৫
		বার্ষিক কৃষি ঋণ কর্মসূচী	৩৫
		কৃষি ঋণ পাশ বই	৩৬
		বার্ষিক কৃষি ঋণ কর্মসূচীর আওতায় ঋণ বিতরণ	৩৬
		কৃষি ঋণ আদায়	৩৬
		কৃষি ঋণ বিভাগের তত্ত্বাবধানাধীন প্রকল্পসমূহ	৪০
		কৃষি ঋণ প্রকল্প বিভাগের তত্ত্বাবধানাধীন কর্মসূচী/প্রকল্পসমূহ	৪০
		গ্রামীণ ব্যাংক	৪২
		ব্যাংক শাখা ও সমবায় ব্যাংক/সমিতিসমূহ পরিদর্শন	৪২
		কৃষি খাতে পুনঃঅর্থসংস্থান সুবিধা	৪২
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ	ঃ	**গৃহ নির্মাণ অর্থসংস্থান**	৪৩
		বাংলাদেশ গৃহ নির্মাণ ঋণদান সংস্থা (এইচ বি এফ সি)	৪৩
		ডিবেঞ্চার বিক্রির মাধ্যমে গৃহ নির্মাণ ঋণদান সংস্থার অর্থ সংগ্রহ	৪৪
		তফসিলী ব্যাংকসমূহ কর্তৃক গৃহ নির্মাণে অর্থসংস্থান	৪৪
সপ্তম পরিচ্ছেদ	ঃ	**সরকারী অর্থসংস্থান**	৪৫
		জাতীয় বাজেট ও রাজস্বনীতির মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ	৪৫
		১৯৯৪-৯৫ সালের বাজেট	৪৫
		১৯৯৪-৯৫ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী	৪৫
		১৯৯৫-৯৬ সালের বাজেট	৪৬
		১৯৯৫-৯৬ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী	৪৬
		সরকারের ঋণ	৪৭

পৃষ্ঠা

শতকরা ৯ ভাগ সুদযুক্ত বাংলাদেশ সরকারের ঋণ-২০০২ ৪৭
শতকরা ৭ ভাগ সুদযুক্ত অ-ব্যাংক ট্রেজারী বিল ৪৭
ব্যাংক বহির্ভূত বিনিয়োগকারীদের জন্য "ন্যাশনাল বন্ড" ৪৭
শতকরা ৫ ভাগ সুদযুক্ত "ইনকাম ট্যাক্স বন্ড" ৪৭
জিপি নোট/স্টক সার্টিফিকেট ৪৭
শতকরা ৫ ভাগ সুদযুক্ত "নন-নেগোশিয়েবল বন্ড" ৪৮
শতকরা ৮ ভাগ সুদযুক্ত "সেভিংস বন্ড" ৪৮
২ বছর মেয়াদী বিশেষ ট্রেজারী বন্ড ৪৮
১৫ বছর মেয়াদী বিশেষ ট্রেজারী বন্ড ৪৮
শতকরা ৫ ভাগ সুদযুক্ত ২ বছর মেয়াদী ট্রেজারী বন্ড - ১৯৯৫ ৪৮
শতকরা ৫ ভাগ সুদযুক্ত ৩ বছর মেয়াদী (টি এন্ড টি) ট্রেজারী বন্ড-১৯৯৬ ৪৮
শতকরা ৫ ভাগ সুদযুক্ত ৩ বছর মেয়াদী (টি এন্ড টি) ট্রেজারী বন্ড - ১৯৯৭ ৪৮
শতকরা ৫ ভাগ সুদযুক্ত ১৫ বছর মেয়াদী ট্রেজারী বন্ড - ২০০৮ ৪৮
২৫ বছর মেয়াদী ট্রেজারী বন্ড - ২০১৮ ৪৯
শতকরা ৫ ভাগ সুদযুক্ত ৩ বছর মেয়াদী (বি এস আর এস) ট্রেজারী বন্ড - ১৯৯৭ ৪৯
সুদবিহীন ট্রেজারী বন্ড ৪৯
সুদবিহীন ট্রেজারী বন্ড ৪৯
২৫ বছর মেয়াদী ট্রেজারী বন্ড - ২০১৯ ৪৯
শতকরা ৭ ভাগ সুদযুক্ত ৩ বছর মেয়াদী ট্রেজারী বন্ড - ১৯৯৬ ৪৯
শতকরা ৭ ভাগ সুদযুক্ত ৩ বছর মেয়াদী ট্রেজারী বন্ড - ১৯৯৭ ৪৯
শতকরা ৪ ভাগ সুদযুক্ত বিমান ট্রেজারী বন্ড - ২০০০ ৫০
শতকরা ৭ ভাগ সুদযুক্ত ৩ বছর মেয়াদী স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহর ব্যাংক ঋণ বন্ড ৫০
ওয়েজ আর্নার্স ডেভেলপমেন্ট বন্ড ৫০
৮ বছর মেয়াদী প্রতিরক্ষা সঞ্চয়পত্র ৫০
৬ বছর মেয়াদী বোনাস সঞ্চয়পত্র ৫০
৫ বছর মেয়াদী বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র ৫০
৩ বছর মেয়াদী সঞ্চয়পত্র ৫১
বাংলাদেশ প্রাইজবন্ড ৫১
৩ বছর মেয়াদী জাতীয় বিনিয়োগ বন্ড ৫১
বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশী নাগরিকদের নিকট বিভিন্ন সঞ্চয়পত্র বিক্রয় ৫১

অষ্টম পরিচ্ছেদ ঃ **বহির্বাণিজ্য ও লেনদেন ভারসাম্য** ৫২
বাণিজ্যের ভারসাম্য ৫২
আমদানী নীতি ও কর্মসূচী ৫২
আমদানী ব্যয় ৫৩

			পৃষ্ঠা
		প্রধান আমদানী পণ্যসমূহ	৫৪
		ইপিজেড-এর আমদানী	৫৫
		রপ্তানী নীতি ও কর্মসূচী	৫৫
		রপ্তানী আয়	৫৬
		প্রধান রপ্তানী পণ্যসমূহ	৫৬
		সেবা খাতের হিসাব	৫৮
		সার্বিক লেনদেন ভারসাম্য	৫৮
		প্রবাসী বাংলাদেশীদের অর্থ প্রেরণ	৫৮
		বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ	৫৮
		পণ্য-বাণিজ্য শর্ত	৫৯
		বৈদেশিক সাহায্য	৬০
		আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের সাথে লেনদেন	৬১
		এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন	৬৪
নবম পরিচ্ছেদ	ঃ	**বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার নীতি এবং বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় নিয়ন্ত্রণ**	৬৬
		বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার নীতি	৬৬
		বৈদেশিক মুদ্রা বাজার ব্যবস্থা	৬৬
		বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার উদারীকরণ/শিথিলকরণ	৬৬
		হজ্ব, ১৯৯৫	৬৮
		বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিদর্শন	৬৮
দশম পরিচ্ছেদ	ঃ	**নোট ও ধাতব মুদ্রা**	৬৯
		ব্যাংক নোট	৬৯
		অন্যান্য নোট ও ধাতব মুদ্রাসমূহ	৬৯
একাদশ পরিচ্ছেদ	ঃ	**প্রশাসন**	৭০
		পরিচালক পর্ষদ থেকে পদত্যাগ	৭০
		পরিচালক পর্ষদ/নির্বাহী কমিটি/সমন্বয় কমিটির সভা	৭০
		বিভিন্ন পদে নিয়োগ	৭০
		বিভিন্ন কারণে ব্যাংকের কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা হ্রাস	৭০
		নতুন বিভাগ	৭০
		সৃষ্ট/বিলুপ্ত পদসংখ্যা	৭০
		ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর মোট সংখ্যা	৭০
		প্রেষণে নিয়োজিত কর্মকর্তার সংখ্যা	৭০
		বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	৭০
		অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	৭০
		ব্যাংকের বিভিন্ন বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত সেমিনার/কর্মশালা	৭২
		কম্পিউটার বিভাগ	৭২
		প্রকৌশল বিভাগ	৭২

			পৃষ্ঠা
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ	ঃ	**বার্ষিক হিসাব**	৭৩
		ইস্যু বিভাগ ঃ দায় ও সম্পদ	৭৩
		ব্যাংকিং বিভাগ ঃ দায় ও সম্পদ	৭৩
		লাভ-ক্ষতির তুলনামূলক হিসাব	৭৪
		হিসাব নিরীক্ষক নিয়োগ	৭৪
		প্রশংসা জ্ঞাপন	৭৪
		স্থিতিপত্র ও লাভ-ক্ষতির হিসাব	৭৫
		ইস্যু বিভাগ	৭৬
		ব্যাংকিং বিভাগ	৭৮
		লাভ-ক্ষতির হিসাব	৮০
		সংরক্ষিত তহবিলের হিসাব	৮১
		হিসাব নিরীক্ষকদের প্রতিবেদন	৮২

পরিশিষ্ট

বাংলাদেশ	ঃ	**কিছু নির্বাচিত পরিসংখ্যান**	৮৩
	১।	আয়তন ও জনসংখ্যা	৮৫
	২।	জাতীয় আয়, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ	৮৬
	৩।	সরকারী অর্থসংস্থান এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি)	৮৮
	৪।	অর্থ, ঋণ এবং মূল্য সূচক	৯০
	৫।	রিজার্ভ মুদ্রা ও তার উপাদানসমূহ	৯১
	৬।	রিজার্ভ মুদ্রা ও তার উৎসসমূহ	৯২
	৭।	সরকারী এবং বেসরকারী খাতের আমানতসমূহ	৯৩
	৮।	তফসিলী ব্যাংকসমূহর তুলনামূলক পরিস্থিতি	৯৪
	৯।	বাংলাদেশে ব্যাংকিং খাতে সুদের হার কাঠামো	৯৫
	১০।	১৯৯৪-৯৫ সালে সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত বিভিন্ন ধরনের বন্ডের বিবরণ	৯৯
	১১।	বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য	১০০
	১২।	পণ্য রপ্তানী (আয়)	১০৩
	১৩।	পণ্য আমদানী (ব্যয়)	১০৪
	১৪।	বৈদেশিক সাহায্য/ঋণ ও ঋণ পরিশোধ	১০৫
	১৫।	বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ	১০৬
	১৬।	বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার	১০৭
	১৭।	প্রবাসী বাংলাদেশীদের অর্থ প্রেরণ	১০৯
	১৮।	বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যালয়সমূহ	১১০
	১৯।	তফসিলী ব্যাংকসমূহর তালিকা	১১১

বাংলাদেশের অর্থনীতির গতিধারা

১.১। ১৯৯৪-৯৫ সালে প্রলম্বিত খরা, অতিবৃষ্টি ও উপর্যুপরি বন্যার ফলে দেশের বিস্তীর্ণ এলাকায় কৃষি কর্মকান্ড বিশেষ করে খাদ্যশস্য উৎপাদন ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া এবং সময়ে সময়ে রাজনৈতিক অস্থিরতার ফলে সার্বিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বিঘ্নিত হওয়ার কারণে উৎপাদন ব্যাহত হওয়া সত্ত্বেও মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি)-এর প্রবৃদ্ধির হার পূর্ববর্তী বছরের শতকরা ৪.২ ভাগের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ৪.৪* ভাগে দাঁড়ায়। কেবলমাত্র প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধির হার শতকরা ১.০ ভাগ ঋণাত্মক না হয়ে ১৯৯৩-৯৪ সালের ধনাত্মক হার শতকরা ০.৩ ভাগ মাত্রায় থাকলেও মোট দেশজ উৎপাদনের প্রবৃদ্ধির হার আলোচ্য বছরে আরো বেশী হত।

১.২। ১৯৯৪-৯৫ সালে বাংলাদেশের সমষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা আরো সুদৃঢ় ও সুসংহত করে অধিকতর প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে আর্থিক খাতে সংস্কারমূলক কর্মসূচীসহ সুসমন্বিত নীতিমালা বাস্তবায়নের প্রয়াস অব্যাহত থাকে। আলোচ্য বছরে মোট অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় পূর্ববর্তী বছরের মোট দেশজ উৎপাদনের শতকরা ৭.৫ ভাগ হতে বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ৭.৮ ভাগে এবং মোট বিনিয়োগ পূর্ববর্তী বছরের মোট দেশজ উৎপাদনের শতকরা ১৫.৪ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ১৬.৬ ভাগে দাঁড়ায়।

১.৩। সরকারের রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি এবং রাজস্ব ব্যয় সংযমের ফলে উন্নয়ন বাজেটের জন্য আলোচ্য বছরে শতকরা ৪৩.০ ভাগ অভ্যন্তরীণ সম্পদ যোগান দেয়া সম্ভবপর হয় যা পূর্ববর্তী বছরে ছিল শতকরা ৩৫.৮ ভাগ। কর/জিডিপি অনুপাত পূর্ববর্তী বছরের শতকরা ৯.৬ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে আলোচ্য বছরে শতকরা ৯.৫ ভাগে দাঁড়ায়।

১.৪। বেসরকারী খাতে উল্লেখযোগ্য ঋণ বৃদ্ধি এবং বৈদেশিক খাতে উদ্বৃত্তের ফলে ব্যাপক অর্থ সরবরাহ (এম-২) পূর্ববর্তী বছরের শতকরা ১৫.৪ ভাগের তুলনায় আলোচ্য বছরে শতকরা ১৬.০ ভাগ বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে, রিজার্ভ মুদ্রার পরিমাণ ৬.০ ভাগ হ্রাস পায় যা পূর্ববর্তী বছরে ২৬.৪স ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

১.৫। প্রধানত প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে খাদ্যশস্য উৎপাদন কম হওয়ার ফলে মূল্যস্তরের উপর চাপ সৃষ্টি হয়, কিন্তু দূরদর্শিতার সাথে বাস্তবানুগ মুদ্রানীতি পরিচালনার সাথে সাথে সরকার কর্তৃক দ্রুত সরকারী ও বেসরকারী খাতে খাদ্যশস্য আমদানী ও খোলাবাজারে কম দরে খাদ্যশস্য বিক্রয় পদ্ধতি চালু রাখার মাধ্যমে সরবরাহ পরিস্থিতির উপর সৃষ্ট চাপ প্রশমিতকরণের সর্বাত্মক প্রচেষ্টার ফলে মূল্যস্ফীতির হার ১৯৯৪-৯৫ সালে শতকরা ৫.২ ভাগে সীমিত রাখা সম্ভবপর হয়। এ হারের মাত্রা অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশ বিশেষ করে প্রতিবেশী দেশসমূহর মূল্যস্ফীতির হারের চেয়ে বেশ কম ছিল। আলোচ্য বছরে বিরাজমান মূল্যস্তরের উপর চাপের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক মুদ্রানীতি পরিচালনার ব্যাপারে সক্রিয়ভাবে ৯১-দিন মেয়াদী বাংলাদেশ ব্যাংক বিলসমূহ বিক্রয়ের পরোক্ষ ঋণ নিয়ন্ত্রণের কৌশল ব্যবহার করে বৈদেশিক খাত, বেসরকারী খাত ও রাষ্ট্রায়ত্ত খাত হতে উদ্ভূত মুদ্রা সরবরাহের উপর সম্প্রসারণী প্রভাব প্রশমিত না করা হলে অর্থ সরবরাহের পরিমাণ এবং মূল্যস্ফীতির হার আরো বেশী হতে পারত। বস্তুতপক্ষে, বাংলাদেশের মত একটি জনবহুল ও দুর্যোগপ্রবণ দেশের খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়াস বিঘ্নিত হলে সুষ্ঠু মুদ্রা ও রাজস্বনীতি পরিচালনার মাধ্যমে চাহিদা ব্যবস্থাপনা (Demand Management) এর সাথে সাথে যথাযথ সরবরাহ ব্যবস্থাপনা (Supply Management) জোরদারকরণের প্রয়োজন কেননা, খাদ্যদ্রব্যের মূল্যই ভোক্তা মূল্য সূচকের বৃদ্ধির গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারকের ভূমিকা পালন করে থাকে।

১.৬। আলোচ্য বছরে রপ্তানী বৃদ্ধির হার পূর্ববর্তী বছরের শতকরা ৬.৩ ভাগের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়ে

* উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

স সংশোধিত।

শতকরা ৩৭.১ ভাগে দাঁড়ায়। প্রধানত খাদ্য আমদানী ও শিল্পের জন্য মূলধনী দ্রব্যাদি ও কাঁচামাল আমদানী বৃদ্ধির ফলে আমদানীর পরিমাণও পূর্ববর্তী বছরের শতকরা ২.৯ ভাগের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ৩৯.২ ভাগ হওয়ার দরুন আলোচ্য বছরে চলতি হিসাবের ভারসাম্যে ঘাটতি ও মোট দেশজ উৎপাদনের অনুপাত ১.৬ ভাগ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ৩.৫ ভাগে দাঁড়ায়। আলোচ্য বছরে ৩০শে এপ্রিল তারিখে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ রেকর্ডমাত্রা ৩,৪৪৭.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। পরবর্তীতে প্রধানত নগদ মূল্যে অধিক খাদ্য আমদানী এবং বৈদেশিক দায় পরিশোধের দরুন বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ আলোচ্য বছরের জুন শেষে হ্রাস পেয়ে ৩,০৭০.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায় যা দেশের ৬.৩ মাসের আমদানী ব্যয় পরিশোধের জন্য যথেষ্ট ছিল। বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় ব্যবস্থাপনার আরো উদারীকরণ করা হয়। টাকার বিনিময় হার আলোচ্য বছরে বেশ স্থিতিশীল ছিল। আলোচ্য বছরে একবার ৭ই মার্চ, ১৯৯৫ তারিখে বিনিময় হারের প্রান্তিক অধিমূল্যায়ন (Appreciation) করা হয়।

১.৭। শিল্পে অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগের পরিমাণ আলোচ্য বছরে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক শিল্পের জন্য মেয়াদী ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের ২,২১২.৩৭ কোটি টাকা হতে বৃদ্ধি পেয়ে ৩,৪৯০.৬৭ কোটি টাকায় দাঁড়ায় যা শতকরা ৫৭.৮ ভাগ বৃদ্ধি নির্দেশ করে। শিল্পের জন্য মেয়াদী ঋণের অবমুক্তির পরিমাণও পূর্ববর্তী বছরের ১,৩৮৮.১৭ কোটি টাকা হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২,২১৪.০৩ কোটি টাকায় দাঁড়ায় যা শতকরা ৫৯.৫ ভাগ বৃদ্ধি নির্দেশ করে। আলোচ্য বছরে উপরোক্ত বিনিয়োগের ফলে দেশে ১৫,৬৬৭টি শিল্প ইউনিট প্রতিষ্ঠা/পুনর্বাসন করা হয়েছে এবং এগুলোতে ১,১৪,১৬৩ জনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে। উল্লেখ্য, শিল্পের জন্য ঋণ মঞ্জুরীর সাথে সাথেই তাৎক্ষণিকভাবে কলকারখানা গড়ে উঠে না। এ জন্য ভৌত ব্যবস্থাদি ও যন্ত্রপাতি আমদানী ও তা স্থাপন সময় সাপেক্ষ বলে পুঞ্জীভূত (Cumulative) মঞ্জুরীর বিপরীতে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ঋণ অবমুক্ত করে থাকে। ফলে, মঞ্জুরী ও অবমুক্তির পরিমাণে সবসময়ই ব্যবধান বিদ্যমান থেকে যায়।

১.৮। ১৯৯৪-৯৫ সালে সরকারের রাজস্ব প্রাপ্তি পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় শতকরা ১৫.৭ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১৪,২১০.০০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। একই সময়ে রাজস্ব ব্যয় শতকরা ১২.৬ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১০,৩০০.০০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। ফলে রাজস্ব বাজেটের উদ্বৃত্ত পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় শতকরা ২৪.৯ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৩,৯১০.০০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৪-৯৫ সালে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর অভ্যন্তরীণ সম্পদের অংশ শতকরা ৪৩.০ ভাগে দাঁড়ায় যা অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি নির্দেশ করে।

১.৯। ১৯৯৪-৯৫ সালে ব্যাপক অর্থ সরবরাহ (এম-২) ৫,৮০৯.৩০ কোটি টাকা বা শতকরা ১৬.০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৪২,২১২.৩০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়, যা প্রক্ষেপিত বৃদ্ধির হার শতকরা ১৩.২ ভাগের তুলনায় এবং পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত বৃদ্ধির হার শতকরা ১৫.৪ ভাগের তুলনায় বেশী ছিল। উল্লেখ্য কেবলমাত্র জুন, ১৯৯৫ মাসে ব্যাপক অর্থ সরবরাহ ১,২৭০.৮০ কোটি টাকা বা শতকরা ৩.১ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছিল। আলোচ্য বছরে রিজার্ভ মুদ্রা ৬৭৭.৯০ কোটি টাকা বা শতকরা ৬.০ ভাগ হ্রাস পেয়ে ১০,৬৩০.০০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী বছরে রিজার্ভ মুদ্রা বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ২৬.৪[স] ভাগ। ব্যাংকসমূহ কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে সংরক্ষিত নগদ অর্থের পরিমাণ কমে যাওয়ায় আলোচ্য বছরে রিজার্ভ মুদ্রা কমে যায়। ব্যাংকসমূহর রিজার্ভ/আমানত অনুপাত পূর্ববর্তী বছরের ০.১৬৯[স] থেকে হ্রাস পেয়ে ০.১০৪-এ দাঁড়ায়।

১.১০। ১৯৯৪-৯৫ সালে ব্যাংক আমানত শতকরা ১৫.০ ভাগ বৃদ্ধির তুলনায় ব্যাংক বহির্ভূত মুদ্রা বৃদ্ধির আধিক্য (২১.২%) দৃশ্যত গ্রামীণ ব্যাংক এবং এনজিওসমূহ কর্তৃক ঋণ প্রদানের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে ক্রমাগতভাবে অধিক হারে মনিটাইজেশন (Monetisation) ঘটানোর দরুন হয়েছে।

১.১১। ১৯৯৪-৯৫ সালে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ ৫,৩৯০.১০ কোটি টাকা বা শতকরা ১৭.৬ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৬,০৮৫.৩০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। আলোচ্য বছরের জন্য অভ্যন্তরীণ ঋণ বৃদ্ধির

স সংশোধিত।

প্রক্ষেপিত হার ছিল শতকরা ১১.৭ ভাগ এবং পূর্ববর্তী বছরে প্রকৃত বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ৪.৯ ভাগ। আলোচ্য বছরে রাষ্ট্রায়ত্ত খাত ও বেসরকারী খাতে যথাক্রমে ৫০৯.৫০ কোটি টাকা (১০.১%) ও ৪,৯৪৮.৬০ কোটি টাকা (২৩.৬%) ঋণ বৃদ্ধি মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ বৃদ্ধিতে অবদান রাখে। পক্ষান্তরে, সরকারী খাতে (নীট্) ৬৮.০০ কোটি টাকা (১.৫%) ঋণ হ্রাসের ফলে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের সম্প্রসারণী প্রভাব কিছুটা কমে যায়। পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় আলোচ্য বছরে রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারী খাতে ঋণের প্রবাহ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু সরকারী খাতে ঋণ হ্রাস পেয়েছে।

১.১২। আলোচ্য বছরে আর্থিক খাত সংস্কার কর্মসূচী বাস্তবায়নের মাধ্যমে ব্যাংকসমূহর উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধিকরণের প্রয়াস অব্যাহত থাকে। ঋণ শ্রেণীবিন্যাসকরণ ও সংরক্ষিতব্য সঞ্চিতির মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে শ্রেণীবিন্যাসকরণ ও সংরক্ষিতব্য সঞ্চিতি সংক্রান্ত বিধানসমূহ আরো বাস্তবানুগ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ১৯৯৪ সালের ডিসেম্বর হতে ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত পাঁচটি পর্যায়ে এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হবে। বাস্তবায়নের শেষে ৩ মাসের বেশী অথচ ৬ মাসের কম অনাদায়ী ঋণ নিম্নমান পর্যায়ভুক্ত হবে যার বিপরীতে সঞ্চিতির হার হবে শতকরা ২০.০ ভাগ। ৬ মাসের বেশী এবং ১ বছরের কম অনাদায়ী ঋণ সন্দেহজনক পর্যায়ভুক্ত হবে যার সঞ্চিতির হার হবে শতকরা ৫০.০ ভাগ। ১ বছরের বেশী অনাদায়ী কু-ঋণের সঞ্চিতির হার হবে শতকরা ১০০.০ ভাগ। তফসিলী ব্যাংকসমূহকে বৃহৎ ঋণ মঞ্জুরী প্রক্রিয়ায় কার্যকরভাবে সহায়তা করার ব্যবস্থা হিসেবে ৫০ লক্ষ টাকা বা তদূর্ধ্ব অংকের কোন ঋণ মঞ্জুর, নবায়ন বা পুনঃতফসিলীকরণের পূর্বে ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো হতে গ্রাহক সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

১.১৩। বাংলাদেশ ব্যাংকের দক্ষতার উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে বাংলাদেশের মুদ্রানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক বিষয়ের উপর আলোচ্য বছরে কয়েকটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৯৪-৯৫ সালে আর্থিক খাত সংস্কার কর্মসূচীর আওতায় বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সমীক্ষার কাজ সমাপ্ত করা হয়।

১.১৪। অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহর কর্মকান্ডকে আরো কার্যকরভাবে তদারকিকরণের লক্ষ্যে "আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩" ও "আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রবিধান, ১৯৯৪" জারী করা হয় এবং "আর্থিক প্রতিষ্ঠান (অ-ব্যাংকিং) বিভাগ" নামে বাংলাদেশ ব্যাংকে একটি নতুন বিভাগ খোলা হয়। দেশী, বিদেশী এবং যৌথ মালিকানায় ৩০শে জুন, ১৯৯৫ পর্যন্ত মোট ১৯টি প্রতিষ্ঠান অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য আবেদন করে। এর মধ্যে ৫টি প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান করা হয়।

১.১৫। বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্বিক তদারকি ব্যবস্থা উন্নততর করার লক্ষ্যে ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগের কার্যক্রম কম্পিউটারায়ণকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ বিভাগ "ক্যামেল রেটিং" (CAMEL Rating@) পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যাংকসমূহর দুর্বলতা সনাক্ত করে আগাম সতর্ককরণের ব্যবস্থা (Early Warning System) চালু করেছে। সনাক্তকৃত গুরুতর সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলোর পরিচালক পর্ষদের নিকট থেকে অঙ্গীকারনামা (Memorandum of Undertaking) গ্রহণের ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। ব্যাংকিং খাতে মানব সম্পদ উন্নয়নের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহর কর্মকর্তাগণের জন্য কম্পিউটার প্রশিক্ষণসহ অর্থনীতি ও ব্যাংকিং সম্পর্কিত বিষয়ের উপর দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

১.১৬। ১৯৯৪ সালের ২রা নভেম্বর তারিখে ব্যাংকসমূহ কর্তৃক আহরিত সম্পদের পরিপূর্ণ ও কার্যকর ব্যবহারে ব্যাংক ব্যবস্থাকে সার্বিকভাবে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে তফসিলী ব্যাংকসমূহ কর্তৃক গৃহীত আন্তব্যাংক আমানতকে (Inter- Bank Deposits) বাংলাদেশ ব্যাংকে ব্যাংকসমূহর নগদ তহবিল এবং আইনানুগ তরল সম্পদ সংরক্ষণের পরিমাণ নির্ণয়ের ভিত্তি নির্ধারণের জন্য 'মোট দায়'-এ অন্তর্ভুক্ত না করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ফলে, আন্তব্যাংক লেনদেনের প্রসার ঘটেছে। পূর্ববর্তী

@Note : C=Capital, A=Asset, M= Management, E = Earning, L= Liquidity.

বছরের তুলনায় ব্যাংক ঋণ প্রসারের ক্ষেত্র ও সার্বিক পরিবেশ উন্নত হওয়ায় এবং ব্যাংকসমূহর তরল সম্পদ বিনিয়োগের জন্য অনুমোদিত ইনষ্ট্রুমেন্টের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে বাংলাদেশ ব্যাংকে সংরক্ষিত তফসিলী ব্যাংকসমূহর নগদ অর্থ ১৯৯৪-৯৫ সালে ১,৭৫৮.৯০ কোটি টাকা বা শতকরা ৩৩.৮ ভাগ হ্রাস পায়। ফলে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত ক্যাশ রিজার্ভ বিপুল পরিমাণে হ্রাস পায়। এ অবস্থা ব্যাংকসমূহর আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখে।

১.১৭। অর্থ সরবরাহ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে বাজারমুখীন ব্যবস্থা অনুসরণ করে পরোক্ষ কৌশল অবলম্বনের জন্য ৯১-দিন মেয়াদী বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের সক্রিয়ভাবে ঘন ঘন নিলাম অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা প্রচলন করা হয়। বর্ধিত হারে বাংলাদেশ ব্যাংক বিল বিক্রির ফলে ব্যাংকসমূহ কর্তৃক উক্ত বিলে বিনিয়োগের স্থিতি আলোচ্য বছরের ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৫ তারিখে সর্বোচ্চ মাত্রা ১,১৬৫.০০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। তবে পরবর্তী পর্যায়ে ব্যাংকসমূহর তরল সম্পদ হ্রাস পাওয়ার প্রেক্ষিতে ১৯৯৫ সালের জুন শেষে এ স্থিতি ৪৯৫.০০ কোটি টাকায় নেমে আসে।

১.১৮। আলোচ্য বছরে ক্ষুদ্র শিল্পে বিনিয়োগকারীদের জন্য ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কীমের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রদেয় গ্যারান্টির উর্ধ্বসীমা ২৫ লক্ষ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৫০ লক্ষ টাকায় উন্নীতকরণ, ভোগ্যপণ্য ক্রয়ের উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত ঋণ প্রদানে আগ্রহী ব্যাংকসমূহকে নিজস্ব স্কীমের আওতায় ঋণ প্রদান করতে অনুমতি প্রদান, মূলধন বাজারকে চাংগা রাখার প্রয়াসে শেয়ার/ডিবেঞ্চারের বিপরীতে ঋণ প্রদানের ব্যাপারে নিয়মাবলী শিথিলকরণ এবং দেশের আমদানী বিকল্প বিশেষ করে রপ্তানীমুখী শিল্পকে উৎসাহিতকরণ সার্বিকভাবে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে উজ্জীবিতকরণে সহায়ক হয়েছে।

১.১৯। আলোচ্য বছরে প্রাইম ব্যাংক লিঃ এবং সাউথ ইষ্ট ব্যাংক লিঃ নামে দু'টি নতুন দেশীয় বেসরকারী ব্যাংক এবং তিনটি বিদেশী ব্যাংক ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান, মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংক লিঃ এবং সিটি ব্যাংক এন, এ, তাদের কার্যক্রম শুরু করেছে। ১৯৯৪-৯৫ সালে তফসিলী ব্যাংকসমূহ বাংলাদেশে মোট ৬০টি নতুন শাখা খোলে এবং ২৭টি শাখা অবলুপ্ত করে। ফলে, ১৯৯৫ সালের ৩০শে জুনে সর্বমোট শাখার সংখ্যা দাঁড়ায় ৫,৮১৩টিতে। বিদেশে বাংলাদেশী ব্যাংকসমূহর শাখা ১৪টিতে অপরিবর্তিত থাকে। তবে দেশের বৃহত্তম বাণিজ্যিক ব্যাংক সোনালী ব্যাংক যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে সোনালী এক্সচেঞ্জ নামে একটি সাবসিডিয়ারী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে।

১.২০। ১৯৯৪-৯৫ সালে মোট ১,৪৯০.৩৮ কোটি টাকার কৃষি ঋণ বিতরণ করা হয়, যা পূর্ববর্তী বছরে বিতরণকৃত ১,১০০.৭৯ কোটি টাকার তুলনায় শতকরা ৩৫.৪ ভাগ বেশী। কৃষি ঋণ বিতরণের পরিমাণ আদায়কৃত ১,১২৪.১১ কোটি টাকার তুলনায় ৩৬৬.২৭ কোটি টাকা বেশী ছিল। সাম্প্রতিককালে, ব্যাংক ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষি ঋণের প্রবাহ বৃদ্ধি ছাড়াও গ্রামীণ ব্যাংকের মৌসুমী ঋণের আওতায় ফসল ঋণ এবং বিভিন্ন এনজিও কর্তৃক উল্লেখযোগ্য পরিমাণ কৃষি উপকরণের জন্য ঋণ এবং কৃষি সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রমে ঋণ বিতরণের পরিমাণ ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১.২১। ঢাকা মহানগরীর মধ্য আয়ের পরিবারসমূহর বারো মাসের গড় ভিত্তিক ভোক্তা মূল্য সূচক দ্বারা নিরূপিত মূল্যস্ফীতির হার পূর্ববর্তী বছরে শতকরা ১.৮ ভাগ ছিল। এ হার আলোচ্য বছরে ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ৫.২ ভাগে দাঁড়ায়। প্রধানত খাদ্য উপ-সূচক শতকরা ৭.৮ ভাগ বৃদ্ধি পাওয়ায় সার্বিক মূল্যস্ফীতির হারে এ বৃদ্ধি ঘটেছে। খাদ্য বহির্ভূত উপ-সূচক শতকরা মাত্র ১.৯ ভাগ বৃদ্ধি পায়।

বহির্বাণিজ্য ও লেনদেন ভারসাম্য

১.২২। ১৯৯৪-৯৫ সালে বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ৭০৪.০ মিলিয়ন ডলার বৃদ্ধি পেয়ে ২,৩৬১.০ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায়। আলোচ্য বছরে রপ্তানী আয় ৯৩৯.০ মিলিয়ন ডলার বা শতকরা ৩৭.১ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৩,৪৭৩.০ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায়। পক্ষান্তরে, আমদানী ব্যয়ের পরিমাণ ১,৬৪৩.০ মিলিয়ন ডলার বা শতকরা ৩৯.২ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৫,৮৩৪.০ মিলিয়ন ডলারে

দাঁড়ায়। আলোচ্য বছরে রপ্তানীর তুলনায় আমদানী বৃদ্ধির পরিমাণ অনেক বেশী হওয়ায় বহির্বাণিজ্যের ভারসাম্যে ঘাটতি শতকরা ৪২.৫ ভাগ বৃদ্ধি পায়। অধিক পরিমাণ খাদ্য আমদানী বাণিজ্যের ঘাটতি বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। উল্লেখ্য, বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ এবং মূলধন হিসাবে (নীট) প্রাপ্তি বৃদ্ধির ফলে সার্বিক লেনদেন ভারসাম্য বাংলাদেশের অনুকূলে থাকে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ১৯৯৪ সালের জুন শেষের ২,৭৬৫.০ মিলিয়ন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৫ সালের জুন শেষে ৩,০৭০.০ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায় যা ৬.৩ মাসের আমদানী ব্যয়ের সমান। আলোচ্য বছরে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের রপ্তানী মূল্যসূচক অপরিবর্তিত থাকায় এবং আমদানী মূল্যসূচক শতকরা ৯.৫সা ভাগ বৃদ্ধি পাওয়ায় বাংলাদেশের পণ্য-বাণিজ্য শর্তে শতকরা ৮.৭সা ভাগ অবনতি ঘটেছে। পূর্ববর্তী বছরে পণ্য-বাণিজ্য শর্তে শতকরা ২.৭স ভাগ উন্নতি ঘটেছিল।

১.২৩। আলোচ্য বছরে মোট রপ্তানীর শতকরা ৬৪.৩ ভাগ এসেছে পোশাক রপ্তানী হতে। এ খাতে রপ্তানী প্রবৃদ্ধির হার শতকরা ৪৩.৪* ভাগ। শতকরা প্রায় ৭০.০ ভাগ আমদানী নির্ভর উক্ত শিল্পে ব্যবহৃত উপাদানের আমদানীও অনুরূপভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ছাড়া ইপিজেড-এর বর্ধিত কর্মকান্ড, হিমায়িত চিংড়ি এবং চামড়াজাত দ্রব্য রপ্তানী বৃদ্ধি এবং অধিক পরিমাণ খাদ্য আমদানী আলোচ্য বছরে বাণিজ্যের ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটায়।

১.২৪। ১৯৯৪-৯৫ সালে বৈদেশিক মুদ্রা বাজারের কর্মকান্ডের ব্যাপ্তি ও গভীরতা বৃদ্ধি পায়। রপ্তানীকারকগণের জন্য বৈদেশিক মুদ্রার রিটেনশন কোটা শতকরা ১০.০ ভাগ থেকে পর্যায়ক্রমে শতকরা ২৫.০ ভাগে উন্নীত করা হয়েছে। আলোচ্য বছরে টাকার প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার (Real Effective Exchange Rate) বাংলাদেশের অনুকূলে থাকে। মার্কিন ডলারের সাথে টাকার বিনিময় হার ৭ই মার্চ, ১৯৯৫ তারিখে পুনঃনির্ধারণ করায় টাকা ডলার বিনিময় হার ১৯৯৪ সালের জুন শেষের ৪০.২৫ টাকা থেকে ১৯৯৫ সালের ৩০শে জুন ৪০.১০ টাকায় দাঁড়ায়।

১.২৫। ১৯৯৫ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত বাংলাদেশে মোট পুঞ্জীভূত বৈদেশিক ঋণের স্থিতির পরিমাণ ৫৩৭.০ মিলিয়ন ডলার বৃদ্ধি পেয়ে ১৫,০৯৯.০ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায়, এটা ছিল মোট দেশজ উৎপাদনের শতকরা ৫১.৯ ভাগ। ১৯৯৪-৯৫ সালে বৈদেশিক ঋণের আসল ও সুদ বাবদ মোট ৪৬৮.০ মিলিয়ন ডলার পরিশোধ করা হয় যা ছিল রপ্তানী আয়ের শতকরা ১৩.৫ ভাগ। মূলত রপ্তানী আয়ের প্রবৃদ্ধির হার পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় অনেক বেশী হওয়ার কারণে ঋণ পরিশোধ/রপ্তানী আয় অনুপাত হ্রাস পেয়েছে।

স্বল্প মেয়াদী সম্ভাবনা

১.২৬। ১৯৯৫ সালের ৩০শে জুনে ৪র্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদ শেষ হয়েছে। দেশে একটি ১৫ বছর মেয়াদী গণমুখী প্রেক্ষিত নির্দেশক (Indicative) পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে যাতে ২০১০ সাল নাগাদ পর্যায়ক্রমে অধিক হারে দেশজ উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি অর্জন করে মাথাপিছু আয় ৯৩৭.০ মার্কিন ডলারে বৃদ্ধিকরণের প্রত্যাশা করা হয়েছে। বাংলাদেশের অর্থনীতির কাঠামোগত সংস্কারসমূহ বাস্তবায়নসহ বেসরকারী খাতের ভূমিকা আরো প্রসারিত করে প্রতিযোগিতামূলক ও বহির্মুখী অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিশেষ প্রচেষ্টাসমূহ অব্যাহত রয়েছে। ১৯৯৫-৯৬ সালে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার বরাদ্দ পূর্ববর্তী বছরে অর্জিত অধিকতর বাস্তবায়ন সাফল্যের প্রেক্ষিতে বৃদ্ধি করে মোট ১২,১০০.০০ কোটি টাকায় নির্ধারিত হয়েছে। দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক অবকাঠামোরও উন্নতি সাধন করা হয়েছে। রপ্তানীমুখী শিল্পসমূহর উৎপাদন বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রয়েছে। রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বিঘ্নিত না হলে এবং দেশে উপর্যুপরি বন্যার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত আউশ ও আমন ফসলের উৎপাদনের বিপুল ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে বোরো ও অন্যান্য ফসলের উৎপাদন সর্বাত্মক প্রচেষ্টার মাধ্যমে বাড়ানো এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্যশস্য আমদানী করে সুষ্ঠু সরবরাহ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার সাথে সাথে

সা সাময়িক।
স সংশোধিত।
* টাকার হিসেবে রপ্তানী বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ৪৪.৪ ভাগ।

প্রজ্ঞাসুলভ ও বাস্তবানুগ চাহিদা ব্যবস্থাপনা অব্যাহত রাখা হলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও রাজনৈতিক অস্থিরতাজনিত ক্ষতি কাটিয়ে উঠে মূল্য স্তরের উপর সৃষ্ট চাপ বহুলাংশে প্রশমিত করে ঈপ্সিত প্রবৃদ্ধির হার অর্জিত হবে প্রত্যাশা করা যায়। ইতোমধ্যেই মুদ্রানীতি ব্যবস্থাপনায় অর্থ সরবরাহ সম্প্রসারণ প্রক্রিয়াকে সীমিতকরণের লক্ষ্যে তিনবার ব্যাংক রেট বৃদ্ধি করে শতকরা ৬.৫ ভাগে নির্ধারিত হয়েছে এবং ৯১-দিন মেয়াদী বাংলাদেশ ব্যাংক বিল মাসে একবার নিলামের পরিবর্তে দু'বার নিলাম অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হারেও দেশের রপ্তানী প্রতিযোগিতা ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখার লক্ষ্যে দু'বার স্বল্প মাত্রায় নিম্নমুখী সমন্বয় সাধন করা হয়েছে। ব্যাংক ঋণ প্রদানের ব্যাপারে গুণগতমানের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং সার্বিকভাবে ঋণ পরিশোধ বৃদ্ধি ও ঋণ শৃংখলা প্রতিষ্ঠিতকরণের লক্ষ্যে বিশেষ কার্যক্রম বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখার সাথে ঋণ খেলাপী ব্যাংক পরিচালকদের ব্যাপারে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উপর্যুপরি প্রাকৃতিক দুর্যোগোত্তর পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য ত্রাণ ও পুনর্বাসনের জন্য সরকারের সম্পদের উপর বেশ চাপের সৃষ্টি হলেও সরকার সাধারণ কৃচ্ছ্রতা অবলম্বনের মাধ্যমে ব্যয় সংযম প্রদর্শন করে ঘাটতি অর্থসংস্থান পরিহার করে আসছেন। বাস্তবানুগ মুদ্রা ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় দেশের আর্থিক শৃংখলা বজায় রেখে এবং উৎপাদন ও রপ্তানী বৃদ্ধির সহায়ক পরিবেশ সংরক্ষণ করে অধিকতর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে অব্যাহত প্রয়াস কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও সরকারের দৃঢ় প্রত্যয় ও অংগীকারের পরিচায়ক।

প্রধান খাতসমূহ

মোট দেশজ উৎপাদন*

২.১। বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি)** এর প্রবৃদ্ধির হার পূর্ববর্তী বছরের শতকরা ৪.২ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৪-৯৫ সালে শতকরা ৪.৪ ভাগে দাঁড়ায়। ১৯৯৪-৯৫ সালে কৃষি খাতে প্রবৃদ্ধির হার পূর্ববর্তী বছরের শতকরা ০.৩ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে শতকরা (-) ১.০ ভাগ হয়। আলোচ্য বছরে শিল্প খাতে প্রবৃদ্ধির হার পূর্ববর্তী বছরের শতকরা ৭.৮ ভাগের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ৮.৬ ভাগে দাঁড়ায়। নির্মাণ খাতে প্রবৃদ্ধির হার পূর্ববর্তী বছরের শতকরা ৬.০ ভাগের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়ে আলোচ্য

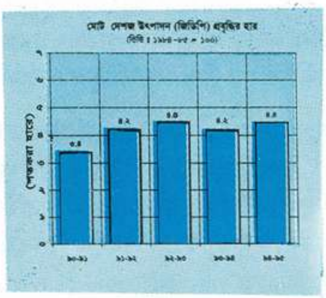

বছরে শতকরা ৭.০ ভাগে দাঁড়ায়। বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি ও স্যানিটারী খাতের প্রবৃদ্ধির হার পূর্ববর্তী বছরের শতকরা ১৪.০ ভাগের তুলনায় হ্রাস পেয়ে আলোচ্য বছরে শতকরা ১১.৩ ভাগে দাঁড়ায়। অন্যান্য খাতসমূহর সম্মিলিত প্রবৃদ্ধির হার পূর্ববর্তী বছরের শতকরা ৫.৮ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ৬.৯ ভাগে দাঁড়ায়। মোট দেশজ উৎপাদন সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্টের ২ নম্বর সারণীতে দেয়া হয়েছে।

কৃষি খাত

২.২। ১৯৯৪-৯৫ সালে কৃষি খাতে প্রবৃদ্ধির হার মূলত খাদ্যশস্য উৎপাদন হ্রাসের ফলে পূর্ববর্তী বছরের শতকরা ০.৩ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে শতকরা (-) ১.০ ভাগ হয়। আলোচ্য বছরে উত্তরাঞ্চলে প্রলম্বিত খরা পরিস্থিতির কারণে কৃষি উৎপাদন এবং বিশেষ করে খাদ্যশস্য উৎপাদন ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আলোচ্য বছরে আউশ ও আমনের উৎপাদন যথাক্রমে ১৭.৯১ লক্ষ টন ও ৮৫.০৪ লক্ষ টনে দাঁড়ায়, যা পূর্ববর্তী বছরের ১৮.৫০ লক্ষ টন ও ৯৪.২০ লক্ষ টনের তুলনায় যথাক্রমে শতকরা ৩.২ ভাগ ও শতকরা ৯.৭ ভাগ কম। অপরদিকে, বোরোর উৎপাদন ৬৫.৩৮ লক্ষ টনে দাঁড়ায়, যা পূর্ববর্তী বছরের ৬৭.৭২ লক্ষ টনের তুলনায় শতকরা ৩.৫ ভাগ কম। আলোচ্য বছরে মোট ১৬৮.৩৩ লক্ষ টন চাল উৎপাদিত হয়, যা পূর্ববর্তী বছরে উৎপাদিত ১৮০.৪২ লক্ষ টনের তুলনায় শতকরা ৬.৭ ভাগ কম। ১৯৯৪-৯৫ সালে গম উৎপাদনের পরিমাণ ১২.৪৫ লক্ষ টনে দাঁড়ায়, যা পূর্ববর্তী বছরে উৎপাদিত ১১.৩১ লক্ষ টনের তুলনায় শতকরা ১০.১ ভাগ বেশী। ১৯৯৪-৯৫ সালে চালের উৎপাদন হ্রাসের ফলে দেশে মোট খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের ১৯১.৭২ লক্ষ টনের তুলনায় ১০.৯৪ লক্ষ টন বা শতকরা ৫.৭ ভাগ হ্রাস পেয়ে ১৮০.৭৮ লক্ষ টনে দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী বছরে খাদ্যশস্যের উৎপাদন হ্রাস পেয়েছিল শতকরা ১.৮ ভাগ। অন্যান্য প্রধান প্রধান ফসলের মধ্যে উৎপাদন বৃদ্ধি প্রাপ্ত ফসলগুলো হচ্ছেঃ পাট (১৯.৩%), ইক্ষু (৪.৮%), শাক-সব্জি (৩.৪%), তেলবীজ (২.১%), আলু (২.১%), মিষ্টি আলু (১.৯%) এবং সর্বপ্রকার ডাল (০.৮%)। এ সকল ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি মূলত উন্নত ধরনের বীজের বর্ধিত ব্যবহার এবং শস্য বহুমুখীকরণের জন্য ঋণসহ প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ বাড়ানোর ফলে সম্ভব হয়েছে।

শিল্প খাত

২.৩। ১৯৯৪-৯৫ সালে শিল্প খাতে প্রবৃদ্ধির হার পূর্ববর্তী বছরের ৭.৮ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ৮.৬ ভাগে দাঁড়ায়। শিল্প খাতের লক্ষ্যসমূহ অর্জনের

* উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

** ১৯৮৪ - ৮৫ সালের স্থির বাজার মূল্যে।

জন্য সরকারের উল্লেখযোগ্য কৌশলগুলোর মধ্যে রয়েছে ঃ (১) স্বয়ম্ভরতা ও শিল্প খাতে প্রবৃদ্ধি অর্জনের নিমিত্ত রপ্তানীমুখী শিল্পের উন্নয়ন সাধন; (২) স্থাপিত ক্ষমতার ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ; (৩) বেসরকারী খাতকে উৎসাহ প্রদান; (৪) বিশেষ ক্ষেত্রে আমদানীর উপর পরিমাণগত বিধি-নিষেধ ক্রমান্বয়ে তুলে নেয়া ও বিলাস সামগ্রী ব্যতীত শিল্পোৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় পণ্যের উপর বর্তমানে বিদ্যমান উচ্চ আমদানী শুল্ক হার ক্রমান্বয়ে কমিয়ে আনা; (৫) ঋণ মঞ্জুরী এবং প্রকল্প অনুমোদনের প্রক্রিয়া সহজীকরণ; (৬) শিল্পায়ন প্রক্রিয়ায় সরকারী নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি পরিহার; (৭) সম্পদ মঞ্জুরীদানকারী সংস্থা এবং বিনিয়োগকারীদের মধ্যে বাজার সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ জোরদারকরণ; (৮) গ্রামাঞ্চলে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের সম্প্রসারণ; (৯) শিল্প এলাকা ও এস্টেটের উন্নয়ন সাধন এবং (১০) দক্ষ জনশক্তি ও জাতীয় প্রযুক্তিগত ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।

২.৪। আলোচ্য বছরে যেসব শিল্পজাত পণ্যের@ উৎপাদন[সা] বৃদ্ধি পায় তার মধ্যে রয়েছে ঃ ইস্পাত (শতকরা ৭০.৮ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১.৮১ লক্ষ টন), তৈরী পোশাক (শতকরা ২৪.৩ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ২.৯৭ কোটি ডজন), চিনি (শতকরা ২২.২ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ২.৭০ লক্ষ টন), রাসায়নিক দ্রব্য (শতকরা ১৪.৮ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ২৪.৬৯ হাজার টন), পেট্রোলিয়াম প্রডাক্টস (শতকরা ১৩.১ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১৩.৫২ লক্ষ টন), প্রাকৃতিক গ্যাস (শতকরা ১০.৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৭,০০৬ মিলিয়ন ঘন মিটার), নিউজপ্রিন্ট (শতকরা ৬.২ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৪৩.০৬ হাজার টন), চামড়া (শতকরা ০.৭ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১.৪৭ কোটি বর্গ মিটার) এবং পাটজাত দ্রব্য (শতকরা ০.৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৪.২৪ লক্ষ টন)। অপরপক্ষে, যে সব শিল্পজাত পণ্যের উৎপাদন হ্রাস পায় সেগুলোর মধ্যে রয়েছে ঃ সুতীবস্ত্র (শতকরা ৩৬.৭ ভাগ হ্রাস পেয়ে ২.০৫ কোটি মিটার), রাসায়নিক সার (শতকরা ২৫.২ ভাগ হ্রাস পেয়ে ২১.৪৫ লক্ষ টন), রাবারের জুতা (শতকরা ১৫.১ ভাগ হ্রাস পেয়ে ২.৩১ লক্ষ জোড়া), ভোজ্যতেল (শতকরা ১৪.৯ ভাগ হ্রাস পেয়ে ১২.৭৮ হাজার টন), কার্পাস সুতা (শতকরা ১৪.৭ ভাগ হ্রাস পেয়ে ৪.৯৩ কোটি কেজি), সিরামিক (শতকরা ১১.৯ ভাগ হ্রাস পেয়ে ২৭.০৯ লক্ষ ডজন), কাগজ (শতকরা ১০.৭ ভাগ হ্রাস পেয়ে ৩৯.১১ হাজার টন), চা (শতকরা ৮.৬ ভাগ হ্রাস পেয়ে ৪৬.৯৯ মিলিয়ন কেজি), দিয়াশলাই (শতকরা ৫.০ ভাগ হ্রাস পেয়ে ১.২৫ কোটি গ্রস বক্স), সিমেন্ট (শতকরা ৪.২ ভাগ হ্রাস পেয়ে ৩.৪৬ লক্ষ টন), বাইসাইকেলের টায়ার ও টিউব (শতকরা ২.৮ ভাগ হ্রাস পেয়ে ৪৫.৫৯ হাজার ডজন) এবং চামড়ার জুতা (শতকরা ২.৬ ভাগ হ্রাস পেয়ে ৪০.০২ লক্ষ জোড়া)।

@ উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।
সা সাময়িক।

২.৫। সরকারী মালিকানাধীন শিল্প/বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বেসরকারী খাতে হস্তান্তরের মাধ্যমে এগুলোর দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা ১৯৯৪-৯৫ সালেও অব্যাহত থাকে। সরকার দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশে বিদ্যমান বেসরকারীকরণ প্রক্রিয়াকে আরো সময়ানুগ, সুসংহত ও ফলপ্রসূ করার নিমিত্তে আলোচ্য বছরে নিম্নলিখিত বেসরকারী নীতিমালা ও পদ্ধতি প্রবর্তন করেন ঃ

১। শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ পুঁজি প্রত্যাহার বোর্ড এবং ওয়ার্কিং কমিটি বিলুপ্ত করে বেসরকারীকরণের জন্য চিহ্নিত প্রতিষ্ঠানসমূহর সার্বিক দায়িত্ব প্রাইভেটাইজেশন বোর্ডের উপর ন্যস্ত করা হয়।

২। সরকারী শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বেসরকারীকরণের জন্য ক্ষেত্র বিশেষে নিম্নোক্ত যে কোন একটি অথবা একাধিক পদ্ধতি অনুসরণ করবেঃ (ক) টেন্ডার আহ্বানের মাধ্যমে দেশী ও বেসরকারী ক্রেতার নিকট বিক্রয়; টেন্ডারে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক/ কর্মচারী/ কর্মকর্তা সমন্বয়ে গঠিত সমিতির অংশগ্রহণের ব্যবস্থা এবং (খ) সরাসরি অথবা স্টক এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে বিভিন্ন কোম্পানীর সরকারী মালিকাধীন শেয়ার বিক্রয় (Public Offer of Shares)।

৩। সি এ ফার্ম কর্তৃক মূল্যায়নকৃত বেসরকারী-করণের জন্য চিহ্নিত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহর সার্বিক প্রতিবেদন প্রাইভেটাইজেশন বোর্ড পরীক্ষা করার পর টেন্ডার আহ্বান করবে।

২.৬। বেসরকারী খাতের গুরুত্বকে সমুন্নত রেখে শিল্পোন্নয়নের ধারাকে গতিশীল করার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিতকরণের প্রচেষ্টা আলোচ্য বছরেও অব্যাহত থাকে। বেসরকারী খাতের অবাধ বিকাশের জন্য মাত্র ৫টি শিল্প খাতকে যথা ঃ (ক) অস্ত্র, গোলাবারুদ এবং প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি; (খ) পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন; (গ) সিকিউরিটি মুদ্রণ (কাগজী মুদ্রা) এবং টাকশাল; (ঘ) সংরক্ষিত বনাঞ্চল এলাকায় বনায়ন ও যান্ত্রিক আহরণ এবং (ঙ) বিমান পরিবহন (অভ্যন্তরীণ পরিবহন ব্যতীত) ও রেলওয়ে সংরক্ষিত রেখে অন্যান্য সব শিল্প খাত বেসরকারী বিনিয়োগের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে।

২.৭। তৈরী পোশাক রপ্তানী উৎসাহিতকরণের লক্ষ্যে কোটা ও নন-কোটা উভয় ক্যাটাগরির ক্ষেত্রে ন্যূনতম মূল্য সংযোজনের হার ধরা হয়েছে শতকরা ২৫.০ ভাগ। অধিকতর উচ্চতর মূল্যের পোশাক রপ্তানীর ক্ষেত্রে এ হার কোটা ও নন-কোটা ক্যাটাগরির জন্য যথাক্রমে শতকরা ২০.০ ভাগ ও শতকরা ১৫.০ ভাগ এবং সকল প্রকার শিশু পোশাকের জন্য শতকরা ২০.০ ভাগ। তবে, কোন ক্রমেই মূল্য সংযোজনের পরিমাণ ডজন প্রতি ১২ ডলারের কম হবে না। দেশীয় বস্ত্র খাত ও পোশাক শিল্পের অনুকূলে পরোক্ষ রপ্তানীকারক অর্থাৎ উৎপাদন/ সরবরাহকারীগণকে বিকল্প সুবিধা প্রদানের আবেদনপত্র প্রত্যক্ষ রপ্তানীকারক অর্থাৎ উৎপাদন/ সরবরাহকারীর নেগোসিয়েটিং ব্যাংকের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণের নির্দেশ আংশিক পরিবর্তন ক্রমে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, পরোক্ষ রপ্তানীকারকের ব্যাংকের লিখিত অনুরোধে প্রত্যক্ষ রপ্তানীকারকের ব্যাংকার প্রত্যক্ষ রপ্তানীর ডকুমেন্ট নেগোসিয়েশনের/মূল্য প্রত্যাবাসনের অনধিক ৭ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পরোক্ষ রপ্তানী-কারকের ব্যাংকে সরবরাহ করবে। ঐ কাগজপত্রসহ শেষোক্ত ব্যাংক সরাসরি বাংলাদেশ ব্যাংকের আঞ্চলিক অফিসে বিকল্প নগদ সহায়তার আবেদনপত্র দাখিল করতে পারবে।

২.৮। রপ্তানী উন্নয়ন তহবিলের অধীনে রপ্তানী ঋণের মেয়াদ ক্ষেত্র বিশেষে সর্বোচ্চ ২৭০ দিন পর্যন্ত বৃদ্ধির জন্য কেস-টু-কেস (Case to Case) ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংকে আবেদন করা যাবে। এছাড়া, এ তহবিলের সাব লোন (Sub-loan) এর সুদের হার শতকরা ৭.৭ ভাগের স্থলে শতকরা ৬.৯ ভাগে নির্ধারণ করা হয়, যা বিদ্যমান ৬ মাসের লিবর (LIBOR) + শতকরা ১ ভাগের সমান।

বেসরকারী শিল্প খাতে বিনিয়োগ

২.৯। ১৯৯৪-৯৫ সালে বিনিয়োগ বোর্ড কর্তৃক বেসরকারী শিল্প খাতে ২,৯১৯.৫৯ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রাসহ মোট ৬,৩০২.৯৫ কোটি টাকা বিনিয়োগ সম্বলিত ১,২৫৮টি শিল্প প্রকল্প নিবন্ধন করা হয়। পূর্ববর্তী বছর এ খাতে ৩,২১৬.৪৬ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রাসহ মোট ৫,০৪২.৯২ কোটি টাকা বিনিয়োগ সম্বলিত ৯৪৬টি শিল্প প্রকল্প নিবন্ধন করা হয়েছিল।

খাদ্য পরিস্থিতি

২.১০। ১৯৯৪-৯৫ সালে অভ্যন্তরীণ উৎপাদন হ্রাস পাওয়ার প্রেক্ষাপটে খাদ্যশস্যের অভ্যন্তরীণ সংগ্রহের পরিমাণ কমে গেলেও সরকারী মজুদ থেকে বিতরণের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। আলোচ্য বছরে খাদ্যশস্যের মোট প্রাপ্যতা ৮.৯৯ লক্ষ টন হ্রাস পেয়ে ১৭৫.৬৬ লক্ষ টনে দাঁড়ায়। এ পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের ১৮৪.৬৫ লক্ষ টনের তুলনায় শতকরা ৪.৯ ভাগ কম। খাদ্যশস্যের প্রাপ্যতার বিবরণ সারণী ২.১-এ দেখানো হ'ল।

সারণী- ২.১

বাংলাদেশের খাদ্যশস্যের মোট প্রাপ্যতা

(লক্ষ টন)

খাদ্যশস্য প্রাপ্যতার উৎস	১৯৯৩-৯৪	১৯৯৪-৯৫	পরিবর্তন
১	২	৩	৪
১। নীট্ অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (শতকরা ১০ ভাগ বীজ, গো-খাদ্য ও অপচয় বাদে)	১৭২.৫৫	১৬২.৭০	- ৯.৮৫ (-৫.৭১)
২। সরকারী গুদাম থেকে বিতরণ	১৩.৭৬	১৫.৭২	+ ১.৯৬ (+ ১৪.২৪)
৩। অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ	১.৬৬	২.৭৬	+ ১.১০ (+ ৬৬.২৭)
৪। মোট প্রাপ্যতা (১+২-৩)	১৮৪.৬৫	১৭৫.৬৬	- ৮.৯৯ (-৪.৮৭)

নোট ঃ বন্ধনীর সংখ্যাসমূহ শতকরা পরিবর্তন নির্দেশক।

উৎস ঃ (১) খাদ্য মন্ত্রণালয়এবং (২) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

২.১১। ১৯৯৪-৯৫ সালে দেশে খাদ্যশস্যের বাজারদরে ঊর্ধ্বমুখী গতিধারা পরিলক্ষিত হয়। মোটা চালের গড় ন্যূনতম পাইকারী মূল্য ১৯৯৪ সালের জুন শেষে প্রতি কুইন্টাল ১,০৭৭.০০ টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে জুলাই মাস শেষে প্রতি কুইন্টাল ১,০৯৭.০০ টাকায় দাঁড়ায়। আগস্ট মাস শেষে চালের মূল্য সামান্য হ্রাস পেয়ে প্রতি কুইন্টাল ১,০৬৪.০০ টাকায় দাঁড়ালেও পরবর্তীতে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাস শেষে প্রতি কুইন্টাল যথাক্রমে ১,১৬৭.০০ টাকা ও ১,২০৮.০০ টাকায় দাঁড়ায়। নতুন আমন ফসল বাজারে আসা শুরু হলে খোলা বাজারে চালের মূল্যে নিম্নমুখী ধারা পরিলক্ষিত হয় এবং নভেম্বর, ১৯৯৪ শেষে কুইন্টাল প্রতি ১,১৬৪.০০ টাকায় দাঁড়ায়। কিন্তু খরাজনিত কারণে আউশ ও আমনের উৎপাদন হ্রাস পাওয়ায় ডিসেম্বর মাস থেকে পুনরায় চালের মূল্য বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ডিসেম্বর, জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাস শেষে প্রতি কুইন্টাল যথাক্রমে ১,২০১.০০ টাকা, ১,২৪৬.০০ টাকা, ১,২৭০.০০ টাকা ও ১,৩৫৪.০০ টাকায় দাঁড়ায়। এপ্রিল মাসে নতুন গম উঠার ফলে খাদ্যশস্যের মূল্য কিছুটা হ্রাস পেয়ে প্রতি কুইন্টাল ১,৩১৩.০০ টাকায় দাঁড়ায় এবং নতুন বোরো ফসল বাজারে আসার ফলে খাদ্যশস্যের মূল্য আরেক দফায় হ্রাস পেয়ে মে মাস শেষে প্রতি কুইন্টাল ১,২১৫.০০ টাকায় দাঁড়ায়। কিন্তু বোরোর উৎপাদন কম হওয়ার দরুন বাজারে খাদ্যশস্যের অপর্যাপ্ত সরবরাহের ফলে মূল্য বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং জুন শেষে প্রতি কুইন্টাল ১,২২৭.০০ টাকায় দাঁড়ায়।

২.১২। ১৯৯৪-৯৫ সালে খাদ্যশস্য আমদানীর লক্ষ্যমাত্রা ১২.০০ লক্ষ টন ধার্য করা হয়েছিল। এর বিপরীতে আলোচ্য বছরে খাদ্যশস্য আমদানীর পরিমাণ দাঁড়ায় ২৫.৬৮ লক্ষ টন (চাল ৮.১৩ লক্ষ টন ও গম ১৭.৫৫ লক্ষ টন)। ১৯৯৩-৯৪ সালে খাদ্যশস্য আমদানীর পরিমাণ ছিল ৯.৬৬[স] লক্ষ টন (গম ৮.৯২ লক্ষ টন ও চাল ০.৭৪ লক্ষ টন)।

২.১৩। ১৯৯৪-৯৫ সালে অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা এবং প্রকৃত সংগ্রহ উভয়ই ২.৭৬ লক্ষ টনে দাঁড়ায়। আলোচ্য বছরে অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্যের প্রকৃত সংগ্রহের মধ্যে চাল এবং গমের

স সংশোধিত।

পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২.৪৬ লক্ষ টন এবং ০.৩০ লক্ষ টন। ১৯৯৩-৯৪ সালে যার পরিমাণ ছিল ১.৬৬ লক্ষ টন (চাল ১.৪৮ লক্ষ টন এবং গম ০.১৮ লক্ষ টন)।

২.১৪। আমন ধান ও চালের সংগ্রহ মূল্য ১৯৯৩ সালের ২২শে ডিসেম্বর তারিখের প্রতি কুইন্টাল যথাক্রমে ৫৬২.৬০ টাকা ও ৮৭০.৭৫ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ১৯৯৪ সালের ১৮ই নভেম্বর প্রতি কুইন্টাল যথাক্রমে ৫৮৯.৪৩ টাকা ও ৯১০.৯৪ টাকায় ধার্য করা হয়। ইরি/বোরো ধান ও চালের সংগ্রহ মূল্যও ১৯৯৪ সালের ১৯শে এপ্রিলে ধার্যকৃত প্রতি কুইন্টাল যথাক্রমে ৬১৬.২৩ টাকা ও ৯৯১.৩২ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ১৯৯৫ সালের ৯ই মে প্রতি কুইন্টাল যথাক্রমে ৭১৫.০০ টাকা ও ১,১২৫.০০ টাকায় পুনঃনির্ধারণ করা হয়। ১৯৯৩ সালের ২৫শে এপ্রিলে নির্ধারিত গমের সংগ্রহ মূল্য প্রতি কুইন্টাল ৬০২.৮৩ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ১৯৯৫ সালের ২৫শে মার্চ প্রতি কুইন্টাল ৭০০.০০ টাকায় ধার্য করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৫ সালের ১০ই এপ্রিলে এ মূল্য বৃদ্ধি করে প্রতি কুইন্টাল ৭৫০.০০ টাকায় পুনঃনির্ধারণ করা হয়।

২.১৫। ১৯৯৪-৯৫ সালে খাদ্য সংকট মোকাবেলার জন্য সরকারের মজুদ থেকে ১৫.৭২ লক্ষ টন (চাল ৩.২৯ লক্ষ টন ও গম ১২.৪৩ লক্ষ টন) খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়। এর মধ্যে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীতে ৫.০০ লক্ষ টন, খোলা বাজারে বিক্রি ২.২৫ লক্ষ টন, দুঃস্থজনের উন্নয়নের জন্য খাদ্য যোগান ১.৮৪ লক্ষ টন, শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচীতে ১.৭৪ লক্ষ টন, অত্যাবশ্যকীয় অগ্রাধিকার ও ধারে বিক্রি ১.৭৩ লক্ষ টন এবং অন্যান্য কর্মসূচীতে ৩.১৬ লক্ষ টন বিতরণ করা হয়। এ পরিমাণ ১৯৯৩-৯৪ সালে বিতরণকৃত ১৩.৭৬ লক্ষ টনের (চাল ৩.৫০ লক্ষ টন ও গম ১০.২৬ লক্ষ টন) তুলনায় শতকরা ১৪.২ ভাগ বেশী।

২.১৬। আলোচ্য বছরে সরকারের অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহের পরিমাণ হ্রাস পেলেও দেশের খাদ্য সংকট মোকাবেলার জন্য সরকারী এবং বেসরকারী পর্যায়ে খাদ্যশস্য আমদানীর পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় খাদ্যশস্য মজুদের পরিমাণ ১৯৯৪ সালের ৩০শে জুনের ৫.৪০ লক্ষ টনের (চাল ২.৩৬ লক্ষ টন ও গম ৩.০৪ লক্ষ টন) তুলনায় শতকরা ৪৩.০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৫ সালের ৩০শে জুনে ৭.৭২ লক্ষ টনে (চাল ৩.৭৬ লক্ষ টন ও গম ৩.৯৬ লক্ষ টন) দাঁড়ায়।

মূল্য পরিস্থিতি/ভোক্তা মূল্য সূচক

২.১৭। ১৯৯৪-৯৫ সালে প্রধানত প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে খাদ্যশস্য উৎপাদন কম হওয়ার ফলে দেশের সার্বিক মূল্য স্তরের উপর চাপ সৃষ্টি হয়। বাস্তবানুগ মুদ্রানীতি পরিচালনার সাথে সাথে সরকার কর্তৃক দ্রুত সরকারী ও বেসরকারী খাতে খাদ্যশস্য আমদানী ও খোলা বাজারে কম দরে খাদ্যশস্য বিক্রয় পদ্ধতি অব্যাহত রাখার মাধ্যমে সরবরাহ পরিস্থিতির উপর সৃষ্ট চাপ প্রশমিতকরণের সর্বাত্মক প্রচেষ্টার ফলে ঢাকা মহানগরীর মধ্য আয়ের পরিবারসমূহর বার মাসের গড় ভিত্তিক ভোক্তা মূল্য সূচক* (১৯৭৩-৭৪ = ১০০) দ্বারা নিরূপিত মূল্যস্ফীতির হার শতকরা ৫.২ ভাগে সীমিত রাখা সম্ভবপর হয়। পূর্ববর্তী বছরের মূল্যস্ফীতির হার ছিল শতকরা ১.৮ ভাগ। উল্লেখ্য আলোচ্য বছরে মূল্যস্ফীতির হারের মাত্রা অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশ বিশেষ করে প্রতিবেশী দেশসমূহর মূল্যস্ফীতির হারের চেয়ে বেশ কম ছিল। আলোচ্য বছরে মূল্যস্ফীতি 'খাদ্য বহির্ভূত' উপ-সূচকের তুলনায় 'খাদ্য' উপ-সূচকের ক্ষেত্রে অধিক মাত্রায় প্রতিফলিত

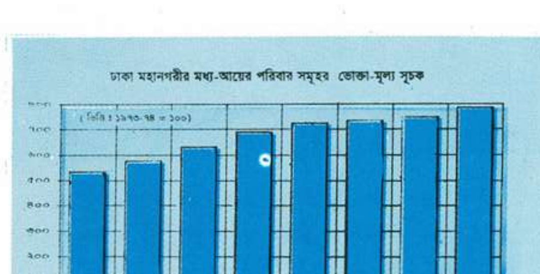

হয়। ভোক্তা মূল্যের 'খাদ্য' উপ-সূচক শতকরা ৭.৮ ভাগ বৃদ্ধি পায় কিন্তু 'খাদ্য বহির্ভূত' উপ-সূচক গড়ে

* উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

শতকরা মাত্র ১.৯ ভাগ বৃদ্ধি পায় যেখানে ১৯৯৩-৯৪ সালে উক্ত উপ-সূচকদ্বয়ের বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে শতকরা ০.৪ ভাগ ও ৩.৭ ভাগ। ১৯৯৪-৯৫ সালে ভোক্তা মূল্যের বিভিন্ন উপ-সূচকগুলোর মধ্যে 'খাদ্য' উপ-সূচক শতকরা ৭.৮ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৭৩২.০০-এ, 'জ্বালানি ও বিদ্যুৎ' শতকরা ৪.৪ ভাগ হ্রাস পেয়ে ১,০১৪.০০-এ, 'গৃহায়ণ ও গৃহস্থালী সামগ্রী' শতকরা ২.১ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১,০৪০.০০-এ, 'বস্ত্র ও পাদুকা' শতকরা ১.৯ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৪৩৯.০০-এ এবং 'বিবিধ' শতকরা ৬.৮ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৮৬০.০০-এ দাঁড়ায়। ১৯৯৪-৯৫ সালে বিরাজমান দ্রব্যমূল্য পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে মুদ্রানীতির পরিচালনার ব্যাপারে সক্রিয়-ভাবে বাংলাদেশ ব্যাংকের ৯১-দিন মেয়াদী বিলসমূহ বিক্রয়ের পরোক্ষ ঋণ নিয়ন্ত্রণের কৌশল ব্যবহার করে বৈদেশিক খাত, বেসরকারী খাত ও রাষ্ট্রায়ত্ত খাত হতে উদ্ভূত মুদ্রা সরবরাহের উপর সম্প্রসারণী প্রভাব প্রশমিত না করা হলে সংকীর্ণ অর্থ সরবরাহ (এম-১) এবং ব্যাপক অর্থ সরবরাহ (এম-২) -এর বৃদ্ধির পরিমাণ যথাক্রমে শতকরা ১৮.০ ভাগ ও শতকরা ১৬.০ ভাগের চেয়ে আরো বেশী হত।

সঞ্চয় ও বিনিয়োগ*

২.১৮। ১৯৯৪-৯৫ সালে চলতি বাজার মূল্যে মোট অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের পরিমাণ ১,৩৯৩.৩ কোটি টাকা বা শতকরা ১৮.২ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৯,০৬৯.৫ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। মোট অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়/মোট দেশজ উৎপাদন অনুপাত পূর্ববর্তী বছরের শতকরা ৭.৫ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে আলোচ্য বছরে শতকরা ৭.৮ ভাগে দাঁড়ায়। ১৯৯৪-৯৫ সালে চলতি বাজার মূল্যে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ৩,৫৭২.৪ কোটি টাকা বা শতকরা ২২.৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯,৪৬৫.১ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। ফলে, আলোচ্য বছরে মোট বিনিয়োগ/মোট দেশজ উৎপাদন অনুপাত পূর্ববর্তী বছরের শতকরা ১৫.৪ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ১৬.৬ ভাগে দাঁড়ায়।

* উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

অর্থ ও ব্যাংকিং

৩.১। ১৯৯৪-৯৫ সালে দেশের অর্থ ও ব্যাংকিং খাতে পূর্ববর্তী বছরসমূহর তুলনায় যথেষ্ট সম্প্রসারণমূলক প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। বৈদেশিক খাতে ক্রমবর্ধমান উদ্বৃত্ত এবং অভ্যন্তরীণ অর্থনীতির চাংগা ভাব দেশের অর্থ ও ব্যাংকিং খাতকে উজ্জীবিত করে। আলোচ্য বছরে অর্থ সরবরাহ বা 'ন্যারো মানি' (এম-১) বৃদ্ধির হার ১৯৯৩-৯৪ সালের তুলনায় হ্রাস পেলেও ব্যাপক অর্থ সরবরাহ বা 'ব্রড মানি' (এম-২) বৃদ্ধির হার আরো বৃদ্ধি পায়।

৩.২। ১৯৯৪-৯৫ সালে অর্থ সরবরাহ (এম-১) ২,০১২.৩০ কোটি টাকা বা শতকরা ১৮.০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১৩,১৭৯.৪০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী বছরে অর্থ সরবরাহ (এম-১) বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ২৩.২ ভাগ। আলোচ্য বছরে 'ব্যাপক অর্থ সরবরাহ' (এম-২) ৫,৮০৯.৩০ কোটি টাকা বা শতকরা ১৬.০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৪২,২১২.৩০ কোটি টাকায় দাঁড়ায় যা প্রক্ষেপিত বৃদ্ধির হার শতকরা ১৩.২ ভাগের তুলনায় কিছুটা এবং পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত বৃদ্ধির হার শতকরা ১৫.৪ ভাগের তুলনায় কিঞ্চিত বেশী।

৩.৩। ১৯৯৪-৯৫ সালে রিজার্ভ মুদ্রা[১] শতকরা ৬.০ ভাগ হ্রাস পেয়ে ১০,৬৩০.০০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী বছরে রিজার্ভ মুদ্রা বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ২৬.৪[স] ভাগ। ব্যাংকসমূহর রিজার্ভ/আমানত অনুপাত[২] (Reserve/Deposit Ratio) পূর্ববর্তী বছরের ০.১৬৯[স] থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়ে ০.১০৪-এ দাঁড়ায়। অপরপক্ষে, ১৯৯৪-৯৫ সালে মুদ্রা/আমানত অনুপাত (Currency/Deposit Ratio) ০.১৫৬ থেকে ০.১৬৮-এ বৃদ্ধি পায়।

৩.৪। ১৯৯৪-৯৫ সালে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ ৫,৩৯০.১০ কোটি টাকা বা শতকরা ১৭.৬ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৬,০৮৫.৩০[৩] কোটি টাকায় দাঁড়ায়। আলোচ্য বছরে অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রক্ষেপিত বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ১১.৭ ভাগ এবং পূর্ববর্তী বছরে এর প্রকৃত বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ৪.৯* ভাগ।

অর্থ সরবরাহ (এম-১)

৩.৫। ১৯৯৪-৯৫ সালে অর্থ সরবরাহের উপাদানসমূহর মধ্যে ব্যাংক বহির্ভূত মুদ্রা

১ রিজার্ভ মুদ্রা ঃ ব্যাংক বহির্ভূত মুদ্রা + ওয়েজ আর্নার্স ক্লিয়ারিং একাউন্টে জমাসহ বাংলাদেশ ব্যাংকে সংরক্ষিত তফসিলী ব্যাংকসমূহর নগদ জমা + তফসিলী ব্যাংকসমূহর নিজস্ব সিন্দুকে রক্ষিত নগদ তহবিল + বাংলাদেশ ব্যাংকে অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহর নগদ জমা।

২ ব্যাংকসমূহর রিজার্ভ ঃ ওয়েজ আর্নার্স ক্লিয়ারিং একাউন্টে জমাসহ বাংলাদেশ ব্যাংকে সংরক্ষিত তফসিলী ব্যাংকসমূহর নগদ জমা + তফসিলী ব্যাংকসমূহর নিজস্ব সিন্দুকে রক্ষিত নগদ তহবিল।
ব্যাংকসমূহর আমানত ঃ তলবী আমনত+মেয়াদী আমানত+সরকারী আমানত+নিয়ন্ত্রিত আমানত।

৩ সরকার কর্তৃক ব্যাংকসমূহর অনুকূলে ইস্যুকৃত বন্ডসমূহ এতে সমন্বয় করে দেখানো হয়েছে।

* পাটখাতে প্রদত্ত ঋণ অবসায়ণের উপাত্ত সমন্বয় করে দেখানোর ফলে ১৯৯৩-৯৪ সালে অভ্যন্তরীণ ঋণ বৃদ্ধির হার অনেকটা কম হয়েছিল।

স সংশোধিত।

(Currency Outside Banks) ১,১৪৯.১০ কোটি টাকা বা শতকরা ২১.২ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৬,৫৬৫.১০ কোটি টাকায় এবং তলবী আমানত (Demand Deposits) ৮৬৩.২০ কোটি টাকা বা শতকরা ১৫.০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৬,৬১৪.৩০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। আলোচ্য বছরে অর্থ সরবরাহের উপাদানসমূহর গতিধারা পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ব্যাংক বহির্ভূত মুদ্রা তলবী আমানতের তুলনায় (১৫.০%) অধিক হারে (২১.২%) বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৯৪-৯৫ সালে অর্থ সরবরাহ এবং তার উপাদানসমূহর হ্রাস/বৃদ্ধির ত্রৈমাসিক গতিধারা ৩.১ নম্বর সারণীতে দেখানো হ'ল।

সারণী - ৩.১
অর্থ সরবরাহ (এম-১)

(কোটি টাকায়)

তারিখ	ব্যাংক বহির্ভূত মুদ্রা	তলবী আমানত*	অর্থ সরবরাহ (এম-১)	অর্থ সরবরাহের ত্রৈমাসিক পরিবর্তন বৃদ্ধি (+) /হ্রাস (-)
১	২	৩	৪	৫
জুন ৩০, ১৯৯৪	৫,৪১৬.০০	৫,৭৫১.১০	১১,১৬৭.১০	+ ১,০৯৫.২০
সেপ্টেম্বর ৩০, ১৯৯৪	৫,৫১৫.৪০	৫,২০৩.৬০	১০,৭১৯.০০	- ৪৪৮.১০
ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৪	৫,৭২৪.৮০	৫,৮৭১.৭০	১১,৫৯৬.৫০	+ ৮৭৭.৫০
মার্চ ৩১, ১৯৯৫	৬,২৬৭.৯০	৬,০১৫.৭০	১২,২৮৩.৬০	+ ৬৮৭.১০
জুন ৩০, ১৯৯৫	৬,৫৬৫.১০	৬,৬১৪.৩০	১৩,১৭৯.৪০	+ ৮৯৫.৮০

* ব্যাংকসমূহে গচ্ছিত সরকারী আমানত এবং আন্তব্যাংক লেনদেন বাদে, কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংকে গচ্ছিত অ-তফসিলী ব্যাংকসমূহর আমানতসহ।

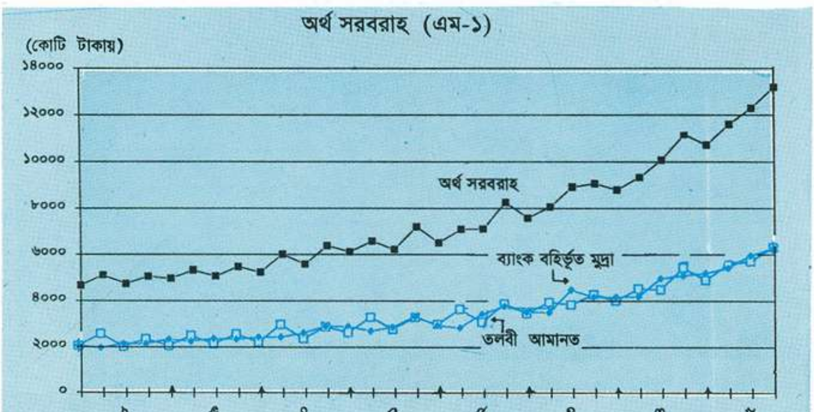

রাষ্ট্রায়ত্ত খাতে ৫০৯.৫০ কোটি টাকার ঋণ বৃদ্ধি অর্থ সরবরাহ বৃদ্ধিতে মোট ৬,৭৬৯.০০ কোটি টাকার সম্প্রসারণমূলক প্রভাব রাখে। কিন্তু মেয়াদী আমানতের ৩,৭৯৭.০০ কোটি টাকা বৃদ্ধি এবং সরকারী খাতে (নীট্) ৬৮.০০** কোটি টাকা ঋণ হ্রাস এবং অন্যান্য পরিসম্পদ (নীট্) ৮৯১.৭০ কোটি টাকা হ্রাসের ফলে উপরোক্ত সম্প্রসারণমূলক প্রভাব বহুলাংশে কমে যায়। ফলে, অর্থ সরবরাহ বৃদ্ধির পরিমাণ ২,০১২.৩০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। অর্থ সরবরাহ পরিবর্তনের উপাদানসমূহ ৩.২ নম্বর সারণীতে দেখানো হ'ল।

অর্থ সরবরাহ পরিবর্তনের কারণসূচক উপাদানসমূহ

৩.৬। ১৯৯৪-৯৫ সালে অর্থ সরবরাহ (এম-১) পরিবর্তনের উপাদানসমূহ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বৈদেশিক খাতে ১,৩১০.৯০ কোটি টাকার উদ্বৃত্ত, বেসরকারী খাতে ৪,৯৪৮.৬০ কোটি টাকা ও

**সরকার কর্তৃক ব্যাংকসমূহর অনুকূলে ইস্যুকৃত বন্ডসমূহ এতে অন্তর্ভুক্ত।

সারণী -৩.২
অর্থ সরবরাহ পরিবর্তনের কারণসূচক উপাদানসমূহ

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	জুন ৩০, ১৯৯৫	জুন ৩০, ১৯৯৪	পরিবর্তন
১	২	৩	৪
১। ব্যাংক বহির্ভূত মুদ্রা	৬,৫৬৫.১০	৫,৪১৬.০০	+ ১,১৪৯.১০
২। তলবী আমানত*	৬,৬১৪.৩০	৫,৭৫১.১০	+ ৮৬৩.২০
মোট অর্থ সরবরাহ (এম-১)	**১৩,১৭৯.৪০**	**১১,১৬৭.১০**	**+ ২,০১২.৩০**
কারণসূচক উপাদানসমূহ			
সম্প্রসারণ (+)			
সংকোচন (-)			
১। সরকারী খাত (রাষ্ট্রায়ত্ত খাতসহ)			**+ ৪৪১.৫০**
ক) সরকারী খাত (নীট্)			- ৬৮.০০
খ) রাষ্ট্রায়ত্ত খাত			+ ৫০৯.৫০
২। বেসরকারী খাত			+ ৪,৯৪৮.৬০
৩। মেয়াদী আমানত (বৃদ্ধি -)			- ৩,৭৯৭.০০
৪। বৈদেশিক খাত (নীট্)			+ ১,৩১০.৯০
৫। অন্যান্য পরিসম্পদ (নীট্)			- ৮৯১.৭০
মোট ঃ			+ ২,০১২.৩০

*ব্যাংকসমূহে গচ্ছিত সরকারী আমানত এবং আন্তব্যাংক লেনদেন বাদে, কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংকে গচ্ছিত অ-তফসিলী ব্যাংকসমূহর আমানতসহ।

ব্যাপক অর্থ সরবরাহ (এম-২)

৩.৭। ব্যাপক অর্থ সরবরাহ (এম-২) পূর্ববর্তী বছরের শতকরা ১৫.৪ ভাগ বৃদ্ধির তুলনায় ১৯৯৪-৯৫ সালে শতকরা ১৬.০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৪২,২১২.৩০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। এর মধ্যে, মেয়াদী আমানত শতকরা ১৫.১ ভাগ, তলবী আমানত শতকরা ১৫.০ ভাগ এবং ব্যাংক বহির্ভূত মুদ্রা শতকরা ২১.২ ভাগ বৃদ্ধি পায়। পূর্ববর্তী বছরে এগুলোর বৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে শতকরা ১২.৩ ভাগ, ২৫.৫ ভাগ এবং ২০.৯ ভাগ। ১৯৯৫ সালের ৩০শে জুনে ব্যাপক অর্থ সরবরাহে মেয়াদী আমানত, তলবী আমানত এবং ব্যাংক বহির্ভূত মুদ্রার অংশ দাঁড়ায় যথাক্রমে শতকরা ৬৮.৮ ভাগ, ১৫.৭ ভাগ এবং ১৫.৫ ভাগ। ১৯৯৪ সালের ৩০শে জুনে এগুলোর তুলনামূলক অংশ ছিল যথাক্রমে শতকরা ৬৯.৩ ভাগ, ১৫.৮ ভাগ এবং ১৪.৯ ভাগ। ১৯৯০-৯১ থেকে ১৯৯৪-৯৫ সাল পর্যন্ত ব্যাপক অর্থ সরবরাহের (এম-২) উপাত্ত পরিশিষ্টের ৪ নম্বর সারণীতে দেয়া হয়েছে। ব্যাপক অর্থ সরবরাহ (এম-২) এবং এর বিভিন্ন উপাদানের শতকরা পরিবর্তন ৩.৩ নম্বর সারণীতে দেখানো হ'ল।

সারণী ৩.৩

ব্যাপক অর্থ সরবরাহ (এম-২)

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	জুন ৩০, ১৯৯৩	জুন ৩০, ১৯৯৪	জুন ৩০, ১৯৯৫	শতকরা পরিবর্তন ১৯৯৩-৯৪	শতকরা পরিবর্তন ১৯৯৪-৯৫
১	২	৩	৪	৫	৬
১। ব্যাংক বহির্ভূত মুদ্রা	৪,৪৮০.১০	৫,৪১৬.০০	৬,৫৬৫.১০	+ ২০.৯	+ ২১.২
২। তলবী আমানত*	৪,৫৮২.৫০	৫,৭৫১.১০	৬,৬১৪.৩০	+ ২৫.৫	+ ১৫.০
৩। মেয়াদী আমানত*	২২,৪৭৩.০০	২৫,২৩৫.৯০	২৯,০৩২.৯০	+ ১২.৩	+ ১৫.১
মোট (এম-২) ঃ	৩১,৫৩৫.৬০	৩৬,৪০৩.০০	৪২,২১২.৩০	+ ১৫.৪	+ ১৬.০

* ব্যাংকসমূহে গচ্ছিত সরকারী আমানত এবং আন্তব্যাংক লেনদেন বাদে, কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংকে গচ্ছিত অ-তফসিলী ব্যাংকসমূহর আমানত তলবী আমানতের অন্তর্ভুক্ত।

রিজার্ভ মুদ্রা

৩.৮। ১৯৯৪-৯৫ সালে রিজার্ভ মুদ্রা ৬৭৭.৯০ কোটি টাকা বা শতকরা ৬.০ ভাগ হ্রাস পেয়ে ১০,৬৩০.০০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী বছরে রিজার্ভ মুদ্রা বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ২,৩৬৩.১০[স] কোটি টাকা বা শতকরা ২৬.৪[স] ভাগ। ১৯৯৩-৯৪ সালে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে রিজার্ভ মুদ্রা বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে আলোচ্য বছরে সক্রিয়ভাবে বাংলাদেশ ব্যাংক বিল বিক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এছাড়া, বর্ধিত ঋণ প্রবাহ এবং ১৯৯৪-৯৫ সালে সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত কতিপয় বন্ডে ব্যাংকসমূহ বিনিয়োগ করায় বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট রক্ষিত তাদের নগদ জমার পরিমাণ বিপুল পরিমাণে হ্রাস পায়। রিজার্ভ মুদ্রার উপাদানসমূহর মধ্যে আলোচ্য বছরে ব্যাংক বহির্ভূত মুদ্রা বৃদ্ধি পায় ১,১৪৯.১০ কোটি টাকা বা শতকরা ২১.২ ভাগ, পূর্ববর্তী বছরে যা বৃদ্ধি পেয়েছিল ৯৩৫.৯০ কোটি টাকা বা শতকরা ২০.৯ ভাগ। তফসিলী ব্যাংকসমূহ কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে সংরক্ষিত অর্থের পরিমাণ আলোচ্য বছরে ১,৭৫৮.৯০ কোটি টাকা বা শতকরা ৩৩.৮ ভাগ হ্রাস পায়, পূর্ববর্তী বছরে যা ১,২৭৪.৬০ কোটি টাকা বা শতকরা ৩২.৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছিল। তফসিলী ব্যাংকসমূহর নিজস্ব সিন্দুকে রক্ষিত নগদ তহবিল আলোচ্য বছরে ৬৮.১০ কোটি টাকা বা শতকরা ৯.৯ ভাগ হ্রাস পায়, পূর্ববর্তী বছরে যা ১৫২.৬০ কোটি টাকা বা শতকরা ২৮.৩ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছিল। আলোচ্য বছরে রিজার্ভ মুদ্রা হ্রাসের কারণ হিসেবে বিবিধ বিষয়সমূহ (নীট) এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে প্রদত্ত ঋণ হ্রাসকে উল্লেখ করা যায়। রিজার্ভ মুদ্রার উপাদান ও উৎস সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য/উপাত্ত পরিশিষ্টের ৫ এবং ৬ নম্বর সারণীতে দেয়া হয়েছে। ৩.৪ নম্বর সারণীতে রিজার্ভ মুদ্রার উপাদান এবং উৎস ভিত্তিক তুলনামূলক চিত্র দেখানো হ'ল।

স সংশোধিত।

সারণী - ৩.৪

রিজার্ভ মুদ্রার উপাদান ও উৎস ভিত্তিক পরিবর্তন

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	বার্ষিক পরিবর্তন ঃ বৃদ্ধি (+) /হ্রাস (-)	
	১৯৯৪-৯৫	১৯৯৩-৯৪
১	২	৩
রিজার্ভ মুদ্রা	-৬৭৭.৯০ (-৬.০)	+ ২,৩৬৩.১০স (+ ২৬.৪)
রিজার্ভ মুদ্রার উপাদানসমূহ		
১। ব্যাংক বহির্ভূত মুদ্রা	+ ১,১৪৯.১০ (+ ২১.২)	+ ৯৩৫.৯০ (+ ২০.৯)
২। বাংলাদেশ ব্যাংকে সংরক্ষিত তফসিলী ব্যাংকসমূহর নগদ অর্থ*	- ১,৭৫৮.৯০ (- ৩৩.৮)	+ ১,২৭৪.৬০ (+ ৩২.৫)
৩। তফসিলী ব্যাংকসমূহর নিজস্ব সিন্দুকে রক্ষিত নগদ তহবিল	- ৬৮.১০ (- ৯.৯)	+ ১৫২.৬০ (+২৮.৩)
৪। বাংলাদেশ ব্যাংকে অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহর নগদ জমা	(০)	(০)
রিজার্ভ মুদ্রার উৎসসমূহ		
১। সরকারী খাতে প্রদত্ত নীট্ ঋণ	+ ২৪৪.৪০ (+২৪.২)	- ৪৩৮.২০ (- ৩০.৩)
২। তফসিলী ব্যাংকসমূহকে দেয়া কর্জ	+ ১৫৭.১০ (+ ৬.১)	- ৩২০.৫০ (-১১.১)
৩। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে দেয়া কর্জ	- ৫৬৩.৪০ (-৩৪.৫)	+ ৭৫৩.৩০স (+ ৮৫.৪)
৪। নীট্ বৈদেশিক সম্পদ	+ ৬১৩.৩০ (+ ৭.৪)	+ ২,৫৮৩.২০ (+ ৪৫.৬)
৫। বিবিধ বিষয়সমূহ (নীট্)	-১,১২৯.৩০ (-৫২.২)	- ২১৪.৭০স (-১১.০)

নোট ঃ বন্ধনীর সংখ্যাসমূহ বার্ষিক পরিবর্তনের শতকরা হার নির্দেশক।

* ওয়েজ আর্নার্স ক্লিয়ারিং একাউন্টে জমাসহ।

স সংশোধিত।

অর্থের আয়-গতি (Income Velocity of Money)

৩.৯। ১৯৯৪-৯৫ সালে অর্থের আয়-গতি (মোট দেশজ উৎপাদন ÷ ব্যাপক অর্থ সরবরাহ) পূর্ববর্তী বছরের ২.৮৩ হতে হ্রাস পেয়ে ২.৭৭তে দাঁড়ায়। অর্থের আয়-গতির হ্রাস দেশের আর্থিক খাতের ক্রমবর্ধমান গভীরতা (Deepening) এবং অর্থের মাধ্যমে লেনদেনের হার (Rate of Monetisation) বৃদ্ধির ইংগিতবহ। এমতাবস্থায় বর্ধিত অর্থ সরবরাহ দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে আরো চাংগা করবে বলে আশা করা যায়। ৩.৫ নম্বর সারণীতে অর্থের আয়-গতি দেখানো হ'ল।

সারণী - ৩.৫

অর্থের আয়-গতি

(কোটি টাকায়)

বছর	চলতি বাজার মূল্যে মোট দেশজ উৎপাদন*	ব্যাপক অর্থ সরবরাহ** (এম-২)	অর্থের আয়-গতি (২÷৩)
১	২	৩	৪
১৯৯২-৯৩	৯৪,৮০৬.৫[স]	৩১,৫৩৫.৬	৩.০১ (-৫.৩৫)
১৯৯৩-৯৪	১,০৩,০৩৬.৫	৩৬,৪০৩.০	২.৮৩ (-৫.৯৮)
১৯৯৪-৯৫	১,১৭,০২৬.১	৪২,২১২.৩	২.৭৭ (-২.১২)

* উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।
নোট ঃ বন্ধনীভুক্ত সংখ্যাসমূহ অর্থের আয়-গতির শতকরা পরিবর্তন নির্দেশক।
** জুন শেষের স্থিতি।
স সংশোধিত।

অভ্যন্তরীণ ঋণ

৩.১০। ১৯৯৪-৯৫ সালে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ ৫,৩৯০.১০ কোটি টাকা বা শতকরা ১৭.৬ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৬,০৮৫.৩০[@] কোটি টাকায় দাঁড়ায়, পূর্ববর্তী বছরে যা বৃদ্ধি পেয়েছিল ১,৪২১.৪০ কোটি টাকা বা শতকরা ৪.৯ ভাগ। আলোচ্য বছরে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতে ও বেসরকারী খাতে ঋণ বৃদ্ধি যথাক্রমে ৫০৯.৫০ কোটি টাকা (১০.১%) ও ৪,৯৪৮.৬০ কোটি টাকা (২৩.৬%) মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ বৃদ্ধিতে অবদান রাখে। পক্ষান্তরে, আলোচ্য বছরে সরকারী খাতে (নীট্) ৬৮.০০ কোটি টাকা (১.৫%) ঋণ হ্রাসের ফলে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের সম্প্রসারণ কিঞ্চিত কমে যায়। পূর্ববর্তী বছরে সরকারী খাতে (নীট্) ও বেসরকারী খাতে যথাক্রমে শতকরা ১৯.৪ ভাগ এবং শতকরা ৮.৬ ভাগ ঋণ বৃদ্ধি এবং রাষ্ট্রায়ত্ত খাতে শতকরা ১৬.৫ ভাগ ঋণ হ্রাস পেয়েছিল। কৃষি ও শিল্প খাতে ঋণের প্রবাহ বৃদ্ধি এবং বিশেষ করে বাণিজ্যিক খাতে ঋণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়ায় বেসরকারী খাতে বিপুল পরিমাণে ঋণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া, দেশে ঋণের প্রবাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ যথাঃ শেয়ার/ডিবেঞ্চারের বিপরীতে ব্যাংক ঋণ প্রদানের ব্যাপারে নিয়মাবলী শিথিলকরণ সিদ্ধান্ত, রপ্তানী ঋণের আওতা প্রসারিতকরণ, ব্যক্তিগত ঋণ প্রদান সংক্রান্ত বিধি-নিষেধ প্রত্যাহার ইত্যাদি বেসরকারী খাতে ঋণ প্রসারে ভূমিকা রাখে। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সার্বিক ঋণ সরবরাহের মাত্রা যুক্তিযুক্ত পর্যায়ে সংরক্ষণের প্রয়াস অব্যাহত রাখা এবং সরকারী খাতে ঋণ হ্রাস পাওয়ার ফলে সার্বিক ঋণের সম্প্রসারণ উল্লেখিত মাত্রায় সীমিত রাখা সম্ভব হয়। মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ সংক্রান্ত তথ্য/উপাত্ত পরিশিষ্টের ৪ নম্বর সারণীতে দেয়া হয়েছে।

@ সরকার কর্তৃক ব্যাংকসমূহর অনুকূলে ইস্যুকৃত বন্ডসমূহ এতে সমন্বয় করে দেখানো হয়েছে।

ব্যাংক ঋণ

৩.১১। ১৯৯৪-৯৫ সালে মোট ব্যাংক ঋণ (বৈদেশিক বিল এবং আন্তব্যাংক লেনদেন ব্যতীত) ৪,৯৯৭.১০ কোটি টাকা বা শতকরা ২০.৬ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ২৯,২০৭.১০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী বছরে ব্যাংক ঋণ বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ১৫৩.৭০@ কোটি টাকা বা শতকরা ০.৬ ভাগ। আলোচ্য বছরে ব্যাংক ঋণের উপাদানসমূহর মধ্যে আগামসমূহ ৪,৬২১.৩০ কোটি টাকা বা শতকরা ১৯.৭ ভাগ এবং ক্রয়কৃত ও বাট্টাকৃত বিলসমূহ ৩৭৫.৮০ কোটি টাকা বা শতকরা ৫০.৪ ভাগ বৃদ্ধি পায়। ব্যাংক ঋণের হ্রাস/বৃদ্ধির ত্রৈমাসিক গতিধারা ৩.৬ নম্বর সারণীতে দেখানো হ'ল।

সারণী-৩.৬

ব্যাংক ঋণ*

(কোটি টাকায়)

তারিখ	আগামসমূহ	বিলসমূহ	মোট ব্যাংক ঋণ	মোট ব্যাংক ঋণে আগামসমূহর শতকরা অংশ	মোট ব্যাংক ঋণে বিলসমূহর শতকরা অংশ
১	২	৩	৪	৫	৬
জুন ৩০, ১৯৯৪	২৩,৪৬৪.৬০	৭৪৫.৪০	২৪,২১০.০০	৯৬.৯	৩.১
সেপ্টেম্বর ৩০, ১৯৯৪	২৩,৭৫০.৫০	৭৭৬.৭০	২৪,৫২৭.২০	৯৬.৮	৩.২
ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৪	২৫,১৫৫.১০	৯৯৬.৪০	২৬,১৫১.৫০	৯৬.২	৩.৮
মার্চ ৩১, ১৯৯৫	২৬,০৪৯.১০	১,০৮৭.২০	২৭,১৩৬.৩০	৯৬.০	৪.০
জুন ৩০, ১৯৯৫	২৮,০৮৫.৯০	১,১২১.২০	২৯,২০৭.১০	৯৬.২	৩.৮

@ পাট খাতে প্রদত্ত ঋণ অবসায়নের ফলে পূর্ববর্তী বছরে ব্যাংক ঋণ বৃদ্ধির হার অনেকটা কম হয়েছিল।

* বৈদেশিক বিল এবং আন্তব্যাংক লেনদেন বাদে।

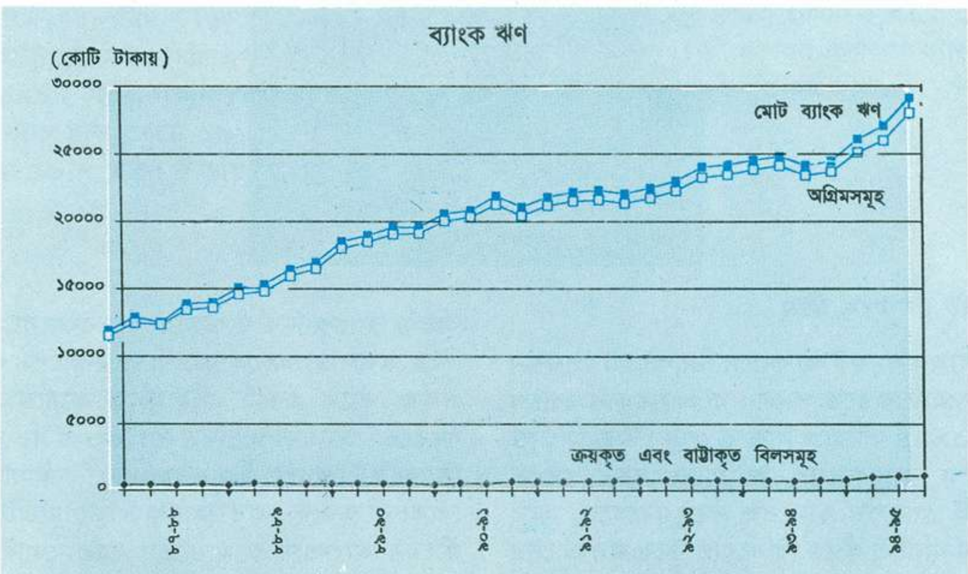

ব্যাংক আমানত

৩.১২। ১৯৯৪-৯৫ সালে ব্যাংক আমানত (আন্তব্যাংক লেনদেন ও সরকারী আমানত ব্যতীত) ৪,৬৬০.৭০ কোটি টাকা বা শতকরা ১৫.০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৫,৬৪৯.১০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী বছরে ব্যাংক আমানত বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ৩,৯৩১.৩০ কোটি টাকা বা শতকরা ১৪.৫ ভাগ। আলোচ্য বছরে মোট ব্যাংক আমানতের মধ্যে তলবী আমানত ৮৬৩.২০ কোটি টাকা বা শতকরা ১৫.০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৬,৬১৪.৩০ কোটি টাকায় এবং মেয়াদী আমানত ৩,৭৯৭.০০ কোটি টাকা বা শতকরা ১৫.১ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ২৯,০৩২.৯০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। আলোচ্য বছরে নিয়ন্ত্রিত আমানত ০.৫০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পায়। সরকারী ও বেসরকারী খাতের আমানতের বিবরণ পরিশিষ্টের ৭ নম্বর সারণীতে দেয়া হয়েছে। ব্যাংক আমানতের ত্রৈমাসিক গতিধারা ৩.৭ নম্বর সারণীতে দেখানো হ'ল।

সারণী - ৩.৭

ব্যাংক আমানত*

(কোটি টাকায়)

তারিখ	তলবী আমানত	মেয়াদী আমানত	মোট আমানত**	মোট আমানতে তলবী আমানতের শতকরা অংশ	মোট আমানতে মেয়াদী আমানতের শতকরা অংশ
১	২	৩	৪	৫	৬
জুন ৩০, ১৯৯৪	৫,৭৫১.১০	২৫,২৩৫.৯০	৩০,৯৮৮.৪০	১৮.৬	৮১.৪
সেপ্টেম্বর ৩০, ১৯৯৪	৫,২০৩.৬০	২৬,০৭৯.৫০	৩১,২৮৫.১০	১৬.৬	৮৩.৪
ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৪	৫,৮৭১.৭০	২৭,৬৯৩.১০	৩৩,৫৬৬.৯০	১৭.৫	৮২.৫
মার্চ ৩১, ১৯৯৫	৬,০১৫.৭০	২৮,০৪০.৩০	৩৪,০৫৮.০০	১৭.৭	৮২.৩
জুন ৩০, ১৯৯৫	৬,৬১৪.৩০	২৯,০৩২.৯০	৩৫,৬৪৯.১০	১৮.৬	৮১.৪

* ব্যাংকসমূহে গচ্ছিত সরকারী আমানত এবং আন্তব্যাংক লেনদেন বাদে।

** নিয়ন্ত্রিত আমানত (Restricted Deposits) সহ।

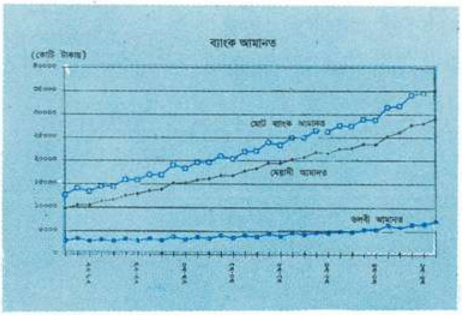

ডিপোজিট পেনশন স্কীম

৩.১৩। ব্যাংকসমূহ ইচ্ছা করলে ডিপোজিট পেনশন স্কীম প্রত্যাহার করতে পারবে বলে সরকার ২৪শে নভেম্বর, ১৯৯৪ তারিখে সিদ্ধান্ত নেন। উক্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্যাংকসমূহ আলোচ্য বছর থেকে ডিপোজিট পেনশন স্কীম বন্ধ করে দিয়েছে, তবে ইতোপূর্বে যারা এ স্কীমে বিনিয়োগ করেছেন তাঁদের হিসাব মেয়াদ পূর্তি পর্যন্ত চালু থাকবে। উল্লেখ্য, অগ্রণী ব্যাংক নিজস্ব উদ্যোগে সরকারের অনুমতি নিয়ে আলোচ্য বছরে 'অগ্রণী ব্যাংক পেনশন সঞ্চয় প্রকল্প' নামে একটি সেবামূলক কার্যক্রম প্রবর্তন করেছে। অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকও এ ধরনের নতুন ডিপোজিট পেনশন স্কীম চালু করার বিষয় সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করছে। প্রত্যাহারকৃত ডিপোজিট পেনশন স্কীমের আওতায় আমানতের বছর-ওয়ারী স্থিতির পরিমাণ ৩.৮ নম্বর সারণীতে দেখানো হ'ল।

সারণী - ৩.৮

প্রত্যাহারকৃত ডিপোজিট পেনশন স্কীমের আওতায় আমানতের স্থিতি

(কোটি টাকায়)

তারিখ	স্থিতির পরিমাণ	পরিবর্তন
১	২	৩
জুন ৩০, ১৯৯০	৭৯৬.০৫	+ ২২৭.৬৮ (+ ৪০.০৬)
জুন ৩০, ১৯৯১	১,০৩৬.০০	+ ২৩৯.৯৫ (+ ৩০.১৪)
জুন ৩০, ১৯৯২	১,৩৯৭.৮৩	+ ৩৬১.৮৩ (+ ৩৪.৯৩)
জুন ৩০, ১৯৯৩	১,৮০৭.৯৭	+ ৪১০.১৪ (+ ২৯.৩৪)
জুন ৩০, ১৯৯৪	২,১৬২.২৭	+ ৩৫৪.৩০ (+ ১৯.৬০)
জুন ৩০, ১৯৯৫	২,৪৭৫.৭৪	+ ৩১৩.৪৭ (+১৪.৫০)

নোট ঃ বন্ধনীভুক্ত সংখ্যাসমূহ বার্ষিক পরিবর্তনের শতকরা হার নির্দেশক।

পল্লী ও শহর এলাকায় আমানত ও আগাম

৩.১৪। ১৯৯৫ সালের জুন শেষে মোট আমানতে পল্লী এলাকায় সংগৃহীত আমানতের অংশ বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ২২.০ ভাগে দাঁড়ায়। ১৯৯৪ সালের জুন শেষে এর পরিমাণ ছিল শতকরা ২২.১ ভাগ। মোট আগামের মধ্যে পল্লী এলাকায় প্রদত্ত আগামের অংশ ১৯৯৪ সালের জুন শেষের শতকরা ১৯.৯ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে ১৯৯৫ সালের জুন শেষে শতকরা ১৯.৭ ভাগে দাঁড়ায়। ১৯৯৫ সালের জুন শেষে পল্লী এলাকায় সংগৃহীত আমানত এবং প্রদত্ত আগামের স্থিতির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৮,৫৫৩.২৮ কোটি টাকা এবং ৬,৪৯৮.৬৮ কোটি টাকা; ১৯৯৪ সালের জুন শেষে যার তুলনামূলক পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭,৫০৪.৮২ কোটি টাকা ও ৫,৬২৫.৬৩ কোটি টাকা। পল্লী ও শহর এলাকায় ব্যাংক আমানত ও ব্যাংক আগামের শতকরা হার ৩.৯ নম্বর সারণীতে দেখানো হ'ল।

সারণী - ৩.৯

পল্লী ও শহর এলাকায় ব্যাংক আমানত ও আগামের শতকরা হার

তারিখ	আমানতের শতকরা হার		আগামের শতকরা হার	
	পল্লী	শহর	পল্লী	শহর
১	২	৩	৪	৫
জুন ৩০, ১৯৯১	২১.৪	৭৮.৬	২১.৯	৭৮.১
ডিসেম্বর ৩১,১৯৯১	২১.৩	৭৮.৭	১৯.২	৮০.৮
জুন ৩০, ১৯৯২	২১.৫	৭৮.৫	১৯.৯	৮০.১
ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯২	২১.৯	৭৮.১	১৯.৮	৮০.২
জুন ৩০, ১৯৯৩	২১.৮	৭৮.২	১৯.০	৮১.০
ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৩	২২.৭	৭৭.৩	১৯.৩	৮০.৭
জুন ৩০, ১৯৯৪	২২.১	৭৭.৯	১৯.৯	৮০.১
ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৪	২১.৯	৭৮.১	১৯.৯	৮০.১
জুন ৩০, ১৯৯৫	২২.০	৭৮.০	১৯.৭	৮০.৩

ঋণ/আমানত অনুপাত

৩.১৫। তফসিলী ব্যাংকসমূহর ঋণ/আমানত অনুপাত (বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহ বাদে) ১৯৯৪ সালের জুন শেষে ছিল ০.৬৫ যা ১৯৯৪ সালের সেপ্টেম্বর শেষে ০.৬৬-এ বৃদ্ধি পায় এবং ১৯৯৪ সালের ডিসেম্বর শেষে ০.৬৬-এ অপরিবর্তিত থাকে। ১৯৯৫ সালের ৩১শে মার্চে এ অনুপাত ০.৬৯-এ বৃদ্ধি পায় এবং ১৯৯৫ সালের জুন শেষে তা পুনরায় বৃদ্ধি পেয়ে ০.৭০-এ দাঁড়ায়।

বাংলাদেশ ব্যাংক হতে তফসিলী ব্যাংকসমূহর কর্জ

৩.১৬। বাংলাদেশ ব্যাংক হতে তফসিলী ব্যাংকসমূহ কর্তৃক গৃহীত কর্জের পরিমাণ ১৯৯৪ সালের ৩০শে জুনের ২,৬৮৭.৪০ কোটি টাকা থেকে ৩১৪.১০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৫ সালের ৩০শে জুনে ৩,০০১.৫০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

বাংলাদেশ ব্যাংকে তফসিলী ব্যাংকসমূহর জমা এবং তাদের নিজস্ব সিন্দুকে রক্ষিত তহবিল

৩.১৭। আলোচ্য বছরে বাংলাদেশ ব্যাংকে তফসিলী ব্যাংকসমূহর গচ্ছিত জমার পরিমাণ ১,০৮৪.৯০ কোটি টাকা হ্রাস পেয়ে ৩,৫১৪.৯০ কোটি টাকায় এবং তাদের নিজস্ব সিন্দুকে রক্ষিত তহবিলের পরিমাণ ৬৮.১০ কোটি টাকা হ্রাস পেয়ে ৬২৩.৪০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। তফসিলী ব্যাংকসমূহর তুলনামূলক পরিস্থিতি পরিশিষ্টের ৮ নম্বর সারণীতে দেয়া হয়েছে।

আন্তব্যাংক লেনদেন

৩.১৮। দেশে আন্তব্যাংক লেনদেন তৎপরতা উৎসাহিত করার লক্ষ্যে তফসিলী ব্যাংকসমূহ কর্তৃক সংগৃহীত আন্তব্যাংক আমানতকে বাংলাদেশ ব্যাংকে নগদ তহবিল সংরক্ষণের পরিমাণ নির্ণয়ের ভিত্তি নির্ধারণে 'মোট দায়'-এ অন্তর্ভুক্ত না করার সিদ্ধান্ত ২রা নভেম্বর, ১৯৯৪ তারিখে গৃহীত হয়। অনুরূপভাবে তফসিলী ব্যাংকসমূহ কর্তৃক আইনানুগ তরল সম্পদ সংরক্ষণের ব্যাপারেও আন্তব্যাংক আমানতকে অন্তর্ভুক্ত না করার সিদ্ধান্ত বলবৎ করা হয়। ফলে, পরবর্তীতে আন্তব্যাংক লেনদেন এবং আন্তব্যাংক সুদ হার তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি পায়।

তফসিলী ব্যাংকসমূহ কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে নগদ তহবিল সংরক্ষণ আবশ্যকতা

৩.১৯। তফসিলী ব্যাংকসমূহ কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে নগদ তহবিল সংরক্ষণের হার ১৯৯৪-৯৫

সালে তাদের মোট দায় (তলবী ও মেয়াদী আমানত) এর শতকরা ৫ ভাগে অপরিবর্তিত থাকে।

তফসিলী ব্যাংকসমূহ কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে আইনানুগ তরল সম্পদ সংরক্ষণ আবশ্যকতা

৩.২০। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, আল-বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ এবং বিশেষায়িত ব্যাংকগুলো ব্যতীত অন্যান্য তফসিলী ব্যাংকসমূহ কর্তৃক সংরক্ষিতব্য আইনানুগ তরল সম্পদ সংরক্ষণের হার ১৯৯৪-৯৫ সালে শতকরা ২০.০ ভাগে অপরিবর্তিত রয়েছে। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ এবং আল-বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ কর্তৃক আইনানুগ তরল সম্পদ সংরক্ষণের হার তাদের মোট দায় (তলবী ও মেয়াদী আমানত) এর ১০ শতাংশে অপরিবর্তিত রয়েছে। অপরদিকে, বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোকে তরল সম্পদ সংরক্ষণের দায় হতে প্রদত্ত অব্যাহতি আলোচ্য বছরেও বলবৎ রয়েছে। আলোচ্য বছরের ২৭শে আগস্ট, ১৯৯৪ তারিখ হতে ব্যাংকসমূহে রক্ষিত নগদ বৈদেশিক মুদ্রা ও বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাবে রক্ষিত তাদের বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি ব্যাংকসমূহর নগদ জমা/ তরল সম্পদ হিসেবে গণ্য করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ফলে, ব্যাংকসমূহর ঋণযোগ্য অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় যা তাদের ঋণ প্রদান কার্যক্রমকে প্রভাবিত করে।

ব্যাংক রেট

৩.২১। আলোচ্য বছরে ব্যাংক রেট পূর্ববর্তী বছরের ৩রা মার্চ, ১৯৯৪ তারিখে নির্ধারিত বার্ষিক শতকরা ৫.৫ ভাগে অপরিবর্তিত থাকে।

ঋণের উপর সুদের হার

৩.২২। কৃষি, রপ্তানী এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প এ তিনটি অগ্রাধিকার খাতের জন্য আগামের সুদের হার ২৫শে এপ্রিল, ১৯৯৪ তারিখে নির্ধারিত যথাক্রমে ১০.০%-১৪.০%, ৮.০%-১০.০% এবং ৯.০% - ১২.০% পরিসীমার মধ্যে রাখার বিধান এবং অন্যান্য খাতে প্রদেয় আগামের উপর সুদের হার ধার্য করার যে পূর্ণ স্বাধীনতা ব্যাংকসমূহকে দেয়া হয়েছিল তা ১৯৯৪-৯৫ সালেও অব্যাহত থাকে। ৩টি অগ্রাধিকার খাতের আগামের উপর সুদের হারের পরিসীমা পরিশিষ্টের ৯(৩) নম্বর সারণীতে এবং ব্যাংকসমূহ কর্তৃক ঘোষিত আগামের সুদের হারসমূহ ৯(৪) নম্বর সারণীতে দেয়া হয়েছে।

আমানতের উপর সুদের হার

৩.২৩। আমানতকারীগণের স্বার্থ সংরক্ষণের লক্ষ্যে মূল্যস্ফীতির হারের সাথে সংগতি রেখে আমানতের উপর সর্বনিম্ন সুদের হার নির্ধারণ করে দেয়ার বিধান এবং সর্বোচ্চ হার ব্যাংকসমূহ কর্তৃক নির্ধারণ করার পূর্ণ স্বাধীনতা আলোচ্য বছরেও অব্যাহত থাকে। ১৯৯৪-৯৫ সালে মেয়াদী ও সঞ্চয়ী আমানতের উপর প্রদেয় সর্বনিম্ন সুদের হার ৩রা মার্চ, ১৯৯৪ তারিখে নির্ধারিত যথাক্রমে শতকরা ৫.০ ভাগ এবং শতকরা ৪.৫ ভাগে অপরিবর্তিত থাকে। আমানতের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত সুদ হারের সর্বনিম্ন সীমা পরিশিষ্টের ৯(২) নম্বর সারণীতে এবং ব্যাংকসমূহ কর্তৃক ঘোষিত আমানতের সুদ হারসমূহ ৯(৪) নম্বর সারণীতে দেয়া হয়েছে।

ব্যাংকসমূহর জন্য সুদ ভর্তুকি

৩.২৪। দেশের উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে বিনিয়োগ উৎসাহিত করার জন্য এ খাতে প্রদত্ত মেয়াদী ঋণের বিপরীতে ব্যাংকসমূহকে শতকরা ৩.০ ভাগ হারে সুদ ভর্তুকি প্রদানের ব্যবস্থা আলোচ্য বছরেও অব্যাহত থাকে। নির্বাচিত খাতে প্রদেয় সুদ ভর্তুকির হার পরিশিষ্টের ৯(৩) নম্বর সারণীতে দেয়া হয়েছে।

ঋণ আদায় পরিস্থিতি

৩.২৫। ১০ লক্ষ এবং তদূর্ধ্ব টাকার 'নতুন ঋণ' আদায় কার্যক্রম ১৯৯৪-৯৫ সালেও অব্যাহত থাকে। জুন, ১৯৯৫ শেষে 'নতুন ঋণ' আদায়ের হার দাঁড়ায় শতকরা ৭৪.২ ভাগ। আর্থিক খাতে সার্বিক শৃংখলা সুদৃঢ়করণ এবং অনাদায়ী ঋণ আদায়ের আইনগত পরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এবং অর্থ ঋণ আদালত আইনের কতিপয় ধারা সংশোধন করা হয়েছে। এছাড়া, বিদ্যমান

দেউলিয়া আইন (Bankruptcy Act) সংস্কার করে দেশের জন্য একটি দেউলিয়া আইন প্রণয়নের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে।

আর্থিক খাত সংস্কার কর্মসূচী

৩.২৬। আর্থিক খাতে শৃংখলা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৮৯-৯০ সাল থেকে আর্থিক খাত সংস্কার কর্মসূচী চালু করা হয়। উক্ত কর্মসূচীর মূল লক্ষ্য হচ্ছে ঃ

- ক) সুদের হার নিয়ন্ত্রণমুক্তকরণ;
- খ) ব্যাংক তদারকি ও পরিদর্শন ব্যবস্থা জোরদারকরণ;
- গ) ব্যাংকসমূহের মূলধনের পর্যাপ্ততা সংরক্ষণের আবশ্যকতা বলবৎকরণ;
- ঘ) ঋণ শ্রেণীবিন্যাসকরণের জন্য নতুন পদ্ধতির প্রবর্তন;
- ঙ) ব্যাংকিং খাতের আধুনিকায়ন এবং যুগোপযোগী হিসাব সংরক্ষণ পদ্ধতির প্রবর্তন;
- চ) আর্থিক খাতের আইনগত কাঠামো সংশোধন/পরিবর্ধন/পরিমার্জনসহ নতুন আইনসমূহ প্রণয়ন;
- ছ) মূলধন বাজারের উন্নয়ন;
- জ) ব্যাংকসমূহের সার্বিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, বিশেষ করে ঋণ সিদ্ধান্তের গুণগত মানের উন্নয়ন ইত্যাদি;
- ঝ) কেন্দ্রীয় ব্যাংকসহ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহের কর্মকান্ড কম্পিউটারায়নে সহায়তাকরণ এবং
- ঞ) ব্যাংক কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদান।

৩.২৭। ১৯৯৪-৯৫ সালে উপরোক্ত উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ ছিল নিম্নরূপ ঃ

১) ব্যাংক তদারকি ও পরিদর্শন জোরদারকরণ

ব্যাংক তদারকি ও পরিদর্শন ব্যবস্থা জোরদারকরণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন বিভাগকে অধিকতর শক্তিশালী করে পুনর্গঠন করা হয়েছে। পরিদর্শন ব্যবস্থাকে অধিকতর কার্যকরী করার লক্ষ্যে ক্রমচলমান রিপোর্ট ভিত্তিক পরিদর্শন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। অবস্থানিক ও দূর-অবস্থানিক (On-site & Off-site) পদ্ধতির ব্যাংক তদারকি ব্যবস্থার আধুনিকায়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংক তদারকির সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রশিক্ষণ একাডেমী কর্তৃক নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান চালু রাখা হয়েছে। সার্বিক তদারকি ব্যবস্থার আরো উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগে কম্পিউটার (পি, সি) স্থাপন করা হয়েছে। ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ বিভাগ 'ক্যামেল রেটিং' (CAMEL Rating) পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যাংকসমূহের দুর্বলতা সনাক্ত করে পূর্ব সতর্ককরণের ব্যবস্থা (Early Warning System) চালু করেছে। এ ব্যবস্থায় সনাক্তকৃত গুরুতর সমস্যাসমূহ সমাধানে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে এ মর্মে সমস্যায় পতিত ব্যাংকগুলোর পরিচালক পর্ষদের নিকট থেকে অংগীকারনামা (Memorandum of Undertaking) গ্রহণের ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এসব ব্যাংকের কার্যাবলী ধারাবাহিকভাবে সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নিমিত্তে ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ বিভাগে একটি "প্রবলেম ব্যাংক ইউনিট" খোলা হয়েছে। "বৃহদাংক ঋণ সমীক্ষা সেল" নামে প্রতিষ্ঠিত অপর একটি সেল বৃহদাংকের ঋণ প্রদানে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করে আসছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থ ব্যবস্থাপনা ও তদ্‌সম্পর্কিত নীতি নির্ধারণী ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণে পরামর্শ প্রদানের জন্য আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের কারিগরী সহায়তায় বাংলাদেশ ব্যাংকে একজন বিদেশী উপদেষ্টা কর্মরত রয়েছেন। তাছাড়া, অ-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে তদারকির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এ উদ্দেশ্যে আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রবিধানমালা, ১৯৯৪ জারী করা হয়েছে এবং এর আওতায় অ-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য লাইসেন্স প্রদান এবং তাদের কার্যাবলী পরিচালনা সংক্রান্ত অন্যান্য বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক এসব প্রতিষ্ঠানসমূহ নিয়মিত পরিদর্শন এবং তাদের কার্যাবলীর উপর মাসিক বিবরণী বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণের ব্যবস্থা চালু

করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকে 'আর্থিক প্রতিষ্ঠান (অ-ব্যাংকিং) বিভাগ' নামে একটি নতুন বিভাগ খোলা হয়েছে। আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইনের ৪(১) ধারার বিধান অনুযায়ী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহর জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক হতে লাইসেন্স গ্রহণ বাধ্যতামূলক করার প্রেক্ষিতে উক্ত বিভাগে ৩০শে জুন, ১৯৯৫ পর্যন্ত দেশী, বিদেশী ও দেশী-বিদেশী যৌথ মালিকানায় মোট ১৯টি প্রতিষ্ঠান লাইসেন্সের জন্য আবেদন করে, যার মধ্যে মাত্র ৫টি প্রতিষ্ঠানকে অর্থায়ন ব্যবসা পরিচালনার জন্য লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে।

২) রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারী (বিরাষ্ট্রীয়কৃত) ব্যাংকসমূহ এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহর আর্থিক কাঠামো সুদৃঢ়করণের লক্ষ্যে বন্ড ইস্যুকরণ

রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ (রূপালী ব্যাংক লিমিটেডসহ) এবং উত্তরা ব্যাংক লিঃ এর আর্থিক ভিত সুদৃঢ়করণের উদ্দেশ্যে পাট খাতে অন্তর্বর্তীকালীন চলতি মূলধনের লোকসান পুনর্ভরণের জন্য সরকার ১৯৯৪ সালের ৩০শে জুনে ৫৫০.০০ কোটি টাকার যে সুদবিহীন ট্রেজারী বন্ড ইস্যু করেন তা আলোচ্য বছরের ২৪শে এপ্রিল, ১৯৯৫ তারিখে প্রত্যাহার করেন। এর বিপরীতে ২৯শে জুন, ১৯৯৫ তারিখে সরকার শতকরা ৭ ভাগ সুদযুক্ত ৩ বছর মেয়াদী ২৮৫.৬০ কোটি টাকার ট্রেজারী বন্ড (১লা জুলাই, ১৯৯৩ থেকে কার্যকর) ১৯৯২-৯৩ সালের লোকসান পুনর্ভরণের জন্য রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ (রূপালী ব্যাংক লিমিটেডসহ), উত্তরা ব্যাংক লিঃ ও পূবালী ব্যাংক লিঃ এর অনুকূলে এবং ২৮৫.২৬ কোটি টাকার ট্রেজারী বন্ড (১লা জুলাই, ১৯৯৪ থেকে কার্যকর) ১৯৯৩-৯৪ সালের লোকসান পুনর্ভরণের জন্য রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ (রূপালী ব্যাংক লিমিটেডসহ) ও উত্তরা ব্যাংক লিঃ এর অনুকূলে ইস্যু করেন। তাছাড়া, ১,৩০,০০০ ডিজিটাল টেলিফোন লাইন স্থাপনে অর্থায়নের লক্ষ্যে সরকার ৭ই আগস্ট, ১৯৯৪ তারিখে ৩৩৫.০০ কোটি টাকার শতকরা ৫ ভাগ সুদযুক্ত ৩ বছর মেয়াদী (টি এন্ড টি) ট্রেজারী বন্ড-১৯৯৭ বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহর অনুকূলে ইস্যু করেন। এছাড়া, বাংলাদেশ বিমান কর্পোরেশনের ২টি এয়ার বাস ক্রয়ের জন্য অর্থায়নের লক্ষ্যে সরকার ২৯শে জুন, ১৯৯৫ তারিখে বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহর অনুকূলে ৫৭.০০ কোটি টাকার শতকরা ৪ ভাগ সুদযুক্ত ৫ বছর মেয়াদী (বিমান) ট্রেজারী বন্ড - ২০০০ ইস্যু করেন। তাছাড়া, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বি, এ, ডি, সি) এর নিকট বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকের পাওনা ১৪২.৫৬ কোটি টাকা এবং ব্যক্তি মালিকানায় হস্তান্তরিত বস্ত্রকলসমূহর বিপরীতে বাংলাদেশ বস্ত্রকল কর্পোরেশন (বি, টি, এম, সি) এর ব্যাংক ঋণ ১০৩.২৪ কোটি টাকা পরিশোধের নিমিত্ত সরকার ২৯শে জুন, ১৯৯৫ তারিখে মোট ২৪৫.৮০ কোটি টাকার শতকরা ৭ ভাগ সুদযুক্ত ৩ বছর মেয়াদী স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহর ব্যাংক ঋণ বন্ড রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক (রূপালী ব্যাংক লিমিটেডসহ), পূবালী ব্যাংক লিঃ এবং উত্তরা ব্যাংক লিঃ এর অনুকূলে ইস্যু করেন। ১৯৯৪-৯৫ সালে সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত বিভিন্ন ধরনের বন্ডের বিবরণ পরিশিষ্টের ১০ নম্বর সারণীতে দেয়া হয়েছে।

৩) রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহর সংস্কারের লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমিক ঋণের শ্রেণীবিন্যাসকরণ ও সংরক্ষিতব্য সঞ্চিতি

ঋণ শ্রেণীবিন্যাসকরণ ও সংরক্ষিতব্য সঞ্চিতির মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে আলোচ্য বছরে নতুন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে। এ ব্যবস্থার আওতায় ঋণ শ্রেণীবিন্যাসকরণ ও সংরক্ষিতব্য সঞ্চিতি সংক্রান্ত বিধানসমূহ আরো কঠোর করা হবে। নতুন ব্যবস্থা ১৯৯৪ সালের ডিসেম্বর হতে ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ৫টি পর্যায়ে বাস্তবায়িত হবে। ফলে, ব্যাংকসমূহ পঞ্চম পর্যায় হতে নিম্নলিখিত ঋণ শ্রেণীবিন্যাস ও সংরক্ষিতব্য সঞ্চিতির মানে উপনীত হবে।

শ্রেণীবিন্যাসের ধরন	শ্রেণীবিন্যাসের ভিত্তি/মাপকাঠি	সংরক্ষিতব্য সঞ্চিতির হার
নিম্নমান	৩ মাসের বেশী ৬ মাসের কম অনাদায়ী	২০%
সন্দেহজনক	৬ মাসের বেশী ১ বছরের কম অনাদায়ী	৫০%
কু-ঋণ	১ বছরের বেশী অনাদায়ী	১০০%

অ-শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের ক্ষেত্রে সংরক্ষিতব্য সঞ্চিতির হার পূর্বের ১%-এ অপরিবর্তিত থাকবে। ব্যাংকসমূহকে প্রথম পর্যায়ে বার্ষিক ভিত্তিতে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ে ষাণ্মাসিক ভিত্তিতে এবং চতুর্থ পর্যায় হতে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে নতুন বিধান অনুসারে ঋণের শ্রেণীবিন্যাস করতে হবে। ১৯৯৫ সালের ১লা জানুয়ারী হতে নবায়নকৃত, পুনঃতফসিলীকৃত অথবা নতুন অনুমোদিত ঋণসমূহ 'নতুন ঋণ' হিসেবে গণ্য হচ্ছে। এ সকল 'নতুন ঋণ' ৪র্থ পর্যায়ের নীতিমালা অনুযায়ী শ্রেণীবিন্যাসিত হবে। ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৮ তারিখ হতে এ সকল 'নতুন ঋণ'-ও ৫ম পর্যায়ের নীতিমালা অনুযায়ী শ্রেণীবিন্যাসিত হবে।

৪) কারিগরী সহায়তা প্রকল্প

ক) ১৯৯৪-৯৫ সালে আর্থিক খাত সংস্কার কর্মসূচীর আওতায় কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের বাস্তবায়ন অব্যাহত থাকে। এ বছর ব্যাংকিং খাতে মানব সম্পদ উন্নয়নের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক থেকে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণকে কম্পিউটার প্রশিক্ষণসহ অর্থনীতি সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ের উপর বৈদেশিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। পাশাপাশি, অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমও যথারীতি চলতে থাকে। আর্থিক খাত সংস্কারের কিছু অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করার জন্য কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের সংশোধন করা হয়।

খ) আর্থিক খাত সংস্কার কর্মসূচীর অধীনে কারিগরী সহায়তা প্রকল্প এবং এশিয়া ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহযোগিতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণ অধিকতর কার্যকর ও অর্থবহ করার নিমিত্তে ১৯৯৪-৯৫ সালে সংশ্লিষ্ট একাধিক বিষয়ের উপর সেমিনার সিরিজ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ১৯৯৪-৯৫ সালে যে সকল বিষয় সেমিনারে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল সেগুলো হচ্ছে ঃ (১) বাংলাদেশের মুদ্রা নীতি (Monetary Policy in Bangladesh); (২) বাংলাদেশে আর্থিক খাত সংস্কার (Financial Sector Reform in Bangladesh); (৩) বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য এবং বৈদেশিক ঋণ, ১৯৮৪/৮৫-১৯৯৩/৯৪ (Balance of Payments and Foreign Debt, 1984/85-1993/94) এবং (৪) বাংলাদেশের মূলধন বাজার (Capital Market in Bangladesh)।

গ) ১৯৯৪-৯৫ সালে আর্থিক খাত সংস্কার কর্মসূচীর আওতায় বেশ কয়েকটি সমীক্ষার কাজ সমাপ্ত করা হয়। এগুলোর মধ্যে, ব্যাংকের কর ব্যবস্থা (Tax Treatment of Banks), রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহে কর্মচারী পরিস্থিতি (Labour Situation in NCBs), ইসিডি ম্যানুয়েলের হালনাগাদকরণ (Updating of ECD Manual), বিসিডি ম্যানুয়েল প্রস্তুতকরণ (Preparation of BCD Manual) এবং ডিপিএস এর উপর সমীক্ষা (Study on DPS) অন্যতম। এছাড়া, আলোচ্য বছরে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর সমীক্ষার কাজও হাতে নেয়া হয়। সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ঃ (১) ব্যাংক শাখা যৌক্তিকিকরণ (Rationalisation of Bank Branches); (২) সরকারী ঋণ ব্যবস্থাপনা (Public Debt Management); (৩) ক্ষুদ্র শিল্পে ঋণ প্রদান (Lending to Small Enterprises); (৪) উত্তরা ও পূবালী ব্যাংক বিরাষ্ট্রীয়করণ (Privatisation of Uttara Bank & Pubali Bank); (৫) ঋণ আদায় (Loan Recovery); (৬) অর্থ ঋণ আদালতের কার্যক্রম (Operation of Financial Loan Courts); (৭) সুদহার নীতি (Interest Rate Policy) এবং (৮) মূল্যস্ফীতির উপর সমীক্ষা (Study on Inflation)।

মুদ্রা/ঋণনীতি ও ব্যাংকিং সহায়ক ব্যবস্থাসমূহ

৩.২৮। ১৯৯৪-৯৫ সালে দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে কাঙ্খিত গতি সঞ্চারের লক্ষ্যে ব্যাংকিং, মুদ্রা ও ঋণনীতি পরিচালিত হয়। দেশের মুদ্রা/ঋণনীতি ও ব্যাংক ব্যবস্থাপনায় আলোচ্য বছরে গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।

(ক) ৯১-দিন মেয়াদী বাংলাদেশ ব্যাংক বিল

৯১-দিন মেয়াদী বাংলাদেশ ব্যাংক বিলকে ১১ই নভেম্বর, ১৯৯৩ তারিখ থেকে তরল সম্পদ হিসেবে গণ্য করার সিদ্ধান্তটি আলোচ্য বছরেও বহাল রয়েছে। ব্যাংকসমূহর অতিরিক্ত তারল্য বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে তাদের ঋণ সম্প্রসারণ ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক তার ৯১-দিন মেয়াদী বিল অধিক হারে নিয়মিতভাবে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে জানুয়ারী, ১৯৯৫ হতে উক্ত বিলের নিলাম মাসিক ভিত্তির পরিবর্তে পাক্ষিক ভিত্তিতে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে। ১৯৯৪-৯৫ সালে এ বিলের মোট ১৮টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এ সব নিলামে মোট ৬,০৯০.০০ কোটি টাকা মূল্যমানের ২১৭টি দরপত্র পাওয়া যায়। এর মধ্যে, মোট ২,০৮০.০০ কোটি টাকা মূল্যমানের ৯৯টি দরপত্র গৃহীত হয়। পূর্ববর্তী বছরে মাসিক ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত ১২টি নিলামে প্রাপ্ত ৩,২০০.০০ কোটি টাকা মূল্যমানের ২৬০টি দরপত্রের মধ্যে ৫৯৫.০০ কোটি টাকা মূল্যমানের ৮৫টি দরপত্র গৃহীত হয়েছিল। আলোচ্য বছরে তফসিলী ব্যাংকসমূহ কর্তৃক উক্ত বিলে বিনিয়োগের স্থিতি ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৫ তারিখে এ পর্যন্ত সর্বোচ্চ ১,১৬৫.০০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। আলোচ্য বছরে অনুষ্ঠিত নিলামসমূহে ইস্যুকৃত বিলের বিপরীতে ক্রেতাগণের গড় ভারীত বার্ষিক আয়ের হার ছিল শতকরা ১.১৪ ভাগ হতে শতকরা ৪.৮৮ ভাগ। ১৯৯৪-৯৫ সালে সর্বমোট ১,৭৮৫.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধ করা হয়। ১৯৯৫ সালের জুন শেষে এ বিলের স্থিতি দাঁড়ায় ৪৯৫.০০ কোটি টাকা, যা ১৯৯৪ সালের জুন শেষের স্থিতি ২০০.০০ কোটি টাকার তুলনায় ২৯৫.০০ কোটি টাকা বেশী।

খ) রপ্তানী ঋণের ক্ষেত্রে সুদের হার সংক্রান্ত নতুন নীতিমালা

আমদানী বিকল্প/রপ্তানী সহযোগী শিল্পকে উৎসাহিত করা এবং প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব বাজারে বাংলাদেশের রপ্তানীকারকদের অবস্থান সুসংহত-করণের লক্ষ্যে আমদানী বিকল্প পণ্যসামগ্রী উৎপাদন/প্রক্রিয়াজাতকরণে নিয়োজিত শিল্প/ প্রতিষ্ঠানকে প্রদত্ত ঋণ "রপ্তানী ঋণ" খাতের অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে এবং এ খাতে রপ্তানী ঋণের রেয়াতী সুদের হার প্রযোজ্য হবে।

গ) জাতীয় সঞ্চয় স্কীমসমূহে জমা/বিনিয়োগের উপর মুনাফার হার পুনঃনির্ধারণ

সরকার প্রতিরক্ষা সঞ্চয়পত্র, পাঁচ বছর মেয়াদী বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র, ওয়েজ আর্নার্স ডেভেলপমেন্ট বন্ড, তিন বছর মেয়াদী জাতীয় বিনিয়োগ বন্ড এবং অপরাপর কয়েকটি জাতীয় সঞ্চয় স্কীমে বিনিয়োগের উপর মুনাফার হার হ্রাস করে পুনঃনির্ধারণ করেছেন।

ঘ) শেয়ার/ডিবেঞ্চারের বিপরীতে ব্যাংক ঋণ প্রদান

আলোচ্য বছরে তফসিলী ব্যাংকসমূহকে স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত কোম্পানীর শেয়ার/ডিবেঞ্চার জামানত রেখে এর বাজার মূল্যের সর্বাধিক শতকরা ৪০ ভাগ পর্যন্ত ঋণ প্রদানের অনুমতি দেয়া হয়। একজন ঋণ গ্রহীতাকে সর্বাধিক পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা যাবে। ঋণ সীমা নির্ধারণের জন্য পূর্ববর্তী এক মাসের বাজার মূল্যের গড় ব্যবহার করতে হবে। তবে কোন ব্যাংক তার মোট দায়ের শতকরা ৫ ভাগের বেশী এ খাতে ঋণ হিসেবে প্রদান করতে পারবে না। ইতোপূর্বে স্টক এক্সচেঞ্জের সদস্যগণকে শেয়ারের অভিহিত মূল্য অথবা বাজার মূল্যে যা কম তার শতকরা ৮০ ভাগ পর্যন্ত ৩০ দিনের মধ্যে পরিশোধের শর্তে ঋণ প্রদান করার বিধান ছিল।

ঙ) ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কীমের উর্ধ্বসীমা বর্ধিতকরণ

আলোচ্য বছরে ক্ষুদ্র শিল্পে বিনিয়োগকারীদের জন্য ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কীমের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রদেয় গ্যারান্টির পরিমাণের উর্ধ্বসীমা ২৫.০০

লক্ষ টাকা হতে বৃদ্ধি করে ৩০.০০ লক্ষ টাকায় এবং পরবর্তী পর্যায়ে ৫০.০০ লক্ষ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।

চ) ব্যক্তিগত ঋণ প্রদান সংক্রান্ত বিধি-নিষেধ প্রত্যাহার

ভোগ্য পণ্য ক্রয়ের উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত ঋণ প্রদানে আগ্রহী ব্যাংক নিজস্ব স্কীমের আওতায় ঋণ প্রদান করতে পারবে। ব্যাংকসমূহ স্ব-স্ব পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে নিজস্ব স্কীম প্রণয়ন করবে। চাকরিজীবী ব্যক্তির অনুকূলে ব্যক্তিগত ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে চাকরিদাতা প্রতিষ্ঠানের যে কোন ঋণ গ্যারান্টি যথা- বেতন হতে নির্দিষ্ট হারে ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা এ ধরনের স্কীমে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। ভোগ্য পণ্য বিক্রয় প্রতিষ্ঠানের অনুকূলেও ঋণ প্রদানে আগ্রহী ব্যাংক নিজস্ব স্কীম প্রণয়ন করতে পারবে।

ছ) বৃহদাংক ঋণ সুবিধা প্রদানের জন্য ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো হতে ঋণ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ বাধ্যতামূলককরণ

কোন ব্যাংক গ্রাহকের অনুকূলে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা বা তদূর্ধ্ব অংকের কোন ঋণ মঞ্জুর, নবায়ন বা পুনঃতফসিলীকরণের পূর্বে ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো হতে গ্রাহক সম্পর্কে ঋণ তথ্য সংগ্রহ করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো হতে ঋণগ্রহীতার যাবতীয় তথ্যাদি প্রাপ্তির পর ঋণগ্রহীতার যোগ্যতা যাচাই পূর্বক ব্যাংকগুলো নিজস্ব বিচার-বিবেচনায় ও দায়িত্বে ঋণ মঞ্জুরী, নবায়ন বা পুনঃতফসিলীকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। এ প্রসংগে ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো হতে গ্রাহকের ঋণ সংক্রান্ত তথ্য ব্যতিরেকে কোন প্রস্তাব বিবেচনা না করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তবে আমদানীর উদ্দেশ্যে ঋণপত্র খোলা এবং ব্যাংক গ্যারান্টি ইস্যুর ক্ষেত্রে অনুরূপ তথ্য সংগ্রহ বাধ্যতামূলক নয়।

পুনঃঅর্থসংস্থান সুবিধা

৩.২৯। ১৯৯০ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে নতুন সুদ নীতির আওতায় বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এবং রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ব্যতীত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহর জন্য কৃষি ঋণের বিপরীতে প্রদত্ত পুনঃঅর্থসংস্থান সুবিধা অবলুপ্ত করা হয়। ১লা জুলাই, ১৯৯১ থেকে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের জন্য প্রদত্ত কৃষি ঋণের বিপরীতে পুনঃঅর্থসংস্থান সুবিধাদি প্রচলিত ব্যাংক রেটে প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, যা আলোচ্য বছরেও চালু রয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহ কর্তৃক বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের কৃষি ঋণ কর্মসূচীতে পুনঃঅর্থসংস্থানের ব্যবস্থা প্রচলিত সুদের হারে অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া, বিশেষ অর্থনৈতিক এলাকায় প্রদত্ত ঋণের ক্ষেত্রে হ্রাসকৃত শতকরা ১.৫ ভাগ হারে পুনঃঅর্থসংস্থান প্রদানের বিধানও বলবৎ রয়েছে।

ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রসার/ব্যাংক শাখা সম্প্রসারণ

৩.৩০। আলোচ্য বছরে বেসরকারী খাতে ২টি এবং ৩টি বিদেশী ব্যাংক তাদের কার্যক্রম শুরু করে। বেসরকারী খাতে দেশীয় প্রাইম ব্যাংক লিঃ ১৭ই এপ্রিল, ১৯৯৫ ও সাউথ ইষ্ট ব্যাংক লিঃ ২৫শে মে, ১৯৯৫ তারিখ থেকে এবং বিদেশী ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান ৩১শে আগস্ট, ১৯৯৪, মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংক লিঃ ২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৪ এবং সিটি ব্যাংক এন, এ, ২৪শে জুন, ১৯৯৫ তারিখে তাদের কার্যক্রম শুরু করে। ব্যাংকসমূহর শাখা সম্প্রসারণ কার্যক্রমের অধীনে ১৯৯৪-৯৫ সালে তফসিলী ব্যাংকসমূহ বাংলাদেশে মোট ৬০টি নতুন শাখা খোলে এবং ২৭টি শাখা অবলুপ্ত করে। ফলে, মোট শাখার সংখ্যা পূর্ববর্তী বছরের ৫,৭৮০টি থেকে ৩৩টি বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৫ সালের ৩০শে জুনে ৫,৮১৩টিতে দাঁড়ায়। রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহর শাখার সংখ্যা পূর্ববর্তী বছরের ৩,৬০৫টি থেকে ৬টি বৃদ্ধি পেয়ে আলোচ্য বছরে ৩,৬১১টিতে দাঁড়ায়। বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহর শাখার সংখ্যা পূর্ববর্তী বছরের ৯৭১টি থেকে ৪৫টি বৃদ্ধি পেয়ে ১,০১৬টিতে দাঁড়ায়। আলোচ্য বছরে বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহর শাখার সংখ্যা পূর্ববর্তী বছরের ১,১৮৬টি থেকে ২২টি হ্রাস পেয়ে ১,১৬৪ টিতে দাঁড়ায় এবং বিদেশী ব্যাংকসমূহর শাখার সংখ্যা পূর্ববর্তী বছরের ১৮টি থেকে ৪টি বৃদ্ধি পেয়ে ২২টিতে দাঁড়ায়। ১৯৯৫ সালের ৩০শে জুনে পল্লী শাখার মোট সংখ্যা পূর্ববর্তী বছরের ৩,৬২৬টি (মোট ব্যাংক শাখার শতকরা ৬২.৭ ভাগ) থেকে ১৭টি হ্রাস পেয়ে ৩,৬০৯টি (মোট ব্যাংক শাখার

শতকরা ৬২.১ ভাগ)-তে দাঁড়ায়। মূলত দেশের অভ্যন্তরে নতুন পৌরসভা গঠনের ফলে কিছু পল্লী শাখা শহরাঞ্চলের শাখা হিসেবে সংজ্ঞায়িত হওয়া এবং তফসিলী ব্যাংকসমূহ কর্তৃক নতুন ভাবে পল্লী অঞ্চলে শাখা না খোলার নীতি গ্রহণের প্রেক্ষিতে মোট পল্লী শাখার সংখ্যা হ্রাস পায়। বাংলাদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহর বিদেশে কার্যরত শাখার সংখ্যা পূর্ববর্তী বছরের ১৪টিতে অপরিবর্তিত রয়েছে। তবে, দেশের বৃহত্তম বাণিজ্যিক ব্যাংক সোনালী ব্যাংক যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে সোনালী এক্সচেঞ্জ নামে একটি সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে, যা ১লা নভেম্বর, ১৯৯৪ তারিখে কার্যক্রম শুরু করেছে। ১৯৯৪-৯৫ সালে বাংলাদেশে কার্যরত রাষ্ট্রায়ত্ত/সরকার নিয়ন্ত্রিত ব্যাংকের সংখ্যা ৯টিতে অপরিবর্তিত থাকে। বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকের সংখ্যা ১১টি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৩টিতে এবং বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংকের সংখ্যা ৬টি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৯টিতে দাঁড়িয়েছে। তফসিলী ব্যাংকসমূহর তালিকা পরিশিষ্টের ১৯ নম্বর সারণীতে দেয়া হয়েছে।

শ্রেণীভিত্তিক ব্যাংকসমূহর তুলনামূলক অবস্থা

৩.৩১। ১৯৯৫ সালের জুন শেষে আমানতগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহর মোট আমানত দায়ে রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহর অংশ পূর্ববর্তী বছরের শতকরা ৬২.৫ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে শতকরা ৬১.২ ভাগে দাঁড়ায়। এ সময়ে বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহর অংশ (ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এবং আল-বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড বাদে) পূর্ববর্তী বছরের শতকরা ২৩.৫ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ২৩.৮ ভাগে দাঁড়ায়। ইসলামী ব্যাংকদ্বয়ের অংশ পূর্ববর্তী বছরের শতকরা ৩.৭ ভাগ থেকে শতকরা ৪.১ ভাগে এবং বিদেশী ব্যাংকসমূহর অংশ পূর্ববর্তী বছরের শতকরা ৪.০ ভাগ থেকে শতকরা ৪.৫ ভাগে বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে, বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহর অংশ পূর্ববর্তী বছরের শতকরা ৬.৩ ভাগে অপরিবর্তিত থাকে। আলোচ্য বছর শেষে মোট ব্যাংক ঋণে রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহর অংশ পূর্ববর্তী বছরের শতকরা ৫০.৬ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ৫৩.১ ভাগে দাঁড়ায়। বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহর অংশ (ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এবং আল-বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড বাদে) পূর্ববর্তী বছরের শতকরা ২৪.৭ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে শতকরা ২২.৫ ভাগে দাঁড়ায়। ইসলামী ব্যাংকদ্বয়ের অংশ পূর্ববর্তী বছরের শতকরা ২.৭ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ৫.১ ভাগে দাঁড়ায়। মোট ব্যাংক ঋণে বিদেশী ব্যাংকসমূহর অংশ পূর্ববর্তী বছরের শতকরা ৫.০ ভাগ থেকে সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ৫.১ ভাগ এবং বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহর অংশ পূর্ববর্তী বছরের শতকরা ১৭.০ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে শতকরা ১৪.১ ভাগে দাঁড়ায়। আলোচ্য বছর ও পূর্ববর্তী বছরের জুন শেষে শ্রেণীভিত্তিক ব্যাংকসমূহর আমানত ও ঋণের তুলনামূলক চিত্র ৩.১০ নম্বর সারণীতে দেখানো হ'ল।

সারণী - ৩.১০

শ্রেণীভিত্তিক ব্যাংকসমূহর আমানত ও ঋণের শতকরা অংশ

শ্রেণীভিত্তিক ব্যাংকসমূহ	আমানতের শতকরা অংশ (আন্তব্যাংক লেনদেন ও সরকারী আমানত বাদে)		ব্যাংক ঋণের শতকরা অংশ (আন্তব্যাংক লেনদেন ও বৈদেশিক বিল বাদে)	
	জুন ৩০, ১৯৯৫	জুন ৩০, ১৯৯৪	জুন ৩০, ১৯৯৫	জুন ৩০, ১৯৯৪
১	২	৩	৪	৫
১। রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ	৬১.১৯	৬২.৫২	৫৩.১৩	৫০.৬০
২। বেসরকারী ব্যাংকসমূহ (ইসলামী ব্যাংকদ্বয় বাদে)	২৩.৮৪	২৩.৫৩	২২.৪৮	২৪.৭০
৩। ইসলামী ব্যাংকদ্বয়	৪.০৯	৩.৬৯	৫.১১	২.৬৫
৪। বিদেশী ব্যাংকসমূহ	৪.৫৪	৩.৯৫	৫.১৪	৫.০১
৫। বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহ	৬.৩৪	৬.৩১	১৪.১৪	১৭.০৪
মোট ঃ	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০

৩.৩২। ব্যাংকসমূহে রক্ষিত সরকারী খাতের মোট আমানতের বিবরণ ৩.১১ নম্বর সারণীতে দেখানো হ'ল।

সারণী - ৩.১১

ব্যাংকসমূহে রক্ষিত সরকারী খাতের আমানত

(কোটি টাকায়)

তারিখ	তলবী আমানত	মোট আমানতে তলবী আমানতের শতকরা অংশ	মেয়াদী আমানত	মোট আমানতে মেয়াদী আমানতের শতকরা অংশ	মোট আমানত	মোট আমানতের বার্ষিক শতকরা পরিবর্তন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
জুন ৩০, ১৯৯৩	৮৫৪.৭০	৩১.৮	১,৮৩৪.৬০	৬৮.২	২,৬৮৯.৩০	+২৭.৬
জুন ৩০, ১৯৯৪	৮৪১.২০	২৮.৫	২,১০৮.৩০	৭১.৫	২,৯৪৯.৫০	+ ৯.৭
জুন ৩০, ১৯৯৫	১,০৮৩.১০	৩১.৬	২,৩৪০.৮০	৬৮.৪	৩,৪২৩.৯০	+ ১৬.১

ব্যাংক পরিদর্শন

৩.৩৩। বাংলাদেশ ব্যাংকের স্বাভাবিক পরিদর্শন কর্মসূচীর আওতায় ১৯৯৪-৯৫ সালে তফসিলী ব্যাংকসমূহর ১,০৪৫টি শাখায় বিশদ পরিদর্শন কাজ সম্পন্ন করা হয়। আলোচ্য বছরে ৪১৬টি ব্যাংক শাখায় বিশেষ পরিদর্শন কাজ পরিচালনা করা হয়। এ ছাড়াও পরিদর্শন প্রতিবেদনের মনিটরিং এবং পরিপালন সংক্রান্ত কর্মকান্ড অব্যাহত রাখা হয়।

মূলধন বাজার ও শিল্পে অর্থসংস্থান

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ

৪.১। মূলধন বাজারের অবিচ্ছেদ্য অংশ শেয়ার বাজারকে সঞ্জীবিত করার লক্ষ্যে পূর্ববর্তী বছরের ন্যায় ১৯৯৪-৯৫ সালেও সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের প্রেক্ষিতে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের কর্মকান্ডের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। সরকার কর্তৃক শেয়ার বাজারে বিদেশী বিনিয়োগের অনুকূলে বিশেষ সুবিধা প্রদানের প্রেক্ষিতে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করার ব্যাপারে অধিকতর আগ্রহ পরিলক্ষিত হচ্ছে। ফলে, শেয়ার বাজারে বিদেশী বিনিয়োগের পরিমাণ ও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৯৪-৯৫ সালকে, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ তালিকাভুক্ত ইস্যু, পরিশোধিত মূলধন, মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন এবং লেনদেনকৃত শেয়ার/ডিবেঞ্চারের মূল্য সূচকের দৃষ্টিকোণ থেকে সাফল্যের বছর হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

৪.২। ১৯৯৪-৯৫ সালে সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক বিদেশী বিনিয়োগকারীদের উপর এক বছরের লক-ইন আরোপ এবং পাবলিক অফারিংস-এ সর্বোচ্চ এক তৃতীয়াংশের বেশী শেয়ার বরাদ্দ না দেয়ার ব্যবস্থা ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ কর্মকান্ডের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক। শেয়ার বাজারের প্রাতিষ্ঠানিক এবং দৃঢ় আইনগত ভিত্তি প্রতিষ্ঠাকল্পে গঠিত সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন শেয়ার বাজার কার্যক্রম নিয়মিত তত্ত্বাবধান ও মনিটরিং এর মাধ্যমে সুষ্ঠু ট্রেডিং নিশ্চিতকরণসহ বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যাপারে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। ১৯৯৪-৯৫ সালে সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক প্রণীত গুরুত্বপূর্ণ প্রবিধান ও পলিসিসমূহর মধ্যে রয়েছে ঃ (১) স্থানীয় বিনিয়োগকারীদের জন্য পাবলিক অফারিংস পলিসি; (২) প্রাইসিং অব সিকিউরিটিজ পলিসি; (৩) প্রসপেকটাস পলিসি; (৪) সিকিউরিটিজে বিদেশী প্লেসমেন্ট/বরাদ্দকরণ পলিসি; (৫) রাইট শেয়ার ইস্যু পলিসি; (৬) গ্রীন ফিল্ড পাবলিক কোম্পানী কর্তৃক মূলধন উত্তোলনের পলিসি; (৭) সিকিউরিটিজ এন্ড একচেঞ্জ কমিশন (আপীল) প্রবিধানমালা, ১৯৯৫ এবং (৮) সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (সুবিধাভোগী ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ) প্রবিধানমালা, ১৯৯৫।

৪.৩। আলোচ্য বছরে নতুন ২৯টি কোম্পানী শেয়ার/ডিবেঞ্চার লেনদেনের জন্য ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত হয়। এর মধ্যে ৩টি কোম্পানী ডিবেঞ্চার ইস্যু করে। ফলে, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের শেয়ার/ডিবেঞ্চার বিক্রির জন্য তালিকাভুক্ত কোম্পানী ও ইস্যুর সংখ্যা ১৯৯৩-৯৪ সালের যথাক্রমে ১৪৪টি ও ১৫৬টি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৪-৯৫ সালে ১৭৩টি এবং ১৮৮টিতে দাঁড়ায়। ৩০শে জুন, ১৯৯৫ তারিখে এ সমস্ত কোম্পানীর ইস্যুকৃত মোট মূলধন ও ডিবেঞ্চারের স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ১,৮৩১.৭৩ কোটি টাকা। ১৮৮টি ইস্যুর মধ্যে ৯টি ডিবেঞ্চার ও ৬টি মিউচুয়্যাল ফান্ড রয়েছে। ৬টি মিউচুয়্যাল ফান্ডের ইস্যুকৃত মূলধনের পরিমাণ ৯.৫০ কোটি টাকা। ৩০শে জুন, ১৯৯৫ তারিখে তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের বাজার মূল্য ছিল ৪,৯৯৯.৮০ কোটি টাকা, যা ৩০শে জুন, ১৯৯৪ তারিখের ৩,২৭১.৫০ কোটি টাকার তুলনায় শতকরা ৫২.৮ ভাগ বেশী।

৪.৪। ১৯৯৪-৯৫ সালে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে মোট ৪৬৬.০৮ কোটি টাকার ২৫৯.৪৭ লক্ষ শেয়ার ও ডিবেঞ্চার বেচাকেনা হয়, যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় মূল্যের ভিত্তিতে শতকরা ৯০.৮ ভাগ এবং সংখ্যার ভিত্তিতে শতকরা ১২৪.১ ভাগ বেশী। আলোচ্য বছরে নতুন ২৫টি কোম্পানীর শেয়ার ছাড়া হয় এবং তার মোট ইস্যুকৃত মূলধনের পরিমাণ ৩৮৭.৭৫ কোটি টাকা, যার মধ্যে জনগণের জন্য ছাড়া হয়েছে ১০৪.৪৯ কোটি টাকা। অপরদিকে, বিদেশী বিনিয়োগকারীদের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ৮৯.৮৫ কোটি টাকা। তাছাড়া, আলোচ্য বছরে ২টি নতুন ডিবেঞ্চার ছাড়া হয়, তার মোট ইস্যুকৃত মূল্য ১১৪.০০ কোটি টাকা যার মধ্যে আইসিবিসহ

জনগণের জন্য ছাড়া হয়েছে ৯৪.০০ কোটি টাকা। ১৯৯৩-৯৪ সালে ১১টি নতুন কোম্পানী কর্তৃক ইস্যুকৃত মোট শেয়ারের মূল্য ছিল ১৩২.০০ কোটি টাকা।

৪.৫। অনিবাসীগণ কর্তৃক ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে শেয়ার/সিকিউরিটিজে ১৯৯৪-৯৫ সালে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৯৮.২৭ কোটি টাকা। এপ্রিল, ১৯৯২-এ বিনিয়োগ শুরুর পর হতে জুন, ১৯৯৫ পর্যন্ত এ খাতে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়ায় ৬৫২.২৮ কোটি টাকা। আলোচ্য বছরে অনিবাসীগণ কর্তৃক বিদেশে মোট প্রত্যাবাসনের পরিমাণ এবং প্রত্যাবাসনোত্তর স্থিতি দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৩৮.৮৯ কোটি টাকা এবং ৪৩১.৯৩ কোটি টাকা। উল্লেখ্য যে, অনিবাসীগণ কর্তৃক এপ্রিল, ১৯৯২ থেকে জুন, ১৯৯৫ পর্যন্ত বিদেশে মোট প্রত্যাবাসনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৩৪.৫৯ কোটি টাকা।

৪.৬। আলোচ্য বছরে শেয়ার/ডিবেঞ্চারের বিপরীতে ব্যাংক ঋণ প্রদানের বিস্তারিত নীতিমালা গ্রহণ করা হয়। তফসিলী ব্যাংকসমূহ স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত কোম্পানীর শেয়ার/ডিবেঞ্চার জামানত রেখে এর বাজার মূল্যের শতকরা ৪০ ভাগ পর্যন্ত ঋণ হিসেবে প্রদান করতে পারবে। একজন ঋণ-গ্রহীতাকে সর্বাধিক ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা যাবে। ঋণ সীমা নির্ধারণের জন্য পূর্ববর্তী এক মাসের বাজার মূল্যের গড় ব্যবহার করতে হবে। ঋণ প্রদানের জন্য ব্যাংকসমূহ এ ক্ষেত্রে তাদের মোট দায়ের শতকরা ৫ ভাগের অধিক ঋণ হিসেবে প্রদান করতে পারবে না। ইতোপূর্বে স্টক এক্সচেঞ্জে উদ্ধৃত শেয়ার ক্রয়ের জন্য শুধুমাত্র স্টক এক্সচেঞ্জের সদস্যগণকে শেয়ারের অভিহিত মূল্য অথবা বাজার মূল্য যা কম তার শতকরা ৮০ ভাগ পর্যন্ত ৩০ দিনের মধ্যে পরিশোধের শর্তে ঋণ প্রদান করার বিধান ছিল।

৪.৭। দেশের পুঁজি বাজারের ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের ব্যাপারে উৎসাহ সৃষ্টির লক্ষ্যে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে যার মধ্যে রয়েছে ঃ

(ক) শেয়ার বাজারের দৈনন্দিন খবরা-খবর রেডিও ও টেলিভিশনের মাধ্যমে সম্প্রচার;

(খ) শেয়ার বাজারের সুযোগ সুবিধা সংক্রান্ত তথ্যাদি ও বৈদেশিক বিনিয়োগ সম্বলিত প্রফাইল প্রকাশ;

(গ) কম্পিউটারাইজড ডাটা পদ্ধতির উন্নয়ন;

(ঘ) শেয়ার বাজারের মাসিক কার্যক্রম সংক্রান্ত রিভিউ প্রকাশ;

(ঙ) বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণ ও ব্যাপকভাবে বৈদেশিক বিনিয়োগের অংশগ্রহণ;

(চ) জনগণের মধ্যে শেয়ার বাজারের প্রতি সচেতনতা ও আগ্রহ সৃষ্টি;

(ছ) কোম্পানী সেক্রেটারীদের প্রশিক্ষণের বিশেষ ব্যবস্থা এবং

(জ) ট্রেডিং অটোমেশনের ব্যাপারে টেন্ডার আহ্বান করা এবং অনতিবিলম্বে অটোমেটেড ট্রেডিং চালু করার ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ ইত্যাদি।

বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ

৪.৮। দেশের পুঁজি বাজারে তফসিলী ব্যাংকসমূহ কর্তৃক অনুমোদিত ডিবেঞ্চারে অর্থসংস্থানের স্থিতি পূর্ববর্তী বছরে জুন শেষের ৬৭৪.৪২ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৫ সালের জুন শেষে ১,২৬৬.৬৪ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৫ সালের জুন শেষে শেয়ার ও সিকিউরিটিজের (সরকারী ও অন্যান্য ট্রাস্টি সিকিউরিটিজসহ) বিপরীতে তফসিলী ব্যাংকসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের স্থিতির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ৩১৭.৮০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়, যার পরিমাণ ১৯৯৪ সালের জুন শেষে ছিল ২২৯.৪০ কোটি টাকা।

শিল্প খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে তফসিলী ব্যাংকসমূহ ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত শিল্প ঋণ

৪.৯। দেশের অর্থনীতিকে স্বনির্ভর ও গতিশীল করার লক্ষ্যে ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বর্ধিত হারে শিল্প খাতে বিনিয়োগ করার ফলে উক্ত খাতে মেয়াদী ঋণ প্রদানের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৯৩-৯৪ সালে শিল্প ঋণ (প্রকল্প ও পুনর্বাসন) খাতে মেয়াদী ঋণ হিসেবে ২,২১২.৩৭ কোটি টাকা মঞ্জুরী প্রদান করা হয়েছিল এবং ১,৩৮৮.১৭ কোটি টাকা অবমুক্ত করা হয়েছিল। ১৯৯৪-৯৫ সালের

জন্য মোট ৩,১১০.০০ কোটি টাকার শিল্প ঋণ মঞ্জুরীর লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বছর শেষে শিল্প ঋণ (প্রকল্প ও পুনর্বাসন) মঞ্জুরী ও অবমুক্তির পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩,৪৯০.৬৭ কোটি টাকা এবং ২,২১৪.০৩ কোটি টাকা, যা ছিল পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় যথাক্রমে ১,২৭৮.৩০ কোটি টাকা এবং ৮২৫.৮৬ কোটি টাকা বা শতকরা ৫৭.৮ ভাগ এবং শতকরা ৫৯.৫ ভাগ বেশী। ১৯৯৪-৯৫ সালে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উপরোক্ত বিনিয়োগের ফলে দেশে ১৫,৬৬৭টি শিল্প ইউনিট প্রতিষ্ঠা/পুনর্বাসন করা হয়েছে এবং ১,১৪,১৬৩ জনের কর্মসংস্থান হবে। উল্লেখ্য, উদ্যোক্তাগণ কর্তৃক শিল্প ঋণ মঞ্জুরীর পর কারখানার জন্য জমি প্রস্তুতকরণ, ইমারতসমূহ নির্মাণ এবং বিদেশ হতে যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও স্থাপনের জন্য অর্থ ব্যয়ের সাথে সংগতি রেখে অর্থায়নকারী ব্যাংক ঋণের অর্থ অবমুক্ত করে থাকেন। সাধারণত শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে প্রকার ভেদে এক থেকে দু' বছর সময় লেগে যেতে পারে। ফলে, মঞ্জুরীর তুলনায় অবমুক্তির পরিমাণ সাধারণত কম হয়ে থাকে। ১৯৯৩-৯৪ এবং ১৯৯৪-৯৫ সালে তফসিলী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহর শিল্প ঋণ (প্রকল্প ও পুনর্বাসন) মঞ্জুরী ও অবমুক্তি ৪.১ নম্বর সারণীতে দেখানো হ'ল।

সারণী - ৪.১
১৯৯৩-৯৪ এবং ১৯৯৪-৯৫ সালে তফসিলী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহর শিল্প ঋণ (প্রকল্প ও পুনর্বাসন) মঞ্জুরী ও অবমুক্তি

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নাম	১৯৯৩-৯৪		১৯৯৪-৯৫	
		মঞ্জুরী	অবমুক্তি	মঞ্জুরী	অবমুক্তি
১	২	৩	৪	৫	৬
১।	সোনালী ব্যাংক	৪৪৭.৯২	১৭৩.৮১	৭৬৯.৮৫	৫৯০.১০
২।	জনতা ব্যাংক	২৬৩.৫৭	১৪৯.৮৭	৫৫৭.৫২	৩৩৮.২৭
৩।	অগ্রণী ব্যাংক	৬১৮.২৪	৪১৮.৯১	৬৮২.৫২	৫৬৫.৩৯
৪।	রূপালী ব্যাংক লিঃ	৫১.৭৯	৩৫.৯৬	৮৯.৮৭	৪৮.৫৮
৫।	বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক	১৭৬.৯০	৯৪.৯৯	৪৬৫.৮৬	৮.৪৩
৬।	বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	৩৯.৬৭	২৩.৮৫	১০৮.০৬	৭৬.৯১
৭।	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	৮.৬০	৮.৬০	৭.৬৯	৪.৬৮
৮।	বেসিক বাংলাদেশ লিঃ	৯.১৯	৭.০৫	১২.৩৮	৬.৫৬
৯।	বিএসআরএস	৬.৪০	৪.৪৪	৯.৪৩	৪.০২
১০।	ইস্টার্ণ ব্যাংক লিঃ	২৯.০৫	১৬.৭৮	৬০.৭১	৩৯.৫০
১১।	উত্তরা ব্যাংক লিঃ	৪.৮৬	১০.৫০	৪.৩০	৬.৪০
১২।	এবি ব্যাংক লিঃ	২৯.৩৫	১৫.৭৫	৩৯.৪০	১৬.৩৯
১৩।	আই এফ আই সি ব্যাংক লিঃ	২৩.৪৩	১৭.৮১	১৩.৪৮	৪.৮৬
১৪।	ন্যাশনাল ব্যাংক লিঃ	১৯.৮০	১৬.৪৭	২৩.৬১	১৮.৭৫
১৫।	ইউসিবিএল	৩৩.৮০	২৯.৮৬	২৩.৯৫	২২.৪৮
১৬।	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ	৯৫.১৯	৭৯.৫২	২৪৯.৭৭	২৪৩.৬০
১৭।	দি সিটি ব্যাংক লিঃ	৩৬.৫৩	৩০.২৬	৩.০০	৯.৭৪
১৮।	পূবালী ব্যাংক লিঃ	৪৬.৬৪	৩৪.৪৩	৪৮.৪২	১৪.২০
১৯।	আল-বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ	৫৫.৩৭	৫৫.৩৭	৫৩.৫৯	৪৫.৭১
২০।	এনসিসিবি লিঃ	৫.৬১	২.০০	৫.৮৪	৫.০৫
২১।	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক	২২.২৭	১২.২২	১৪.২৫	১৩.৮৩
২২।	ব্যাংক ইন্দোসুয়েজ	২৮.০০	২৮.০০	৬.০০	৬.০০
২৩।	গ্রীন্ডলেজ ব্যাংক পিএলসি	২৬.০১	২৩.২৩	৯২.২৯	৪৮.৪৪
২৪।	আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক লিঃ	৫০.১০	৩৫.৯০	১৮.০০	-
২৫।	হাবিব ব্যাংক লিঃ	৭.০০	৩.৩৬	-	-
২৬।	স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া	৩.৮৫	৩.৮৫	-	-
২৭।	সাবিনকো	৯.১২	২.৮৫	৩২.৫৩	১৭.৫৭
২৮।	আইডিএলসি	৩৩.৩৪	২৯.২৭	৫৭.৬৮	৩৬.৫৯
২৯।	ইউএলসি	২৫.৭৯	১৮.২৮	৩১.৪২	২১.৯৮
৩০।	আইপিডিসি	৪.৯৮	৪.৯৮	৯.২৫	-
	মোট ঃ	**২,২১২.৩৭**	**১,৩৮৮.১৭**	**৩,৪৯০.৬৭**	**২,২১৪.০৩**

উৎস ঃ শিল্প ঋণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

নোট ঃ
সাবিনকো = সাউদী বাংলাদেশ ইন্ডাষ্ট্রিয়াল এন্ড এগ্রিকালচারাল ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী লিঃ।
আইডিএলসি = ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট লিজিং কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিঃ।
ইউএলসি = ইউনাইটেড লিজিং কোম্পানী লিঃ।
আইপিডিসি = ইন্ডাষ্ট্রিয়াল প্রমোশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিঃ। - = নেই।

শিল্প ঋণ বিভাগের তত্ত্বাবধানাধীন প্রকল্পসমূহ

৪.১০। ১৯৯৪-৯৫ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক তার নিজস্ব কর্মসূচীসহ বিভিন্ন বৈদেশিক ঋণ অনুদানের আওতায় কতিপয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রকল্পের অর্থসংস্থান ও বাস্তবায়ন কর্মসূচী তদারকির কাজ অব্যাহত রাখে।

(ক) আধা নিবিড় চিংড়ি চাষ ঋণ কর্মসূচী

বাংলাদেশ ব্যাংক আধা নিবিড় চিংড়ি চাষের উদ্যোগ সাফল্যমন্ডিত করে দেশের রপ্তানী আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহর ঋণ প্রদান কার্যক্রম মনিটরিং করে আসছে। এ ঋণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী ৬টি বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং একটি অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান ১৯৯৪-৯৫ সালে ৩৮.৪৮ কোটি টাকা ঋণ মঞ্জুর এবং এর বিপরীতে নিজস্ব তহবিল হতে ৬২টি প্রকল্পে ২৫.৭৪ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করে।

(খ) স্বেচ্ছায় অবসরগ্রহণকারী কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণের আত্মকর্মসংস্থানমূলক ক্ষুদ্র-উদ্যোগ ঋণ স্কীম

সরকারী/আধা-সরকারী/স্বায়ত্তশাসিত/আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী চাকরি হতে স্বেচ্ছায় অবসরগ্রহণ করেছেন বা করবেন তাঁরা যেন স্বেচ্ছায় অবসরগ্রহণ/ছাঁটাইয়ের পর শিল্প ইউনিট স্থাপন বা ব্যবসার মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারেন সে লক্ষ্যে সরকার ১লা ডিসেম্বর, ১৯৯৩ তারিখ থেকে এ স্কীমটি প্রবর্তন করেছেন। উক্ত স্কীমের আওতায় সকল তফসিলী ব্যাংককে ঋণ সুবিধা প্রদানের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। সরকার উপরোক্ত স্কীম বাবদ প্রাথমিকভাবে বাংলাদেশ ব্যাংককে ৫০.০০ কোটি টাকা তহবিল প্রদান করেছেন।

(গ) ক্ষুদ্র শিল্পে বিনিয়োগকারীদের জন্য ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কীম

১৯৯৩-৯৪ সালে ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপনে উদ্যোক্তাগণকে জামানতবিহীন ঋণ প্রদানে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে অংশগ্রহণকারী সকল তফসিলী ব্যাংককে গ্যারান্টি সুবিধা প্রদানের জন্য ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কীম প্রণয়ন করা হয়। এ স্কীমের আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত সর্বোচ্চ গ্যারান্টির পরিমাণ ৫০.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত হতে পারে। এ স্কীমের আওতায় গ্যারান্টি সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে সরকার প্রাথমিকভাবে বাংলাদেশ ব্যাংককে ২৫.০০ কোটি টাকার তহবিল প্রদান করেছেন।

(ঘ) লবণ উৎপাদন মিল মালিকদের ঋণদান কর্মসূচী

বর্তমানে এ ঋণ লবণ চাষী ও লবণ মিল মালিকদের জন্য চালু রয়েছে। ব্যাংকসমূহ লবণ উৎপাদন এলাকায় প্রকৃত লবণ চাষী ও দেশের লবণ কারখানা মালিকদেরকে "ব্যাংক গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে" ঋণ প্রদান করে থাকে।

কৃষি ও পল্লী অর্থসংস্থান

বার্ষিক কৃষি ঋণ কর্মসূচী

৫.১। দেশের অর্থনীতিতে কৃষি/পল্লী ঋণের গুরুত্ব অনুধাবন এবং কৃষি ঋণের বর্ধিত চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রাতিষ্ঠানিক উৎস হতে প্রয়োজনীয় ঋণ সরবরাহ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সার্বিক আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নকল্পে ১৯৯৪-৯৫ সালের বার্ষিক নির্দেশক (Indicative) কৃষি ঋণ কর্মসূচী প্রণয়ন করা হয়। কৃষি খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির কর্মসূচীসমূহর পাশাপাশি দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য ঋণ প্রদান এবং কৃষি বহির্ভূত আয় উৎসারী কর্মকান্ডে স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ আলোচ্য বছরে ১,৯৬৩.০০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণের কর্মসূচী গ্রহণ করে যা ছিল পূর্ববর্তী বছরের লক্ষ্যমাত্রা ১,৬৪৩.০৮ কোটি টাকার তুলনায় ৩১৯.৯২ কোটি টাকা বা শতকরা ১৯.৫ ভাগ বেশী। ১৯৯৪-৯৫ সালে কৃষি ঋণ কর্মসূচীতে বিভিন্ন উপ-খাতের জন্য বরাদ্দ ছিল নিম্নরূপ ঃ ফসল ঋণ (চা ব্যতীত) ৭৮৮.৬৮ কোটি টাকা (শতকরা ৪০.২ ভাগ), সেচ যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং স্থাপন (Installation) ২৮.৮৫ কোটি টাকা (শতকরা ১.৫ ভাগ), পশু সম্পদ ১৪৭.৯৩ কোটি টাকা (শতকরা ৭.৫ ভাগ) এবং অন্যান্য কৃষি কর্মকান্ড ৯৯৭.৫৪ কোটি টাকা (শতকরা ৫০.৮ ভাগ)। ১৯৯৩-৯৪ সালে উপরোক্ত উপ-খাতসমূহর জন্য বরাদ্দ ছিলঃ ফসল ঋণ (চা ব্যতীত) ৬৭৮.৩৭ কোটি টাকা (শতকরা ৪১.৩ ভাগ), সেচ যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং স্থাপন ৪৯.০১ কোটি টাকা (শতকরা ৩.০ ভাগ), পশু সম্পদ ১৩৩.৬৩ কোটি টাকা (শতকরা ৮.১ ভাগ) এবং অন্যান্য কৃষি কর্মকান্ড ৭৮২.০৭ কোটি টাকা (শতকরা ৪৭.৬ ভাগ)। উপরোক্ত ঋণ প্রদান কর্মসূচীর বিপরীতে ১৯৯৪-৯৫ সালে সর্বমোট ১,৪৯০.৩৮ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়, যা কর্মসূচীর চেয়ে ৪৭২.৬২ কোটি টাকা বা শতকরা ২৪.১ ভাগ কম তবে, পূর্ববর্তী বছরে বিতরণকৃত ১,১০০.৭৯ কোটি টাকার তুলনায় ৩৮৯.৫৯ কোটি টাকা বা শতকরা ৩৫.৪ ভাগ বেশী।

৫.২। ১৯৯৪-৯৫ সালে কৃষি/পল্লী ঋণ কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহর অনুসরণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক যে সকল ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হয় তা নিম্নে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হ'ল ঃ

১। ফসল ঋণের আওতায় ঋণ প্রদানের জন্য ৫.০ একর পর্যন্ত জমিতে এবং আলু ও ইক্ষু চাষের জন্য ২.৫ একর পর্যন্ত জমিতে ঋণ প্রদান সীমাবদ্ধ রাখা হয়।

২। ফসল ঋণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কৃষি উপকরণের মূল্য বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে একর প্রতি ঋণের পরিমাণ সামঞ্জস্য রেখে বৃদ্ধি করা হয় এবং প্রয়োজনবোধে নির্দেশক নিয়মাচারের শতকরা ১০ ভাগ কম/বেশী করার ক্ষমতা অর্থায়নকারী ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রদান করা হয়।

৩। কৃষি ঋণের জন্য সুদের হারের পরিসীমা (Band) শতকরা ১০-১৪ ভাগে অপরিবর্তিত রাখা হয় ও সরল হারে সুদ আরোপের পদ্ধতি অব্যাহত রাখা হয়।

৪। মৎস্যচাষ, পশুসম্পদ উন্নয়ন ও নার্সারী স্থাপনের জন্য ঋণ প্রদানের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করা হয়।

৫। সময়মত ঋণ পরিশোধকারীগণকে উৎসাহিত করার জন্য সুদের হারের উপর শতকরা ২ ভাগ হারে রিবেট প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়।

৬। ফসল ঋণের ক্ষেত্রে সাধারণ বীমা কর্তৃক প্রবর্তিত শস্য বীমা ব্যাপকভাবে সম্প্রসারণ করার ব্যাপারে সংশ্লিষ্টদের উৎসাহিত করা হয়।

৭। বেসরকারী সংস্থা (এনজিও)/আত্মকর্মসহায়ক গ্রুপ (Self Help Group) এর সাথে অন্বয় (Linkage) স্থাপন করে বিভিন্ন উৎপাদনমুখী ও আয় উৎসারী কর্মকান্ডে ঋণ বিতরণের জন্য ব্যাংকসমূহকে উৎসাহ প্রদান আলোচ্য বছরেও অব্যাহত থাকে এবং

৮। বেসরকারী ব্যাংকসমূহকেও কৃষি ঋণ প্রদানে আরো সম্পৃক্ত হবার জন্য উৎসাহিত করা হয়।

কৃষি ঋণ পাশ বই

৫.৩। ১৯৯৪-৯৫ সালে কৃষি ঋণ প্রদানকারী ব্যাংক/প্রতিষ্ঠানসমূহ ৯.৭৫ লক্ষ নতুন ঋণগ্রহীতাকে কৃষি ঋণ পাশ বই ইস্যু করে। এর মধ্যে, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড ৩.৯৬ লক্ষ, অংশগ্রহণকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ ২.৬৯ লক্ষ, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ২.৩৫ লক্ষ, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ০.৭৪ লক্ষ এবং বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড ০.০১ লক্ষ কৃষি ঋণ পাশ বই ইস্যু করে। ১৯৮৪-৮৫ সালে কৃষি ঋণ পাশ বই চালুর পর থেকে ১৯৯৫ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত মোট ৮৩.০২ লক্ষ কৃষি ঋণ পাশ বই ইস্যু করা হয়। এর মধ্যে, অংশগ্রহণকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ ২৬.৫৫ লক্ষ, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ২৬.৩৩ লক্ষ, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড ১৬.৬১ লক্ষ, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ৭.৭০ লক্ষ এবং বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড ৫.৮৩ লক্ষ কৃষি ঋণ পাশ বই ইস্যু করে। ১৯৯৫ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত মোট কৃষি ঋণগ্রহীতার সংখ্যা ৭৬.৬৭ লক্ষে দাঁড়ায়।

বার্ষিক কৃষি ঋণ কর্মসূচীর আওতায় ঋণ বিতরণ

৫.৪। ১৯৯৪-৯৫ সালে বার্ষিক কৃষি ঋণ কর্মসূচীর আওতায় অংশগ্রহণকারী ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহর কৃষি ঋণ বিতরণের পরিমাণ দাঁড়ায় ১,৪৯০.৩৮ কোটি টাকা, যা ১৯৯৩-৯৪ সালে বিতরণকৃত ১,১০০.৭৯ কোটি টাকার তুলনায় শতকরা ৩৫.৪ ভাগ বেশী। আলোচ্য বছরে ফসল ঋণ (চা ব্যতীত) বাবদ ৬৯১.২৫ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়, যা পূর্ববর্তী বছরে বিতরণকৃত ৫১৫.১৩ কোটি টাকার তুলনায় শতকরা ৩৪.২ ভাগ বেশী। ১৯৯৪-৯৫ সালে সেচ যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং স্থাপনের জন্য ১.৭২ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়, যা পূর্ববর্তী বছরে বিতরণকৃত ১.৩৭ কোটি টাকার তুলনায় শতকরা ২৫.৬ ভাগ বেশী। পশু সম্পদের ক্ষেত্রে আলোচ্য বছরে ১৫৬.১৪ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়, যা ১৯৯৩-৯৪ সালে বিতরণকৃত ৯৬.৪০ কোটি টাকার তুলনায় শতকরা ৬২.০ ভাগ বেশী। অপরদিকে, চা উৎপাদন ও মৎস্য চাষ ঋণসহ অন্যান্য কৃষি কর্মকান্ডের জন্য ১৯৯৪-৯৫ সালে মোট ৬৪১.২৭ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়, যা পূর্ববর্তী বছরের বিতরণকৃত ৪৮৭.৮৯ কোটি টাকার তুলনায় শতকরা ৩১.৪ ভাগ বেশী।

কৃষি ঋণ আদায়

৫.৫। ১৯৯৫ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত ৫,৬১৩.২৫ কোটি টাকা আদায়যোগ্য ঋণের বিপরীতে আলোচ্য বছরে ১,১২৪.১১ কোটি টাকা বা শতকরা ২০.০ ভাগ আদায় হয়, যা পূর্ববর্তী বছরে আদায়কৃত ৯৭৯.১২ কোটি টাকার তুলনায় ১৪৪.৯৯ কোটি টাকা বা শতকরা ১৪.৮ ভাগ বেশী। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী বছরে আদায়কৃত ঋণ মোট আদায়যোগ্য ঋণের শতকরা ১৯.০ ভাগ ছিল। আলোচ্য বছরের জুন শেষে মোট কৃষি ঋণের স্থিতি পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের ৬,২২২.০০ কোটি টাকার তুলনায় শতকরা ১৩.২ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৭,০৪৫.২২ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৫ সালের ৩০শে জুনে মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ২৮৬.৮১ কোটি টাকা বা শতকরা ৬.৮ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৪,৪৯০.৫৩ কোটি টাকায় (মোট ঋণের স্থিতির শতকরা ৬৩.৭ ভাগ এবং মোট আদায়যোগ্য ঋণের শতকরা ৮০.০ ভাগ) দাঁড়ায়। ১৯৯৩-৯৪ এবং ১৯৯৪-৯৫ সালের বার্ষিক কৃষি ঋণ কর্মসূচীর আওতায় ঋণ বিতরণ ও আদায়ের তুলনামূলক চিত্র ৫.১ নম্বর সারণীতে দেখানো হ'ল।

সারণী - ৫.১

১৯৯৩-৯৪ এবং ১৯৯৪-৯৫ সালের বার্ষিক কৃষি ঋণের তুলনামূলক অবস্থা

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	১৯৯৩-৯৪	১৯৯৪-৯৫	বার্ষিক পরিবর্তন ঃ বৃদ্ধি (+)/হ্রাস (-)
১	২	৩	৪
১। **বিতরণের কর্মসূচী**	**১,৬৪৩.০৮**	**১,৯৬৩.০০**	+ ৩১৯.৯২ (+১৯.৪৭)
ক)ফসল ঋণ (চা ব্যতীত)	৬৭৮.৩৭	৭৮৮.৬৮	+ ১১০.৩১ (+ ১৬.২৬)
খ)সেচ যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং স্থাপন	৪৯.০১	২৮.৮৫	- ২০.১৬ (-৪১.১৩)
গ)পশু সম্পদ	১৩৩.৬৩	১৪৭.৯৩	+ ১৪.৩০ (+১০.৭০)
ঘ)অন্যান্য কৃষি কর্মকান্ডে ঋণ (চা ও মৎস্যসহ)	৭৮২.০৭	৯৯৭.৫৪	+ ২১৫.৪৭ (+ ২৭.৫৫)
২। **প্রকৃত ঋণ বিতরণ**	**১,১০০.৭৯**	**১,৪৯০.৩৮**	+ ৩৮৯.৫৯ (+ ৩৫.৩৯)
ক)ফসল ঋণ (চা ব্যতীত)	৫১৫.১৩	৬৯১.২৫	+ ১৭৬.১২ (+ ৩৪.১৯)
খ)সেচ যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং স্থাপন	১.৩৭	১.৭২	+ ০.৩৫ (+ ২৫.৫৫)
গ)পশু সম্পদ	৯৬.৪০	১৫৬.১৪	+ ৫৯.৭৪ (+ ৬১.৯৭)
ঘ)অন্যান্য কৃষি কর্মকান্ডে ঋণ (চা ও মৎস্যসহ)	৪৮৭.৮৯	৬৪১.২৭	+ ১৫৩.৩৮ (+ ৩১.৪৪)
৩। আদায়যোগ্য ঋণ	৫,১৪১.৮৬	৫,৬১৩.২৫	+ ৪৭১.৩৯ (+ ৯.১৭)
৪। আদায়কৃত ঋণ	৯৭৯.১২	১,১২৪.১১	+ ১৪৪.৯৯ (+ ১৪.৮১)
৫। মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণ	৪,২০৩.৭২	৪,৪৯০.৫৩	+ ২৮৬.৮১ (+৬.৮২)
৬। মোট ঋণের স্থিতি	৬,২২২.০০	৭,০৪৫.২২	+ ৮২৩.২২ (+ ১৩.২৩)

নোট ঃ বন্ধনীর সংখ্যাসমূহ বার্ষিক পরিবর্তনের শতকরা হার নির্দেশক।

৫.৬। ১৯৯৪-৯৫ সালে বিতরণকৃত মোট কৃষি ঋণের মধ্যে স্বল্প মেয়াদী ঋণ ছিল ১,০৫৫.৯২ কোটি টাকা বা মোট বিতরণকৃত ঋণের শতকরা ৭০.৯ ভাগ। ১৯৯৩-৯৪ সালে এর পরিমাণ ছিল ৮৮৪.৭১ কোটি টাকা বা মোট বিতরণকৃত ঋণের শতকরা ৮০.৪ ভাগ। অপরদিকে, ১৯৯৪-৯৫ সালে মেয়াদী ঋণ বিতরণের পরিমাণ ১৯৯৩-৯৪ সালের ২১৬.০৮ কোটি টাকার তুলনায় ২১৮.৩৮ কোটি টাকা বা শতকরা ১০১.১ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৪৩৪.৪৬ কোটি টাকায় দাঁড়ায়, যা ছিল মোট বিতরণকৃত ঋণের শতকরা ২৯.২ ভাগ। ৫.২ নম্বর সারণীতে মেয়াদী ও প্রকারভেদে কৃষি ঋণ বিতরণের তুলনামূলক চিত্র দেখানো হ'ল।

সারণী-৫.২

কৃষি ঋণ বিতরণের প্রকারভেদ (স্বল্প মেয়াদী ও মেয়াদী ঋণ)

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	১৯৯৩-৯৪	১৯৯৪-৯৫	পরিবর্তন ঃ বৃদ্ধি (+)/হ্রাস (-)
১	২	৩	৪
মোট কৃষি ঋণ বিতরণ	**১,১০০.৭৯**	**১,৪৯০.৩৮**	**+ ৩৮৯.৫৯** (+ ৩৫.৩৯)
১। স্বল্প মেয়াদী ঋণ	**৮৮৪.৭১** (৮০.৩৭)*	**১,০৫৫.৯২** (৭০.৮৫)*	**+ ১৭১.২১** (+১৯.৩৫)
(ক) ফসল ঋণ (চা ব্যতীত)	৫১৫.১৩	৬৯১.২৫	+ ১৭৬.১২ (+ ৩৪.১৯)
(খ) অন্যান্য কৃষি কর্মকান্ড	**৩৬৯.৫৮**	**৩৬৪.৬৭**	- ৪.৯১ (-১.৩৩)
১। চা এর জন্য উৎপাদন ঋণ	১৭৮.০৭	১৬৯.৫৯	- ৮.৪৮ (-৪.৭৬)
২। অন্যান্য ঋণ	১৯১.৫১	১৯৫.০৮	+ ৩.৫৭ (+ ১.৮৬)
২। মেয়াদী ঋণ	**২১৬.০৮** (১৯.৬৩)*	**৪৩৪.৪৬** (২৯.১৫)*	**+ ২১৮.৩৮** (+ ১০১.০৬)
(ক) সেচ যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং স্থাপন	১.৩৭	১.৭২	+ ০.৩৫ (+ ২৫.৫৫)
(খ) অন্যান্য কৃষি কর্মকান্ডের ঋণ	**২১৪.৭১**	**৪৩২.৭৪**	**+ ২১৮.০৩** (+ ১০১.৫৫)
১। পশু সম্পদ খাতে ঋণ	৯৬.৪০	১৫৬.১৪	+ ৫৯.৭৪ (+ ৬১.৯৭)
২। অন্যান্য ঋণ	১১৮.৩১	২৭৬.৬০	+ ১৫৮.২৯ (+ ১৩৩.৭৯)

নোট ঃ বন্ধনীর সংখ্যাসমূহ বার্ষিক পরিবর্তনের শতকরা হার নির্দেশক।

* মোট কৃষি ঋণ বিতরণের শতকরা হার নির্দেশক।

৫.৭। ১৯৯৪-৯৫ সালে মোট কৃষি ঋণ ও ফসল ঋণ বিতরণের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় যথাক্রমে শতকরা ৩৫.৪ ভাগ ও শতকরা ৩৪.২ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১,৪৯০.৩৮ কোটি টাকা ও ৬৯১.২৫ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। অন্যান্য বছরের ন্যায় বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ১৯৯৪-৯৫ সালেও এককভাবে কৃষি ঋণের বৃহত্তম উৎস (শতকরা ৫১.৪ ভাগ) হিসেবে বিদ্যমান থাকে। আলোচ্য বছরে এ ব্যাংকের ফসল ঋণ বিতরণের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের ১৬৩.৯০ কোটি টাকার তুলনায় শতকরা ৩৯.৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ২২৮.৫৯ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। ফলে, এ ব্যাংকের বিতরণকৃত মোট কৃষি ঋণ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় শতকরা ২৭.৯ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৪-৯৫ সালে ৭৬৫.৬৩ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। আলোচ্য বছরে কৃষি ঋণের দ্বিতীয় বৃহত্তম উৎস ছিল অংশগ্রহণকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ। ১৯৯৪-৯৫ সালে অংশগ্রহণকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহর কৃষি ঋণ বিতরণের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় শতকরা ৩২.৪ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৪৫৭.১৩ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী

বছরের মত আলোচ্য বছরেও ফসল ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ ছিল প্রধান উৎস। ১৯৯৪-৯৫ সালে অংশগ্রহণকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহর বিতরণকৃত ফসল ঋণ পূর্ববর্তী বছরের বিতরণকৃত ২৪৩.৭৪ কোটি টাকার তুলনায় শতকরা ১০.৬ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ২৬৯.৪৮ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। আলোচ্য বছরে রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের কৃষি ঋণ বিতরণের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় শতকরা ৩৩.৯ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯২.৪৬ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। ফসল ঋণের ক্ষেত্রে এ ব্যাংকের মোট বিতরণকৃত ঋণ ১৯৯৩-৯৪ সালের তুলনায় শতকরা ৩৪.৮ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে আলোচ্য বছরে ১৪০.৪৫ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

৫.৮। রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক/বিশেষায়িত ব্যাংকের পাশাপাশি দেশের বেসরকারী ও বিদেশী ব্যাংকসমূহ আলোচ্য বছরেও বিভিন্ন মেয়াদী খাতে ঋণ বিতরণে অংশগ্রহণ করে। ১৯৯৪-৯৫ সালে দেশের বেসরকারী ও বিদেশী ব্যাংকসমূহ পল্লী/কৃষি খাতে নিজস্ব উৎস হতে ঋণ বিতরণের জন্য মোট ১৮৮.৭২ কোটি টাকার কর্মসূচী গ্রহণ করে। আলোচ্য বছরে উক্ত কর্মসূচীর বিপরীতে মোট ১১৫.০৬ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়। ১৯৯৪-৯৫ সালে বেসরকারী ও বিদেশী ব্যাংকসমূহ কর্তৃক মোট বিতরণকৃত টাকার মধ্যে ছিল ঃ সেচ যন্ত্রপাতি খাতে ১.৫২ কোটি টাকা, কৃষি যন্ত্রপাতি খাতে ৫.০৭ কোটি টাকা, মৎস্য ও চিংড়ি চাষ খাতে ৬.০৭ কোটি টাকা, পশু সম্পদ খাতে ১.২৩ কোটি টাকা, কৃষিজাত পণ্য বাজারজাতকরণ খাতে ৩৮.৩৮ কোটি টাকা এবং অন্যান্য খাতে ৬২.৭৯ কোটি টাকা।

৫.৯। আলোচ্য বছরে বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেডের কৃষি ঋণ বিতরণের পরিমাণ ছিল মাত্র ১.৯৩ কোটি টাকা। ১৯৯৪-৯৫ সালে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের মোট কৃষি ঋণ বিতরণের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের ১২.০৩ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৭৩.২৩ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। ফসল ঋণের ক্ষেত্রে পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের মোট বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের ৩.৩২ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৫১.৯৭ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। কৃষি ঋণ বিতরণের উৎস ভিত্তিক পরিসংখ্যান ৫.৩ নম্বর সারণীতে দেখানো হ'ল।

সারণী - ৫.৩

উৎস ভিত্তিক কৃষি ঋণ বিতরণ

(কোটি টাকায়)

ঋণ বিতরণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ	১৯৯৩-৯৪		১৯৯৪-৯৫	
	মোট ঋণ	ফসল ঋণ (চা ব্যতীত)	মোট ঋণ	ফসল ঋণ (চা ব্যতীত)
১	২	৩	৪	৫
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	৫৯৮.৫৫ (৫৪.৩৭)	১৬৩.৯০ (৩১.৮২)	৭৬৫.৬৩ (৫১.৩৭)	২২৮.৫৯ (৩৩.০৭)
রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	১৪৩.৭৯ (১৩.০৬)	১০৪.১৭ (২০.২২)	১৯২.৪৬ (১২.৯২)	১৪০.৪৫ (২০.৩২)
অংশগ্রহণকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ	৩৪৫.২৬ (৩১.৩৬)	২৪৩.৭৪ (৪৭.৩২)	৪৫৭.১৩ (৩০.৬৭)	২৬৯.৪৮ (৩৮.৯৮)
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড	১২.০৩ (১.১০)	৩.৩২ (০.৬৪)	৭৩.২৩ (৪.৯১)	৫১.৯৭ (৭.৫২)
বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ	১.১৬ (০.১১)	-	১.৯৩ (০.১৩)	০.৭৬ (০.১১)
মোট ঃ	১,১০০.৭৯	৫১৫.১৩	১,৪৯০.৩৮	৬৯১.২৫

নোট ঃ বন্ধনীর সংখ্যাসমূহ সর্বমোট ঋণে সংশ্লিষ্ট ঋণদান প্রতিষ্ঠানের শতকরা অংশ নির্দেশক।

- = নেই।

কৃষি ঋণ বিভাগের তত্ত্বাবধানাধীন প্রকল্পসমূহ

৫.১০। ঘূর্ণিঝড় উপদ্রুত গ্রামীণ পরিবারবর্গের পুনর্বাসন কর্মসূচীর আওতায় উৎপাদনশীল কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য ঋণ সহায়তা প্রদান এবং ময়মনসিংহ অঞ্চলে মৎস্য চাষ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কৃষি ঋণ বিভাগের তত্ত্বাবধানে নিম্নোক্ত প্রকল্পদ্বয় পরিচালিত হচ্ছে।

ইফাদ সাহায্যপুষ্ট ঘূর্ণিঝড় উপদ্রুত গ্রামীণ পরিবারবর্গের জন্য বিশেষ সাহায্য প্রকল্প (ইফাদ ঋণ নং - ২৮৭-বিএ)

৫.১১। আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিলের (ইফাদ) সাহায্যপুষ্ট উক্ত প্রকল্পের জন্য মোট বরাদ্দকৃত ৭.০০[স] কোটি টাকার মধ্যে ব্যাংকসমূহ ৩০শে জুন, ১৯৯৫ পর্যন্ত ৫.২২ কোটি টাকা বিতরণ করে। উল্লেখ্য, এ প্রকল্পের মেয়াদ ১৯৯৫ সালের জুনে শেষ হওয়ার কথা থাকলেও তা আরো ১ বছর বাড়ানো হয়।

মৎস্য চাষ সম্প্রসারণ প্রকল্প, ময়মনসিংহ

৫.১২। ডানিডা (DANIDA) সাহায্যপুষ্ট এ প্রকল্পটি দ্বিতীয় পর্যায়ে জুলাই, ১৯৯৩ থেকে শুরু হয়ে ২০০০ সালের জুন পর্যন্ত চলবে। প্রথম পর্যায়ে ময়মনসিংহ জেলার ৬টি থানার পর দ্বিতীয় পর্যায়ে উক্ত জেলার আরো ২০টি থানা এ প্রকল্পের আওতাভুক্ত করা হয়। প্রথম পর্যায়ে এ প্রকল্পে ৮৩.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের পর পরবর্তী পর্যায়ে সম্প্রসারিত এলাকার জন্য আরো ২২.৮৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়। ১৯৯৫ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত এ প্রকল্পের আওতায় মোট ৮৪.৭৭ লক্ষ টাকা বিতরণ এবং ৩৮.৬১ লক্ষ টাকা আদায় করা হয়। ৩০শে জুন, ১৯৯৫ পর্যন্ত এ প্রকল্পের বকেয়া ও মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৩.৯৭ লক্ষ টাকা ও ০.২২ লক্ষ টাকা।

কৃষি ঋণ প্রকল্প বিভাগের তত্ত্বাবধানাধীন কর্মসূচী/ প্রকল্পসমূহ

৫.১৩। পূর্ববর্তী বছরগুলোর ন্যায় ১৯৯৪-৯৫ সালেও বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ঋণ প্রকল্প বিভাগ বিদেশী সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প ও দেশের নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত বিভিন্ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও তদারকি এবং/অথবা সেগুলোর আওতায় বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে পুনঃঅর্থসংস্থান যোগানের দায়িত্ব পালন করে। উল্লেখযোগ্য প্রকল্পগুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে নিম্নে আলোচনা করা হ'ল।

চিংড়ি চাষ ঋণ কর্মসূচী

৫.১৪। দেশে চিংড়ি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বর্তমানে চিংড়ি চাষ ঋণ কর্মসূচীর আওতায় বাগদা চিংড়ির জন্য উপকূলীয় জেলাসমূহ এবং গলদা চিংড়ির জন্য দেশের সকল জেলাসমূহে ঋণ বিতরণের ব্যবস্থা রাখা হয়। এ কর্মসূচীর অধীনে ১৯৯৪-৯৫ সালে অংশগ্রহণকারী ব্যাংকগুলো ১৬.৩৯ কোটি টাকা বিতরণ ও ১২.০৩ কোটি টাকা আদায় করে। ১৯৮০ সালে চালুর পর থেকে ১৯৯৫ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত এ কর্মসূচীর আওতায় মোট ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৯৬.৭৪ কোটি টাকা ও ৮০.৫২ কোটি টাকা। উক্ত সময়ে বকেয়া ও মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৪০.৫৮ কোটি টাকা ও ২৫.৭৮ কোটি টাকা।

প্রান্তিক চাষী ও ক্ষুদ্র খামার পদ্ধতির মাধ্যমে শস্য নিবিড়করণ প্রকল্প কুড়িগ্রাম (এম এস এফ এস সি আই পি)

৫.১৫। প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র চাষীদের কৃষি ও অকৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে পুষ্টিমান, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ক্রমান্বয়ে প্রান্তিক চাষী হওয়ার প্রবণতাকে রোধ করা এবং স্বাবলম্বী ও আত্মনির্ভরশীল হয়ে বেঁচে থাকতে সহায়তা করার জন্য ইফাদ ও জিটিজেড এর সাহায্যপুষ্ট এ প্রকল্পটি জুলাই, ১৯৮৭ সাল থেকে কাজ করে আসছে। কুড়িগ্রাম জেলার ৯টি থানায় সোনালী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক এ প্রকল্পের আওতায় ঋণ কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। জুন, ১৯৯৫ পর্যন্ত এ প্রকল্পের আওতায় মোট ৯.৫৬ কোটি টাকা বিতরণ ও ৫.৪৩ কোটি টাকা আদায় করা হয়। উক্ত সময়ে বকেয়া ও মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৪.৮৫ কোটি টাকা ও ০.১১ কোটি টাকা।

স সংশোধিত

শস্য গুদাম ঋণ প্রকল্প (শগঋপ)

৫.১৬। এ প্রকল্পের ১ম ও ২য় পর্যায়ের সন্তোষজনক বাস্তবায়নের পর ৩য় পর্যায় শুরু হয়। ১৯৯৪-৯৫ সালেও রংপুর, দিনাজপুর, নীলফামারী, পঞ্চগড়, গাইবান্ধা, মানিকগঞ্জ, মাগুরা, নড়াইল ও যশোর জেলায় প্রকল্পটির কাজ অব্যাহত থাকে। এ প্রকল্পের অধীনে ১৯৯৪-৯৫ সালে বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ছিল ১.৭৯ কোটি টাকা এবং সুদসহ আদায়ের পরিমাণ ছিল ১.৫৪ কোটি টাকা। পূর্ববর্তী বছরে যার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ০.৯১ কোটি টাকা ও ১.০২ কোটি টাকা। প্রকল্পের শুরু থেকে ৩০শে জুন, ১৯৯৫ পর্যন্ত মোট বিতরণ ও সুদসহ আদায় দাঁড়ায় যথাক্রমে ৭.৯৫ কোটি টাকা ও ৭.২৫ কোটি টাকা। উক্ত সময় পর্যন্ত বকেয়া ও মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১.১১ কোটি টাকা ও ০.০৩ কেটি টাকা।

স্বনির্ভর কর্মসূচী

৫.১৭। বর্তমানে দেশের ৩৮টি জেলার ১৩১টি থানার ৯৭৩টি ইউনিয়নে স্বনির্ভর ঋণ বিতরণের কাজ অব্যাহত আছে। কর্মসূচীর শুরু থেকে ১৯৯৫ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত ঋণগ্রহীতাদের মধ্যে অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহ মোট ১১৯.৭২ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করে এবং ৯৯.৬৭ কোটি টাকা আদায় করে। ৩০শে জুন, ১৯৯৫ পর্যন্ত বকেয়া ও মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৮৯.৭২ কোটি টাকা এবং ৮২.৫০ কোটি টাকা।

দ্বিতীয় মৎস্য চাষ উন্নয়ন প্রকল্প-এডিবি ঋণ নং-৮২১ বিএএন (এসএফ)

৫.১৮। এ প্রকল্পের আওতায় অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহ কর্তৃক ১৯৯৪-৯৫ সালে বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ছিল ২১.৯৯ কোটি টাকা এবং সুদসহ আদায়ের পরিমাণ ছিল ৫.৭০ কোটি টাকা। অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহ প্রকল্পের শুরু থেকে ৩০শে জুন, ১৯৯৫ পর্যন্ত মোট ২৭.৯৯ কোটি টাকা বিতরণ ও ৬.৭৩ কোটি টাকা আদায় করে। প্রকল্পটির মেয়াদ ১৯৯৬ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত বাড়ানোর বিষয় সরকারের বিবেচনাধীন আছে। ৩০শে জুন, ১৯৯৫ পর্যন্ত এ প্রকল্পে বকেয়া ও মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ২২.৫০ কোটি টাকা ও ০.৫০ কোটি টাকা।

পল্লী পরিবহন ঋণ কর্মসূচী

৫.১৯। ১৯৯৪-৯৫ সালে পল্লী পরিবহন ঋণ কর্মসূচীর আওতায় অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহ মোট ৪২.৬৫ লক্ষ টাকা বিতরণ এবং ৫৩.১৮ লক্ষ টাকা আদায় করে। শুরুর পর থেকে ৩০শে জুন, ১৯৯৫ পর্যন্ত এ কর্মসূচীর আওতায় মোট ১৭.৯৫ কোটি টাকা বিতরণ ও ৮.৯১ কোটি টাকা আদায় করা হয়। উক্ত সময়ে এ কর্মসূচীর আওতায় বকেয়া ও মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৭.৯৮ কোটি টাকা এবং ১১.৩৫ কোটি টাকা।

কলা চাষ ঋণ কর্মসূচী

৫.২০। বর্তমানে দেশের ৫৪টি জেলার ১৭৭টি থানায় এ কর্মসূচীটি চালু রয়েছে। শুরুর পর থেকে ১৯৯৫ সালের জুন পর্যন্ত এ কর্মসূচীর অধীনে মোট ৮.০২ কোটি টাকা বিতরণ ও ৪.৯৬ কোটি টাকা আদায় করা হয়। উক্ত সময় পর্যন্ত এ কর্মসূচীর আওতায় বকেয়া ও মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৫.৭৬ কোটি টাকা এবং ২.৮৯ কোটি টাকা।

উত্তর-পশ্চিম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-এডিবি ঋণ নং-৬১৫ বিএএন (এসএফ) ও ইফাদ ঋণ নং-১০০ বিএ

৫.২১। এ প্রকল্পের আওতায় সোনালী ব্যাংক ১৯৯৪-৯৫ সালে কোন ঋণ বিতরণ করেনি। তবে আলোচ্য বছরের জুন, ১৯৯৫ পর্যন্ত সোনালী ব্যাংক এ প্রকল্পের অধীনে বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে মোট ০.৭৯ কোটি টাকা আদায় করে। শুরু থেকে জুন, ১৯৯৫ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অধীনে মোট বিতরণকৃত অর্থের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৬.৭১ কোটি টাকা এবং বকেয়া স্থিতি ও মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের পরিমাণ উভয়ই ৬.৮৮ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। আলোচ্য বছরে এ প্রকল্পে কোন পুনঃঅর্থসংস্থান দেয়া না হলেও শুরু থেকে জুন, ১৯৯৫ পর্যন্ত প্রকল্পটির অধীনে মোট পুনঃঅর্থসংস্থানকৃত টাকার পরিমাণ দাঁড়ায় ১৫.৫২ কোটি টাকা যার বিপরীতে

১৯৯৪-৯৫ সালে মোট আদায় হয় ০.৩৮ কোটি টাকা এবং বকেয়া স্থিতি দাঁড়ায় ১৪.৬৩ কোটি টাকা।

গ্রামীণ ব্যাংক

৫.২২। ১৯৯৪-৯৫ সালে গ্রামীণ ব্যাংক ৫টি নতুন শাখা খোলায় এ ব্যাংকের মোট শাখার সংখ্যা ১,০৪৭ টিতে দাঁড়ায়। ১৯৯৪-৯৫ সালের জুন শেষে ৯০৯টি নতুন গ্রাম অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় গ্রামীণ ব্যাংকের আওতায় মোট গ্রামের সংখ্যা ৩৫,২৯৮টিতে দাঁড়ায়। ১৯৯৪-৯৫ সালে গ্রামীণ ব্যাংক মোট ১,৪৮৬.৩৪ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করে, যা পূর্ববর্তী বছরে বিতরণকৃত ১,২৫৯.৮১ কোটি টাকার তুলনায় শতকরা ১৮.০ ভাগ বেশী। আলোচ্য বছরে গ্রামীণ ব্যাংকের আদায়কৃত ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ১,৩০৬.৮৭ কোটি টাকা, যা বিতরণকৃত ঋণের শতকরা ৮৭.৯ ভাগ। পূর্ববর্তী বছরে আদায়কৃত ঋণের পরিমাণ ছিল ১,০০৮.১৫ কোটি টাকা, যা মোট বিতরণকৃত ঋণের শতকরা ৮০.০ ভাগ।

ব্যাংক শাখা ও সমবায় ব্যাংক/সমিতিসমূহ পরিদর্শন

৫.২৩। ১৯৯৪-৯৫ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ঋণ পরিদর্শন বিভাগ রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের ৯৯০টি শাখা এবং বিরাষ্ট্রীয়কৃত (উত্তরা ব্যাংক লিঃ, পূবালী ব্যাংক লিঃ ও রূপালী ব্যাংক লিঃ) ব্যাংকের ১৯১টি শাখায় পরিদর্শন কাজ পরিচালনা করে। এছাড়া, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের যথাক্রমে ৪৩১টি ও ১৫২টি শাখা এবং থানা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি লিঃ এর ৭২টি প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন কাজও আলোচ্য বছরে পরিচালনা করা হয়। উপরন্তু, ১৯৯৪-৯৫ সালে সুদ ভর্তুকির দাবি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বিভিন্ন ব্যাংকের আরো ৬৮টি শাখা পরিদর্শন করা হয়।

কৃষি খাতে পুনঃঅর্থসংস্থান সুবিধা

৫.২৪। প্রচলিত পুনঃঅর্থসংস্থান নীতিমালার আওতায় ১৯৯৪-৯৫ সালে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক (বিকেবি) এবং রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক (রাকাব) এর অনুকূলে যথাক্রমে ৩৬৬.৮২ কোটি টাকা এবং ১৮১.৫০ কোটি টাকার পুনঃঅর্থসংস্থান সীমা মঞ্জুর করা হয়। উক্ত মঞ্জুরী সীমা হতে ১৯৯৪-৯৫ সালে মাঠ পর্যায়ে প্রকৃত বিতরণের বিপরীতে বিকেবি ও রাকাবকে যথাক্রমে ৩০৬.৬৯ কোটি টাকা ও ১৬২.২১ কোটি টাকা ছাড় করা হয়। আলোচ্য বছরে পুনঃঅর্থসংস্থান দায়ের বিপরীতে বিকেবি এবং রাকাব যথাক্রমে ৪২৩.৭১ কোটি টাকা ও ১৩৯.৪৬ কোটি টাকা পরিশোধ করে। ১৯৯৪-৯৫ সাল শেষে বিকেবি এবং রাকাবের নিকট বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রাপ্য পুনঃঅর্থসংস্থান দায়ের স্থিতি যথাক্রমে ১,৫৮৭.১৫ কোটি টাকা এবং ৬৫৪.৯১ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

গৃহ নির্মাণ অর্থসংস্থান

বাংলাদেশ গৃহ নির্মাণ ঋণদান সংস্থা (এইচ বি এফ সি)

৬.১। ১৯৯৪-৯৫ সালে বাংলাদেশ গৃহ নির্মাণ ঋণদান সংস্থা গৃহায়ণ খাতে মোট ২৩৭.০৮ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করে, যা পূর্ববর্তী বছরের বিতরণকৃত ১৮১.৬৩[স] কোটি টাকার তুলনায় ৫৫.৪৫ কোটি টাকা বা শতকরা ৩০.৫ ভাগ বেশী। গৃহ নির্মাণ ঋণদান সংস্থা গৃহায়ণ খাতের সার্বিক ঋণ চাহিদার কথা বিবেচনা করে সংস্থার অনুকূলে ঋণ-গ্রহীতাদের বন্ধকীকৃত অব্যবহৃত জমি পরিবারের অন্যান্য সদস্যের নামে অবমুক্তিকরণ, একই পরিবারের একাধিক সদস্যের নামে পৃথকভাবে ঋণ প্রদান, পুরানো ঋণ সমন্বয়ের মাধ্যমে সমন্বিত ঋণ এবং দুই ধরনের ঋণের পরিবর্তে ছয় ধরনের গৃহ নির্মাণ ঋণ চালু করায় আলোচ্য বছরে ঋণের উপরোক্ত সম্প্রসারণ ঘটে। আলোচ্য বছরে সংস্থা ৩,৩১০টি ঋণ দরখাস্তের বিপরীতে মোট ৩২৩.৪৭ কোটি টাকা ঋণ মঞ্জুর করে, যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় শতকরা ৩৬.০ ভাগ বেশী।

৬.২। ১৯৯৪-৯৫ সালে গৃহ নির্মাণ ঋণদান সংস্থা মোট ১০৯.৪৯ কোটি টাকার ঋণ আদায় করে, যা পূর্ববর্তী বছরে আদায়কৃত ১০৪.০০ কোটি টাকার তুলনায় ৫.৪৯ কোটি টাকা বা শতকরা ৫.৩ ভাগ বেশী। ১৯৯৫ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত গৃহ নির্মাণ ঋণদান সংস্থার বকেয়াসহ ঋণের স্থিতি (সুদসহ) দাঁড়ায় ১,৯৩৯.৭১ কোটি টাকা, পূর্ববর্তী বছরে যার পরিমাণ ছিল ১,৬৯০.৯৭ কোটি টাকা। ১৯৯৫ সালের ৩০শে জুনে এ সংস্থার মেয়াদোত্তীর্ণ (Overdue) ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৬৬.১৭ কোটি টাকা বা মোট ঋণের স্থিতির শতকরা ৮.৫ ভাগ। ১৯৯৪ সালের ৩০শে জুনে এর পরিমাণ ছিল ১৮০.৬৬ কোটি টাকা বা উক্ত তারিখে মোট ঋণের স্থিতির শতকরা ১০.৭ ভাগ।

৬.৩। ঋণ প্রদান ও আদায় কার্যক্রম জোরদার ও সংহত করার জন্য সংস্থা আলোচ্য বছরে নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করেছে ঃ

ক) সংস্থা দুই ধরনের ঋণের স্থলে ছয় ধরনের গৃহ নির্মাণ ঋণ চালু করেছে। যথা-(১) সাধারণ ঋণঃ একক বা যৌথ নামে (স্বামী/স্ত্রীর জন্য ঋণ); (২) গ্রুপ ঋণঃ একাধিক ব্যক্তির মালিকানাধীন প্লটে ফ্ল্যাট-ভিত্তিক ঋণ; (৩) ফ্ল্যাট/এ্যাপার্টমেন্ট ঋণঃ নির্মীয়মাণ ফ্ল্যাট/এ্যাপার্টমেন্ট কেনার জন্য ঋণ; (৪) সমন্বিত ঋণঃ পুরানো ঋণগ্রহীতাদের পূর্বের ঋণ সম্পূর্ণ সমন্বয়পূর্বক বাড়ীর অনির্মিত কাজ সম্পন্ন এবং নির্মিত বাড়ীর মেরামত বা সংস্কারের জন্য ঋণ; (৫) ছোট ছোট ইউনিট বিশিষ্ট বহুতল ভবন নির্মাণের জন্য ঋণ (প্রতি ইউনিট সর্বোচ্চ ১০০০ বর্গফুট) এবং (৬) সেমিপাকা বাড়ীর জন্য ঋণ।

খ) ১লা জুলাই, ১৯৯৪ হতে ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরীর জন্য ঋণের সুদের হার হ্রাস করে ১২% ও অন্যান্য শহরের জন্য ১০% করা হয় এবং পরিশোধের মেয়াদ ১৮ বছর হতে ২০ বছরে উন্নীত করা হয়।

গ) নতুন আবেদনকারীকে গৃহ নির্মাণ ঋণ সংক্রান্ত যাবতীয় পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্যে সংস্থার সদর দফতরে একটি "পরামর্শ কেন্দ্র" এবং ঋণ আদায় সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে পরামর্শ দেয়ার জন্য একটি "গ্রাহক সেবা শাখা" খোলা হয়েছে।

ঘ) সংস্থার ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বৃদ্ধি ও গ্রাহক সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে ঢাকাস্থ দু'টি জোনকে চারটি জোনে পুনর্গঠিত করা হয়।

স সংশোধিত।

ডিবেঞ্চার বিক্রির মাধ্যমে গৃহ নির্মাণ ঋণদান সংস্থার অর্থ সংগ্রহ

৬.৪ । ১৯৭৩ সাল থেকে ১৯৯৫ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংক, বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ এবং সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের নিকট ডিবেঞ্চার বিক্রির মাধ্যমে গৃহ নির্মাণ ঋণদান সংস্থা মোট ১,৭৬২.০০ কোটি টাকা সংগ্রহ করে। এর মধ্যে, ৯১.২৫ কোটি টাকা পরিশোধ করায় ১৯৯৫ সালের ৩০শে জুনে স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ১,৬৭০.৭৫ কোটি টাকা। ১৯৯৫ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত গৃহ নির্মাণ ঋণদান সংস্থার ডিবেঞ্চারে বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থ যোগানের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের ৯৬৮.৮৫ কোটি টাকায় অপরিবর্তিত থাকে।

তফসিলী ব্যাংকসমূহ কর্তৃক গৃহ নির্মাণে অর্থসংস্থান

৬.৫ । আবাসিক গৃহ ও বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের জন্য তফসিলী ব্যাংকসমূহের ঋণ কার্যক্রম ১৯৯৪-৯৫ সালেও অব্যাহত থাকে। ১৯৯৫ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত তফসিলী ব্যাংকসমূহ কর্তৃক গৃহ নির্মাণ খাতে প্রদত্ত বকেয়া ঋণের স্থিতির পরিমাণ ১,২০০.৯০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়, পূর্ববর্তী বছরের জুন শেষে যার পরিমাণ ছিল ৯৪৪.৭০ কোটি টাকা। একই তারিখে রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের গৃহায়ণ খাতে বকেয়া ঋণের স্থিতি ৯৮৯.৮০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়, পূর্ববর্তী বছরের জুন শেষে যার পরিমাণ ছিল ৬৩১.৭০ কোটি টাকা। ১৯৯৫ সালের জুন শেষে বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের গৃহায়ণ খাতে বকেয়া ঋণের স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ২৫৭.৩০ কোটি টাকা, পূর্ববর্তী বছরের জুন শেষে যার পরিমাণ ছিল ২৮৮.০০ কোটি টাকা। বাংলাদেশে কার্যরত বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের উক্ত খাতে বকেয়া ঋণের স্থিতির পরিমাণ ১৯৯৫ সালের ৩০শে জুনে ১৯.৩০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়, পূর্ববর্তী বছরের জুন শেষে যার পরিমাণ ছিল ১০.৯০ কোটি টাকা। বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহের ১৯৯৫ সালের জুন শেষে একই খাতে বকেয়া স্থিতির পরিমাণ ছিল ২৪.৪০ কোটি টাকা, পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে যার পরিমাণ ছিল ১৪.১০ কোটি টাকা।

সরকারী অর্থসংস্থান

জাতীয় বাজেট ও রাজস্বনীতির মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ

৭.১। ১৯৯৪-৯৫ সালের বাজেট অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণ এবং দারিদ্র্য বিমোচনের মধ্য মেয়াদী কৌশলকে সামনে রেখে প্রণয়ন করা হয়। আলোচ্য বছরের বাজেটের উদ্দেশ্যসমূহর মধ্যে রয়েছে ঃ জিডিপি'র শতকরা ৬ ভাগ প্রবৃদ্ধি অর্জন, মূল্যস্ফীতি এবং রাজস্ব ঘাটতি সীমিত রাখা, বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস, দেশীয় সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং স্বয়ম্ভরতা অর্জনে সহায়ক পদক্ষেপ গ্রহণ, অপচয় এবং অদক্ষতা দূরীকরণের লক্ষ্যে আর্থিক ও সরকারী খাতে সংস্কার কার্যক্রম সুসংহতকরণ, বৈদেশিক খাতকে টিকিয়ে রাখার শক্তি বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন ও অর্থনীতিকে প্রতিযোগিতামূলককরণ, মানব সম্পদ উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন প্রচেষ্টা জোরদারকরণ এবং উন্নয়ন কর্মকান্ডে মহিলাদের উৎসাহিতকরণ, অর্থনীতির বহির্মুখী ধারা সুসংহতকরণ এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধকরণ।

১৯৯৪-৯৫ সালের বাজেট

৭.২। ১৯৯৪-৯৫ সালে ১৩,৬৩৭.০০ কোটি টাকার রাজস্ব আয় ও ৯,৯৪৮.০০ কোটি টাকার রাজস্ব ব্যয় সম্বলিত ৩,৬৮৯.০০ কোটি টাকার উদ্বৃত্ত বাজেট প্রণয়ন করা হয়। পরবর্তীতে প্রধান প্রধান খাতসমূহ থেকে প্রাক্কলিত হিসাবের তুলনায় রাজস্ব প্রাপ্তি বৃদ্ধির ফলে সংশোধিত বাজেটে রাজস্ব আয় ৫৭৩.০০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১৪,২১০.০০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। অন্যদিকে, শিক্ষা খাত ও প্রতিরক্ষা খাতের মতো বড় খাতগুলো ছাড়াও বিচার ব্যবস্থা, রাজস্ব আদায় সম্পর্কিত কার্যক্রম, সচিবালয়, 'সাধারণ প্রশাসন, জনশৃংখলা ও নিরাপত্তা' (পুলিশ, বিডিআর ব্যতীত), পুলিশ, বিডিআর, প্রশাসন সংক্রান্ত সাধারণ কার্যক্রম, স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা, অবসর ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি, সমাজ ও সমাজ কল্যাণ কার্যক্রম, সাধারণ অর্থনৈতিক বিষয়াবলী, কৃষি ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ক কার্যক্রম ও পানি সম্পদ, ভর্তুকি, অভ্যন্তরীণ ঋণের উপর সুদ ও বৈদেশিক ঋণের উপর সুদ ইত্যাদি খাতসমূহে ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় রাজস্ব ব্যয় ৩৫২.০০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১০,৩০০.০০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। এসব খাতসমূহে রাজস্ব ব্যয় বৃদ্ধি সত্ত্বেও প্রধান প্রধান খাতসমূহ থেকে প্রাক্কলিত হিসাবের তুলনায় রাজস্ব প্রাপ্তি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধির ফলে সংশোধিত বাজেটে উদ্বৃত্তের পরিমাণ বাজেট উদ্বৃত্ত ৩,৬৮৯.০০ কোটি টাকার তুলনায় ২২১.০০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৩,৯১০.০০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

১৯৯৪-৯৫ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী

৭.৩। ১৯৯৪-৯৫ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর (এডিপি) জন্য ১১,০০০.০০ কোটি টাকা বাজেট ব্যয় বরাদ্দ করা হয়। পরবর্তীতে সংশোধিত বাজেটে তা ১৫০.০০ কোটি টাকা বা শতকরা ১.৪ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১১,১৫০.০০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। এ উন্নয়ন কর্মসূচীর অর্থায়নে সংশোধিত বাজেটে বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির পরিমাণ ৪৭৮.০০ কোটি টাকা বা শতকরা ৭.০ ভাগ হ্রাস পেয়ে ৬,৩৫২.০০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। অপরদিকে, সংশোধিত বাজেটে অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণের উৎসসমূহর মধ্যে বর্ধিত রাজস্ব উদ্বৃত্ত, ব্যাংক ঋণ, মূলধন হিসাব, টি এন্ড টি বন্ড এবং স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন থেকে যথাক্রমে ৩,৯১০.০০ কোটি টাকা, ৪৭০.০০ কোটি টাকা, ৪০২.০০ কোটি টাকা, ২৩৫.০০ কোটি টাকা এবং ১৮২.০০ কোটি টাকা অর্থাৎ সর্বমোট ৫,১৯৯.০০ কোটি টাকা সংগৃহীত হয়। অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে প্রাপ্ত সম্পদ থেকে ২৬৪.০০ কোটি টাকা খাদ্য বাজেট এবং ১৩৭.০০ কোটি টাকা কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর জন্য স্থানান্তর করায় সংশোধিত উন্নয়ন কর্মসূচীতে নীট্ অভ্যন্তরীণ অর্থসংস্থান ৪,৭৯৮.০০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। রাজস্ব ও মূলধন বাজেট সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত পরিশিষ্টের ৩ নম্বর সারণীতে দেয়া হয়েছে।

১৯৯৫-৯৬ সালের বাজেট

৭.৪। ১৯৯৫-৯৬ সালের বিদ্যমান করের ভিত্তিতে বাজেটে ১৫,৪৫০.০০ কোটি টাকার রাজস্ব আয় এবং ১১,০৭০.০০ কোটি টাকার রাজস্ব ব্যয় ধরে ৪,৩৮০.০০ কোটি টাকার উদ্বৃত্ত দেখানো হয়েছে। আলোচ্য বাজেটে কর এবং কর বহির্ভূত উৎস থেকে প্রাক্কলিত আয়ের পরিমাণ ধরা হয়েছে যথাক্রমে ১২,২০৫.০০ কোটি টাকা এবং ৩,২৪৫.০০ কোটি টাকা। আলোচ্য বাজেটে কর খাতে প্রধান প্রাপ্তির উৎসসমূহর মধ্যে রয়েছে ঃ আমদানী-রপ্তানী শুল্ক ৪,০৭০.০০ কোটি টাকা, মূল্য সংযোজন কর ৩,৬২৯.০০ কোটি টাকা, আয়কর ১,৬৩৫.০০ কোটি টাকা, সম্পূরক শুল্ক ১,৫৮৫.০০ কোটি টাকা, নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প ৪৫০.০০ কোটি টাকা, আবগারী শুল্ক ২০০.০০ কোটি টাকা এবং অন্যান্য কর ও শুল্ক ১৮১.০০ কোটি টাকা। কর বহির্ভূত প্রধান প্রাপ্তির উৎসসমূহর মধ্যে রয়েছে ঃ তার ও টেলিফোন বোর্ড (নীট্) ৭৫০.০০ কোটি টাকা, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহর লভ্যাংশ ৫৫৭.০০ কোটি টাকা, সুদ আয় ৪৫০.০০ কোটি টাকা, কর ব্যতীত অন্যান্য প্রাপ্তি ৪২৫.০০ কোটি টাকা, অর্থনৈতিক কার্যক্রম ৩২১.০০ কোটি টাকা, সাধারণ প্রশাসন এবং অন্যান্য কার্যক্রম ২৫১.০০ কোটি টাকা, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহর লভ্যাংশ ২৫০.০০ কোটি টাকা, সমাজ ও সমাজকল্যাণ কার্যক্রম ১২১.০০ কোটি টাকা এবং সম্পত্তি বিক্রয়লব্ধ প্রাপ্তি ১০০.০০ কোটি টাকা। আলোচ্য বাজেটে মোট রাজস্ব ব্যয়ের মধ্যে সর্বাধিক বরাদ্দ দেয়া হয়েছে শিক্ষা খাতে ২,১৪৫.০০ কোটি টাকা, এর পরেই প্রতিরক্ষা খাতে ১,৯৩৫.০০ কোটি টাকা, সমাজ ও সমাজকল্যাণ কার্যক্রম ৯১২.০০ কোটি টাকা, স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ৭৫৩.০০ কোটি টাকা, বৈদেশিক ঋণের উপর সুদ ৬৫০.০০ কোটি টাকা, অভ্যন্তরীণ ঋণের উপর সুদ ৬৩৮.০০ কোটি টাকা, অবসর ভাতা\ও অন্যান্য সুবিধাদি ৫০৪.০০ কোটি টাকা, পুলিশ প্রশাসন ৪৯৫.০০ কোটি টাকা, কৃষি ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ক কার্যক্রম ও পানি সম্পদ ৪৮৯.০০ কোটি টাকা, 'সাধারণ প্রশাসন, জনশৃংখলা ও নিরাপত্তা' (পুলিশ, বিডিআর ব্যতীত) ৩১০.০০ কোটি টাকা, রাজস্ব আদায় সম্পর্কিত কার্যক্রম ৩০১.০০ কোটি টাকা, পরিবহন ও যোগাযোগ (রেলপথ, তার ও টেলিফোন এবং ডাক বিভাগ ব্যতীত) ২৭৫.০০ কোটি টাকা, প্রশাসন সংক্রান্ত সাধারণ কার্যক্রম ২৫৯.০০ কোটি টাকা, ভর্তুকি ২৫৬.০০ কোটি টাকা, বাংলাদেশ রাইফেলস ২৪২.০০ কোটি টাকা, অপ্রত্যাশিত ব্যয় ২০০.০০ কোটি টাকা, 'সাহায্য, মঞ্জুরী ও চাঁদা' ১৪৯.০০ কোটি টাকা, সরকারের অংগসমূহ ১১০.০০ কোটি টাকা, বৈদেশিক বিষয়াবলী ১০৫.০০ কোটি টাকা, সাধারণ অর্থনৈতিক বিষয়াবলী ১০২.০০ কোটি টাকা, সচিবালয় ৮৫.০০ কোটি টাকা এবং অন্যান্য খাতে ১৫৫.০০ কোটি টাকা।

৭.৫। ১৯৯৫-৯৬ সালের বাজেটের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহর মধ্যে রয়েছে ঃ মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি)-এর প্রবৃদ্ধির হার শতকরা ৬ ভাগের বেশী অর্জন, মুদ্রাস্ফীতি শতকরা ৪ ভাগে সীমিত রাখা, নতুন কোন করারোপ না করা, সর্বোচ্চ শুল্ক হার শতকরা ৬০ ভাগ থেকে হ্রাস করে শতকরা ৫০ ভাগে নির্ধারণ, দেশজ শিল্পকে উৎসাহ দানের লক্ষ্যে ১,০২৮টি পণ্যের বহিঃশুল্ক হার শতকরা ৩০ ভাগ থেকে কমিয়ে শতকরা ২২.৫ ভাগে নির্ধারণ, ফ্রিজ, টেলিভিশনসহ বেশ কয়েকটি নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের শুল্ক হ্রাস, কৃষি ও সেচ কার্যে ব্যবহৃত শক্তিচালিত পাম্প, অ-গভীর নলকূপ ও গভীর নলকূপের বহিঃশুল্ক সম্পূর্ণ প্রত্যাহার, শিল্পসমূহর কর অবকাশ সুবিধা ২০০০ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত সম্প্রসারণ, বোনাস শেয়ার ছাড়া সকল ধরনের শেয়ারের ক্ষেত্রে মূলধনী লাভের উপর কর রেয়াত প্রদানের ব্যবস্থা, পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানী এবং ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহর কর্পোরেট ট্যাক্স হ্রাস, বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আরো উদারীকরণ, এডিপি'র ব্যয় বরাদ্দের শতকরা ৪০ ভাগ অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে আহরণ এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ সামাজিক খাতে ব্যয় বৃদ্ধিকরণ।

১৯৯৫-৯৬ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী

৭.৬। ১৯৯৫-৯৬ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি)-এর জন্য প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে

১২,১০০.০০ কোটি টাকা, যা ১৯৯৪-৯৫ সালের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী ১১,১৫০.০০ কোটি টাকার তুলনায় ৯৫০.০০ কোটি টাকা বা শতকরা ৮.৫ ভাগ বেশী। মোট ব্যয়ের প্রধান প্রধান খাত ভিত্তিক বরাদ্দ হ'ল ঃ পরিবহন ২,৩১৯.০০ কোটি টাকা (শতকরা ১৯.২ ভাগ), শিক্ষা ও ধর্ম ১,৬০৫.২৯ কোটি টাকা (শতকরা ১৩.৩ ভাগ), বিদ্যুৎ ১,২৬০.০০ কোটি টাকা (শতকরা ১০.৪ ভাগ), বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি সম্পদ ৮৯২.০০ কোটি টাকা (শতকরা ৭.৪ ভাগ), পল্লী উন্নয়ন ৮৪১.০০ কোটি টাকা (শতকরা ৭.০ ভাগ), কৃষি ৬৯১.০০ কোটি টাকা (শতকরা ৫.৭ ভাগ), ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ ৬৭৪.০০ কোটি টাকা (শতকরা ৫.৬ ভাগ), তেল, গ্যাস এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ৫৫৯.০০ কোটি টাকা (শতকরা ৪.৬ ভাগ), যোগাযোগ ৫৪৬.০০ কোটি টাকা (শতকরা ৪.৫ ভাগ), জনসংখ্যা ও পরিবার পরিকল্পনা ৫২০.০০ কোটি টাকা (শতকরা ৪.৩ ভাগ), স্বাস্থ্য ৪৬৬.০০ কোটি টাকা (শতকরা ৩.৮ ভাগ), জনপ্রশাসন ৩০৩.০০ কোটি টাকা (শতকরা ২.৫ ভাগ), থানাসমূহর জন্য উন্নয়ন সহায়তা ২০০.০০ কোটি টাকা (শতকরা ১.৬ ভাগ), সমাজকল্যাণ, মহিলা বিষয়ক ও যুব উন্নয়ন ১৭৮.০০ কোটি টাকা (শতকরা ১.৫ ভাগ), শিল্প ১৬৫.২৭ কোটি টাকা (শতকরা ১.৪ ভাগ), পৌরসভাসমূহর জন্য উন্নয়ন সহায়তা ১৫০.০০ কোটি টাকা (শতকরা ১.২ ভাগ), বিভিন্ন সেক্টরের জন্য থোক বরাদ্দ ১৪২.৪৪ কোটি টাকা (শতকরা ১.২ ভাগ), চারটি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের জন্য থোক বরাদ্দ ১২০.০০ কোটি টাকা (শতকরা ১.০ ভাগ) এবং অন্যান্য খাতে মোট বরাদ্দের পরিমাণ ৪৬৮.০০ কোটি টাকা (শতকরা ৩.৮ ভাগ)। ১৯৯৫-৯৬ সালে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ ধরা হয়েছে ৭,২২৩.০০ কোটি টাকা বা মোট বরাদ্দের শতকরা ৫৯.৭ ভাগ। পূর্ববর্তী বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে এর পরিমাণ ছিল ৬,৩৫২.০০ কোটি টাকা বা মোট বরাদ্দের শতকরা ৫৭.০ ভাগ।

সরকারের ঋণ

শতকরা ৯ ভাগ সুদযুক্ত বাংলাদেশ সরকারের ঋণ - ২০০২

৭.৭। বার্ষিক শতকরা ৯ ভাগ সুদযুক্ত বাংলাদেশ সরকারের ঋণ- ২০০২ এর স্থিতির পরিমাণ ১৯৯৫ সালের জুন শেষে পূর্ববর্তী বছরের ৬৩.৭৫ কোটি টাকায় অপরিবর্তিত থাকে।

শতকরা ৭ ভাগ সুদযুক্ত অ-ব্যাংক ট্রেজারী বিল

৭.৮। বার্ষিক শতকরা ৭ ভাগ সুদযুক্ত 'অ-ব্যাংক ট্রেজারী বিল' সরকার ১৮ই ডিসেম্বর, ১৯৯৪ তারিখ থেকে বিক্রয় বন্ধ করায় ৩০শে জুন, ১৯৯৫ তারিখে এ বিলের কোন স্থিতি নেই। ১৯৯৪ সালের ৩০শে জুনে এর স্থিতির পরিমাণ ছিল ৩৮৭.৩৭ কোটি টাকা।

ব্যাংক বহির্ভূত বিনিয়োগকারীদের জন্য "ন্যাশনাল বন্ড"

৭.৯। ব্যাংক বহির্ভূত বিনিয়োগকারীদের জন্য মেয়াদোত্তীর্ণ "ন্যাশনাল বন্ড" এর স্থিতির পরিমাণ ১৯৯৫ সালের ৩০শে জুনে পূর্ববর্তী বছরের ০.৪২ কোটি টাকায় অপরিবর্তিত থাকে।

শতকরা ৫ ভাগ সুদযুক্ত "ইনকাম ট্যাক্স বন্ড"

৭.১০। বাংলাদেশী নাগরিক ও সংস্থা কর্তৃক ধারণকৃত সাবেক পাকিস্তান সরকারের শতকরা ৫ ভাগ সুদযুক্ত পুনঃবৈধকরণকৃত "ইনকাম ট্যাক্স বন্ড" এর স্থিতির পরিমাণ ১৯৯৫ সালের জুন শেষে পূর্ববর্তী বছরের ০.৭৬ কোটি টাকায় অপরিবর্তিত থাকে।

জিপি নোট/স্টক সার্টিফিকেট

৭.১১। বাংলাদেশী নাগরিক ও সংস্থার কাছে মূল্য পরিশোধের জন্য অপেক্ষমাণ সাবেক পাকিস্তান ও তার প্রাদেশিক সরকার প্রবর্তিত এবং বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক দায় স্বীকৃত শতকরা ৫ ভাগ সুদযুক্ত প্রতিরক্ষা বন্ডসহ জিপি নোট/স্টক সার্টিফিকেট এর স্থিতির পরিমাণ ১৯৯৫ সালের ৩০শে জুনে পূর্ববর্তী বছরের ৩০শে জুনের ২.২৯ কোটি টাকায় অপরিবর্তিত থাকে।

শতকরা ৫ ভাগ সুদযুক্ত "নন-নেগোশিয়েবল বন্ড"

৭.১২। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের সাবেক শেয়ার মালিকদের ক্ষতিপূরণ হিসেবে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত শতকরা ৫ ভাগ সুদযুক্ত "নন-নেগোশিয়েবল বন্ড" এর স্থিতির পরিমাণ ১৯৯৫ সালের ৩০শে জুনে পূর্ববর্তী বছরের ০.৪০ কোটি টাকায় অপরিবর্তিত থাকে।

শতকরা ৮ ভাগ সুদযুক্ত "সেভিংস বন্ড"

৭.১৩। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ১০০ টাকা অচল ঘোষিত নোটের বিপরীতে ইস্যুকৃত শতকরা ৮ ভাগ সুদযুক্ত "সেভিংস বন্ড" এর স্থিতির পরিমাণ ১৯৯৫ সালের ৩০শে জুনে ১৯৯৪ সালের জুন শেষের ০.১১ কোটি টাকায় অপরিবর্তিত থাকে।

২ বছর মেয়াদী বিশেষ ট্রেজারী বন্ড

৭.১৪। ২ বছর মেয়াদী বিশেষ ট্রেজারী বন্ডের বিপরীতে সরকার কর্তৃক গৃহীত ঋণের বকেয়া স্থিতি ১৯৯৫ সালের ৩০শে জুনে পূর্ববর্তী বছরের ০.৯৩ কোটি টাকায় অপরিবর্তিত থাকে।

১৫ বছর মেয়াদী বিশেষ ট্রেজারী বন্ড

৭.১৫। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহর কু ও মন্দ ঋণের বিপরীতে সঞ্চিতির ঘাটতি মেটানো ও পুনঃমূলধনীকরণের লক্ষ্যে সরকার শতকরা ৭.৫ ভাগ সুদযুক্ত ১৫ বছর মেয়াদী ১,৭২৯.১৩ কোটি টাকার বিশেষ ট্রেজারী বন্ড ইস্যু করেন, যা ৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৯০ থেকে কার্যকর হয়েছে। পরবর্তীতে এ বন্ডের সুদের হার কমিয়ে ৯ই মার্চ, ১৯৯৩ তারিখে শতকরা ৫.০ ভাগে পুনঃনির্ধারণ করা হয়। ৩০শে জুন, ১৯৯৫ তারিখে এ বন্ডের স্থিতি ১,৭২৯.১৩ কোটি টাকায় অপরিবর্তিত রয়েছে।

শতকরা ৫ ভাগ সুদযুক্ত ২ বছর মেয়াদী ট্রেজারী বন্ড-১৯৯৫

৭.১৬। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক, বাংলাদেশ গৃহ নির্মাণ ঋণদান সংস্থা এবং রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের বিনিয়োগযোগ্য তহবিলে সহায়তাদানের লক্ষ্যে তাদের অনুকূলে ১৯৯৩ সালের ১৫ই জুলাই শতকরা ৫ ভাগ সুদযুক্ত ২ বছর মেয়াদী ১৫০.০০ কোটি টাকার ট্রেজারী বন্ড ইস্যু করা হয়। ১৯৯৫ সালের ৩০শে জুনে উক্ত ট্রেজারী বন্ডের স্থিতির পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের ১৫০.০০ কোটি টাকায় অপরিবর্তিত থাকে।

শতকরা ৫ ভাগ সুদযুক্ত ৩ বছর মেয়াদী (টি এন্ড টি) ট্রেজারী বন্ড-১৯৯৬

৭.১৭। ১,৩০,০০০ ডিজিটাল টেলিফোন লাইন স্থাপনের জন্য অর্থায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন ব্যাংকের অনুকূলে ১৯৯৩ সালের ২৯শে ডিসেম্বর 'শতকরা ৫ ভাগ সুদযুক্ত ৩ বছর মেয়াদী (টি এন্ড টি) ট্রেজারী বন্ড-১৯৯৬' ইস্যু করা হয়। উক্ত বন্ডের স্থিতির পরিমাণ ১৯৯৫ সালের ৩০শে জুনে পূর্ববর্তী বছরের ২৭৫.০০ কোটি টাকায় অপরিবর্তিত থাকে।

শতকরা ৫ ভাগ সুদযুক্ত ৩ বছর মেয়াদী (টি এন্ড টি) ট্রেজারী বন্ড-১৯৯৭

৭.১৮। ১,৩০,০০০ ডিজিটাল টেলিফোন লাইন স্থাপনের জন্য অর্থায়নের লক্ষ্যে ১৯৯৪ সালের ৭ই আগস্ট বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহর অনুকূলে 'শতকরা ৫ ভাগ সুদযুক্ত ৩ বছর মেয়াদী (টি এন্ড টি) ট্রেজারী বন্ড-১৯৯৭' নামে ৩৩৫.০০ কোটি টাকার ট্রেজারী বন্ড ইস্যু করা হয়। ১৯৯৫ সালের ৩০শে জুনে উক্ত বন্ডের স্থিতির পরিমাণ ৩৩৫.০০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

শতকরা ৫ ভাগ সুদযুক্ত ১৫ বছর মেয়াদী ট্রেজারী বন্ড-২০০৮

৭.১৯। সোনালী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক এবং রূপালী ব্যাংক লিঃ এর কৃষি ঋণ মওকুফজনিত ঘাটতি এবং মূলধন ও সঞ্চিতি খাতসমূহর ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে ১৯৯৩ সালের ১৬ই অক্টোবর তাদের অনুকূলে ৫০০.০০ কোটি টাকার শতকরা ৫ ভাগ সুদযুক্ত ১৫ বছর মেয়াদী ট্রেজারী বন্ড ইস্যু করা হয়। ১৯৯৫ সালের ৩০শে জুনে উক্ত বন্ডের স্থিতির পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের ৫০০.০০ কোটি টাকায় অপরিবর্তিত থাকে।

২৫ বছর মেয়াদী ট্রেজারী বন্ড-২০১৮

৭.২০। পাট খাতে প্রদত্ত ঋণ অবসায়নের বিপরীতে সহায়তাদানের লক্ষ্যে সোনালী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক, রূপালী ব্যাংক লিঃ, উত্তরা ব্যাংক লিঃ এবং পূবালী ব্যাংক লিঃ এর অনুকূলে ১৯৯৩ সালের ১লা নভেম্বর ৫৯৩.২৯ কোটি টাকার ২৫ বছর মেয়াদী ট্রেজারী বন্ড ইস্যু করা হয়। ১৯৯৪ সালের ৩০শে জুনের স্থিতি ৫৯০.৯৯* কোটি টাকা থেকে শতকরা ৫ ভাগ পরিশোধ করায় ১৯৯৫ সালের জুন শেষে স্থিতির পরিমাণ ৫৬১.৪৪ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

শতকরা ৫ ভাগ সুদযুক্ত ৩ বছর মেয়াদী (বি এস আর এস) ট্রেজারী বন্ড-১৯৯৭

৭.২১। বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থাকে পুনর্গঠন এবং লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরকরণের লক্ষ্যে ১৯৯৪ সালের ১৬ই এপ্রিল বিভিন্ন ব্যাংকের অনুকূলে ১৭৫.০০ কোটি টাকার শতকরা ৫ ভাগ সুদযুক্ত ৩ বছর মেয়াদী (বিএসআরএস) ট্রেজারী বন্ড ইস্যু করা হয়। ১৯৯৫ সালের ৩০শে জুনে এর স্থিতির পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের ১৭৫.০০ কোটি টাকায় অপরিবর্তিত থাকে।

সুদবিহীন ট্রেজারী বন্ড

৭.২২। পাট খাতে প্রদত্ত অন্তর্বর্তীকালীন চলতি মূলধনের লোকসান পুনর্ভরণের জন্য সোনালী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক, রূপালী ব্যাংক লিঃ এবং উত্তরা ব্যাংক লিঃ এর অনুকূলে ১৯৯৪ সালের ৩০শে জুনে ৫৫০.০০ কোটি টাকার সুদবিহীন ট্রেজারী বন্ড ইস্যু করা হয়। সরকার ২৪শে এপ্রিল, ১৯৯৫ তারিখে উক্ত বন্ড বাতিল করে উল্লেখিত ব্যাংকগুলোর অনুকূলে শতকরা ৭ ভাগ সুদযুক্ত ৩ বছর মেয়াদী ট্রেজারী বন্ড ১৯৯৬ ও ১৯৯৭ জারী করায় ১৯৯৫ সালের ৩০শে জুনে উক্ত বন্ডের কোন স্থিতি নেই।

* উত্তরা ব্যাংক লিঃ ও পূবালী ব্যাংক লিঃ এর অনুকূলে ইস্যুকৃত বন্ড থেকে ৩০শে জুন, ১৯৯৪ তারিখে যথাক্রমে ২.০১ কোটি টাকা এবং ০.২৯ কোটি টাকা প্রত্যাহার করা হয়।

সুদবিহীন ট্রেজারী বন্ড

৭.২৩। কৃষি ঋণ মওকুফজনিত ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এবং রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের অনুকূলে ১৯৯৪ সালের ৩০শে জুনে ৪০৯.০০ কোটি টাকার সুদবিহীন ট্রেজারী বন্ড ইস্যু করা হয়। উপরোক্ত বন্ডের ১৮৫.০০ কোটি টাকা পরিশোধিত হওয়ায় ১৯৯৫ সালের ৩০শে জুনে উক্ত বন্ডের স্থিতির পরিমাণ ২২৪.০০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

২৫ বছর মেয়াদী ট্রেজারী বন্ড-২০১৯

৭.২৪। পাট খাতে প্রদত্ত ঋণ অবসায়নের বিপরীতে সহায়তাদানের লক্ষ্যে সোনালী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক এবং রূপালী ব্যাংক লিঃ এর অনুকূলে ১৯৯৪ সালের ৩০শে জুনে ৪০৯.৮০ কোটি টাকার ২৫ বছর মেয়াদী ট্রেজারী বন্ড ইস্যু করা হয়। ১৯৯৫ সালের জুন শেষে উক্ত বন্ডের স্থিতির পরিমাণ ৪০৯.৮০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

শতকরা ৭ ভাগ সুদযুক্ত ৩ বছর মেয়াদী ট্রেজারী বন্ড - ১৯৯৬

৭.২৫। ১৯৯২-৯৩ সালে পাট খাতে প্রদত্ত অন্তর্বর্তীকালীন চলতি মূলধনের লোকসান পুনর্ভরণের জন্য সোনালী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক, রূপালী ব্যাংক লিঃ, উত্তরা ব্যাংক লিঃ ও পূবালী ব্যাংক লিঃ এর অনুকূলে শতকরা ৭ ভাগ সুদযুক্ত ২৮৫.৬০ কোটি টাকার ৩ বছর মেয়াদী ট্রেজারী বন্ড ২৯শে জুন, ১৯৯৫ তারিখে (১লা জুলাই, ১৯৯৩ থেকে কার্যকর) ইস্যু করা হয়। ১৯৯৫ সালের ৩০শে জুনে উক্ত বন্ডের স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ২৮৫.৬০ কোটি টাকা।

শতকরা ৭ ভাগ সুদযুক্ত ৩ বছর মেয়াদী ট্রেজারী বন্ড-১৯৯৭

৭.২৬। ১৯৯৩-৯৪ সালে পাট খাতে প্রদত্ত অন্তর্বর্তীকালীন চলতি মূলধনের লোকসান পুনর্ভরণের জন্য সোনালী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক, রূপালী ব্যাংক লিঃ ও উত্তরা ব্যাংক লিঃ এর অনুকূলে ২৮৫.২৬ কোটি টাকার শতকরা

৭ ভাগ সুদযুক্ত ৩ বছর মেয়াদী ট্রেজারী বন্ড ২৯শে জুন, ১৯৯৫ তারিখে (১লা জুলাই, ১৯৯৪ থেকে কার্যকর) ইস্যু করা হয়। ১৯৯৫ সালের ৩০শে জুনে উক্ত বন্ডের স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ২৮৫.২৬ কোটি টাকা।

শতকরা ৪ ভাগ সুদযুক্ত বিমান ট্রেজারী বন্ড-২০০০

৭.২৭। বাংলাদেশ বিমান কর্পোরেশনের ২টি এয়ার বাস ক্রয়ের জন্য অর্থায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ১৯৯৫ সালের ২৯শে জুনে ৫৭.০০ কোটি টাকার ট্রেজারী বন্ড ইস্যু করা হয়। ১৯৯৫ সালের ৩০শে জুনে উক্ত বন্ডের স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৫৭.০০ কোটি টাকা।

শতকরা ৭ ভাগ সুদযুক্ত ৩ বছর মেয়াদী স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহর ব্যাংক ঋণ বন্ড

৭.২৮। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের নিকট বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকের পাওনা ১৪২.৫৬ কোটি টাকা এবং ব্যক্তিমালিকানায় হস্তান্তরিত বস্ত্রকলসমূহর বিপরীতে বাংলাদেশ বস্ত্র কল কর্পোরেশনের ব্যাংক ঋণের ১০৩.২৪ কোটি টাকা পরিশোধের নিমিত্ত ২৯শে জুন, ১৯৯৫ তারিখে সোনালী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক, রূপালী ব্যাংক লিঃ, পূবালী ব্যাংক লিঃ এবং উত্তরা ব্যাংক লিঃ এর অনুকূলে শতকরা ৭ ভাগ সুদযুক্ত ৩ বছর মেয়াদী ২৪৫.৮০ কোটি টাকার উপরোক্ত বন্ড ইস্যু করা হয়। ১৯৯৫ সালের ৩০শে জুনে উক্ত বন্ডের স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ২৪৫.৮০ কোটি টাকা।

ওয়েজ আর্নার্স ডেভেলপমেন্ট বন্ড

৭.২৯। ১৯৯৫ সালের ৩০শে জুনে বিভিন্ন ব্যাংকের মাধ্যমে ওয়েজ আর্নার্স ডেভেলপমেন্ট বন্ডের নীট্ বিক্রয়ের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের ৩০শে জুনের তুলনায় ২০৭.৭২ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৬৬৫.৪৪ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। আলোচ্য বছরে উক্ত বন্ডের বিক্রয় এবং ভাংগানোর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২২৬.৩৯ কোটি টাকা এবং ১৮.৬৭ কোটি টাকা। ওয়েজ আর্নার্স ডেভেলপমেন্ট বন্ডের উপর সুদের হার স্থায়ী আমানতের উপর সুদের হারের চেয়ে অনেক বেশী হওয়ায় এবং ওয়েজ আর্নার্স ডেভেলপমেন্ট বন্ডের ব্যাপক প্রচারণাহেতু ওয়েজ আর্নারবৃন্দ কর্তৃক উক্ত বন্ডে অধিক হারে বিনিয়োগ করার আগ্রহবোধের কারণে বিগত বছরের তুলনায় আলোচ্য বছরে ওয়েজ আর্নার্স ডেভেলপমেন্ট বন্ডে বিনিয়োগ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

৮ বছর মেয়াদী প্রতিরক্ষা সঞ্চয়পত্র

৭.৩০। ব্যাংকিং সেক্টর, ডাকঘর ও সঞ্চয় ব্যুরোর মাধ্যমে প্রতিরক্ষা সঞ্চয়পত্রের সর্বমোট নীট্ বিক্রয়ের পরিমাণ জুন, ১৯৯৪ শেষের ১,৪৬৮.২৭[স] কোটি টাকা থেকে ৬৫৪.৫৩ কোটি টাকা বা শতকরা ৪৪.৬ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৫ সালের ৩০শে জুনে ২,১২২.৮০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৪-৯৫ সালে প্রতিরক্ষা সঞ্চয়পত্র বিক্রয় ও ভাংগানোর পরিমাণ যথাক্রমে ৭৮০.৩১ কোটি টাকা এবং ১২৫.৭৮ কোটি টাকা।

৬ বছর মেয়াদী বোনাস সঞ্চয়পত্র

৭.৩১। ব্যাংকিং সেক্টর, ডাকঘর ও সঞ্চয় ব্যুরোর মাধ্যমে বোনাস সঞ্চয়পত্রের স্থিতির পরিমাণ জুন, ১৯৯৪ শেষের ৫৬.৯৪ কোটি টাকা থেকে ১৮.৫৭ কোটি টাকা বা শতকরা ৩২.৬ ভাগ হ্রাস পেয়ে ১৯৯৫ সালের ৩০শে জুনে ৩৮.৩৭ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। আলোচ্য বছরে বোনাস সঞ্চয়পত্র ভাংগানোর পরিমাণ ১৮.৫৭ কোটি টাকা। উল্লেখ্য, বোনাস সঞ্চয়পত্রের বিক্রয় ৩রা জুন, ১৯৯২ তারিখ থেকে বন্ধ করে দেয়া হয়।

৫ বছর মেয়াদী বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র

৭.৩২। ব্যাংকিং সেক্টর, ডাকঘর ও সঞ্চয় ব্যুরোর মাধ্যমে ৫ বছর মেয়াদী বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্রের সর্বমোট নীট্ বিক্রয়ের পরিমাণ ১৯৯৪ সালের জুন শেষের ১,২১৮.৪৬[স] কোটি টাকা থেকে ৫৯১.৭৩ কোটি টাকা বা শতকরা ৪৮.৬ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে জুন, ১৯৯৫ শেষে ১,৮১০.১৯ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৪-৯৫ সালে ৫ বছর মেয়াদী বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র বিক্রয় ও ভাংগানোর পরিমাণ যথাক্রমে ৭১৮.৪৮ কোটি টাকা এবং ১২৬.৭৫ কোটি টাকা।

স সংশোধিত।

৩ বছর মেয়াদী সঞ্চয়পত্র

৭.৩৩। ব্যাংকিং সেক্টর, ডাকঘর ও সঞ্চয় ব্যুরোর মাধ্যমে ৩ বছর মেয়াদী সঞ্চয়পত্রের স্থিতির পরিমাণ জুন, ১৯৯৪ শেষের ৯৭৫.৭৬[স] কোটি টাকা থেকে ৪৭০.৯০ কোটি টাকা বা শতকরা ৪৮.৩ ভাগ হ্রাস পেয়ে ১৯৯৫ সালের ৩০শে জুনে ৫০৪.৮৬ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৪-৯৫ সালে ৩ বছর মেয়াদী সঞ্চয়পত্র ভাংগানোর পরিমাণ ৪৭০.৯০ কোটি টাকা। উল্লেখ্য, ১৯৯৩ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর হতে ৩ বছর মেয়াদী সঞ্চয়পত্রের বিক্রয় বন্ধ করে দেয়া হয়।

বাংলাদেশ প্রাইজবন্ড

৭.৩৪। ১০ টাকা মূল্যমানের প্রাইজবন্ডের সর্বমোট নীট্ বিক্রয়ের পরিমাণ জুন, ১৯৯৪ শেষের ১৭.৫৪ কোটি টাকা থেকে ০.৪৫ কোটি টাকা বা শতকরা ২.৬ ভাগ হ্রাস পেয়ে ১৯৯৫ সালের ৩০শে জুনে ১৭.০৯ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৪-৯৫ সালে ১০ টাকা মূল্যমানের প্রাইজবন্ডের বিক্রয় ও ভাংগানোর পরিমাণ যথাক্রমে ১০.৫২ কোটি টাকা এবং ১০.৯৭ কোটি টাকা। উল্লেখ্য, ১৯৭৪ সালে ১০ টাকা মূল্যমানের প্রাইজবন্ড চালুর পর থেকে ৩০শে জুন, ১৯৯৫ পর্যন্ত ৮৩টি সিরিজে একক ও অভিন্ন ড্র পদ্ধতিতে প্রতি দু'মাস অন্তর বন্ডের ১২২টি ড্র অনুষ্ঠিত হয়।

৭.৩৫। ৫০ টাকা মূল্যমানের প্রাইজবন্ডের সর্বমোট নীট্ বিক্রয়ের পরিমাণ জুন, ১৯৯৪ শেষের ৭৩.৬৭ কোটি টাকা থেকে ১৬.৭০ কোটি টাকা বা শতকরা ২২.৭ ভাগ হ্রাস পেয়ে ১৯৯৫ সালের ৩০শে জুনে ৫৬.৯৭ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। আলোচ্য বছরে ৫০ টাকা মূল্যমানের প্রাইজবন্ডের বিক্রয় ও ভাংগানোর পরিমাণ যথাক্রমে ১১.২৩ কোটি টাকা এবং ২৭.৯৩ কোটি টাকা। উল্লেখ্য, ১৯৮৫ সালে ৫০ টাকা মূল্যমানের প্রাইজবন্ড চালুর পর থেকে ১৯৯৫ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত ২৯টি সিরিজে একক ও অভিন্ন ড্র পদ্ধতিতে দু'মাস অন্তর এ বন্ডের ৫৭টি ড্র অনুষ্ঠিত হয়।

৭.৩৬। বাংলাদেশ প্রাইজবন্ডের ৫০ টাকা ও ১০ টাকা মূল্যমানের দু'টি সিরিজে নীট্ বিক্রয়ের পরিমাণ জুন, ১৯৯৪ শেষের ৯১.২১ কোটি টাকা থেকে ১৭.১৫ কোটি টাকা বা শতকরা ১৮.৮ ভাগ হ্রাস পেয়ে ১৯৯৫ সালের ৩০শে জুনে ৭৪.০৬ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

৩ বছর মেয়াদী জাতীয় বিনিয়োগ বন্ড

৭.৩৭। ১৯৯২ সালের ডিসেম্বরে চালুকৃত ৩ বছর মেয়াদী জাতীয় বিনিয়োগ বন্ডের ১৯৯৪-৯৫ সালে মোট বিক্রয়ের পরিমাণ 'ক' শ্রেণী ১৩৯.৩৩ কোটি টাকা এবং 'খ' শ্রেণী ১.৪৫ কোটি টাকা।

বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশী নাগরিকদের নিকট বিভিন্ন সঞ্চয়পত্র বিক্রয়

৭.৩৮। নভেম্বর, ১৯৭৯ ও অক্টোবর, ১৯৮০ থেকে যথাক্রমে সংযুক্ত আরব আমিরাত ও যুক্তরাজ্যে জনতা ব্যাংক ও সোনালী ব্যাংকের মাধ্যমে সঞ্চয়পত্র ও প্রাইজবন্ড বিক্রয়ের প্রথা চালু হয়। ১৯৯৫ সালের জুন শেষে উক্ত দেশসমূহর সঞ্চয়পত্র ও প্রাইজবন্ড বিক্রয়ের স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১.০২ লক্ষ টাকা এবং ৫.০৩ লক্ষ টাকা।

স সংশোধিত।

বহির্বাণিজ্য ও লেনদেন ভারসাম্য

বাণিজ্যের ভারসাম্য*

৮.১। ১৯৯৪-৯৫ সালে দেশের বহির্বাণিজ্যের ভারসাম্যে (দৃশ্যমান রপ্তানী-দৃশ্যমান আমদানী) ঘাটতির পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ৭০৪.০ মিলিয়ন ডলার (২,৮৫৭.৮ কোটি টাকা) বৃদ্ধি পেয়ে ২,৩৬১.০ মিলিয়ন ডলারে (৯,৫২৬.২ কোটি টাকা) দাঁড়ায়। আলোচ্য বছরে আমদানী ব্যয় ১,৬৪৩.০ মিলিয়ন ডলার বা শতকরা ৩৯.২ ভাগ বৃদ্ধি পায় এবং রপ্তানী আয় ৯৩৯.০ মিলিয়ন ডলার বা শতকরা ৩৭.১ ভাগ বৃদ্ধি পায়। আলোচ্য বছরে রপ্তানী আয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩,৪৭৩.০ মিলিয়ন ডলার। পক্ষান্তরে আমদানী ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫,৮৩৪.০ মিলিয়ন ডলার। ১৯৯৩-৯৪ সালে এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২,৫৩৪.০ মিলিয়ন ডলার ও ৪,১৯১.০ মিলিয়ন ডলার। বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্যের সার্বিক পরিস্থিতি পরিশিষ্টের ১১ নম্বর সারণীতে দেয়া হয়েছে।

আমদানী নীতি ও কর্মসূচী

৮.২। সার্বিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সাথে সংগতি রেখে একটি উদার, সহজতর ও সময়োপযোগী নীতি প্রবর্তনের লক্ষ্যে দেশের দ্বিতীয় দ্বিবার্ষিক আমদানী নীতি ১৯৯৩-৯৫ প্রণয়ন করা হয়েছিল। আমদানী ব্যবস্থা সহজতর ও উদারভিত্তিক করার লক্ষ্যে দ্বিবার্ষিক আমদানী নীতি ১৯৯৩-৯৫ এর আওতায় ঘোষিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিম্নে দেয়া হ'ল ঃ

১। ভিন্নতরভাবে উল্লেখিত না হলে, নিয়ন্ত্রণ তালিকা বহির্ভূত যে কোন পণ্য অবাধে আমদানীযোগ্য হবে, তবে স্থানীয় কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে বিশেষ কোন পণ্যের আমদানী নিষিদ্ধ করা হলে সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পোষক/ট্যারিফ কমিশন সংশ্লিট প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্যের বিষয়টি কঠোরভাবে মনিটর করবে।

২। সরকারী খাতের আমদানীকারকদের অবাধে আমদানীযোগ্য কোন পণ্য আমদানীর জন্য কোন কর্তৃপক্ষের 'আর, ও, আর' (Right of Refusal) ভিত্তিক অনাপত্তি গ্রহণের প্রয়োজন নেই। তবে, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট অনুমোদিত প্রকল্পের জন্য নিষিদ্ধ/শর্তযুক্ত পণ্য আমদানীর ক্ষেত্রে আমদানী ও রপ্তানী প্রধান নিয়ন্ত্রকের অনুমতির প্রয়োজন হবে। অন্যভাবে নির্ধারণ করা না হলে, বেসরকারী খাতে আমদানীর জন্য পণ্য জাহাজীকরণের পূর্বে পরিদর্শন বাধ্যতামূলক হবে না।

৩। আমদানী লাইসেন্স প্রয়োজন হবে না। ঋণপত্র না খুলে এল, সি, এ ফরমের মাধ্যমে সাইট ড্রাফট অথবা ইউজেন্স বিলের ভিত্তিতে পুস্তক, জার্নাল, ম্যাগাজিন ও সাময়িকী এবং বাংলাদেশ থেকে মূল্য পরিশোধ করে বার্ষিক অনধিক ২,৫০০ মার্কিন ডলার মূল্যের যে কোন আমদানীযোগ্য পণ্য আমদানী করা যাবে।

৪। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বিধিবদ্ধ পদ্ধতির ভিত্তিতে বিলম্বিত মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে অথবা সরবরাহকারী ঋণের বিপরীতে মালামাল আমদানীযোগ্য হবে।

৫। ৩১-১০-৯৩ তারিখ পর্যন্ত খোলা ঋণপত্রের বিপরীতে ০.৭৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত এবং পরবর্তী সময়ে খোলা ঋণপত্রের বিপরীতে ১.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত মূল্যের পণ্য আমদানীর ক্ষেত্রে এল, সি, এ/পারমিট ফিস প্রদান করার প্রয়োজন হবে না।

৬। আমদানীকারক হিসেবে নিবন্ধিত নয় এমন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান শুধুমাত্র তাদের ব্যবহারের জন্য কোনরূপ অনুমতি ব্যতীত সর্বোচ্চ ২,০০০ মার্কিন ডলার পর্যন্ত আমদানীযোগ্য পণ্য নগদ বৈদেশিক মুদ্রায় আমদানী করতে পারবেন। ৫,০০০ মার্কিন ডলার পর্যন্ত পণ্য

* উৎস ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক ও রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো।

আমদানীর ক্ষেত্রে আঞ্চলিক আমদানী নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের এবং তদূর্ধ্ব পরিমাণ মূল্যের পণ্য আমদানীর ক্ষেত্রে প্রধান নিয়ন্ত্রকের পূর্বানুমতি গ্রহণ করতে হবে।

৭। আমদানী নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়াই প্রবাসী বাংলাদেশী পেশাজীবীগণ বিদেশে উপার্জিত নিজ অর্থ হতে নিজ পেশাগত কর্মের জন্য সরঞ্জাম ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি আমদানী করতে পারবেন।

৮। রপ্তানীমুখী শিল্প স্থাপনের উদ্দেশ্যে এবং দেশের অনুন্নত/স্বল্পোন্নত এলাকায় শিল্প কারখানা স্থাপনের জন্য মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ আমদানীর ক্ষেত্রে এল, সি, এ/আই,পি, ফিস সরাসরি শুল্ক কর্তৃপক্ষ মওকুফ করবেন।

৯। নিশ্চয়কৃত ও অপ্রত্যাহার-যোগ্য ঋণপত্রের ভিত্তিতে তৈরী পোশাক রপ্তানীর জন্য বন্ডেড-ওয়্যার-হাউজ পদ্ধতির অধীনে পরিচালিত স্বীকৃত তৈরী পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্রের বিপরীতে শুল্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণের কাঁচামাল ও মোড়ক সামগ্রী (নিয়ন্ত্রণ তালিকাভুক্ত পণ্যসহ) আমদানীর সুযোগ প্রদান করা হবে।

১০। তৈরী পোশাক রপ্তানী বৃদ্ধির লক্ষ্যে উক্ত শিল্পে মূল্য সংযোজনের ন্যূনতম হার নিম্নরূপভাবে সংশোধন করা হ'ল ঃ নীট্ পোশাক রপ্তানীর ক্ষেত্রে শতকরা ২৫ ভাগ; সকল নন-কোটা ক্যাটাগরির ওভেন পোশাকের ক্ষেত্রে শতকরা ২৫ ভাগ; কোটা ক্যাটাগরির প্রতি ডজন এফওবি ৪০ মার্কিন ডলার পর্যন্ত এবং তদূর্ধ্ব (কোন ক্রমেই ডজন প্রতি ১২ মার্কিন ডলারের কম নয়) মূল্যের ওভেন পোশাক উভয় ক্ষেত্রেই শতকরা ২৫ ভাগ; অধিকতর উচ্চ মূল্যের (প্রতি ডজন এফওবি মূল্য ৬০ মার্কিন ডলার বা তদূর্ধ্ব) পোশাক রপ্তানীর ক্ষেত্রে কোটা ও নন-কোটা অনুযায়ী শতকরা ২০ ভাগ ও শতকরা ১৫ ভাগ; সকল প্রকার সুয়েটার রপ্তানীর ক্ষেত্রে শতকরা ২৫ ভাগ এবং সকল প্রকার শিশু পোশাক রপ্তানীর ক্ষেত্রে শতকরা ২০ ভাগ এবং

১১। চিনি আমদানীর ব্যাপারে কোন এল, সি, এ প্রক্রিয়াকরণ ও ঋণপত্র প্রতিষ্ঠা করা যাবে না এবং পূর্বে প্রতিষ্ঠিত ঋণপত্রের মেয়াদ ও পণ্য জাহাজীকরণের সময়সীমা বর্ধন অথবা পণ্যের মূল্য বা পরিমাণও বৃদ্ধি করা যাবে না।

আমদানী ব্যয়@

৮.৩। ১৯৯৪-৯৫ সালে আমদানী ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৩,৪৫৪.৭ কোটি টাকা যা ১৯৯৩-৯৪

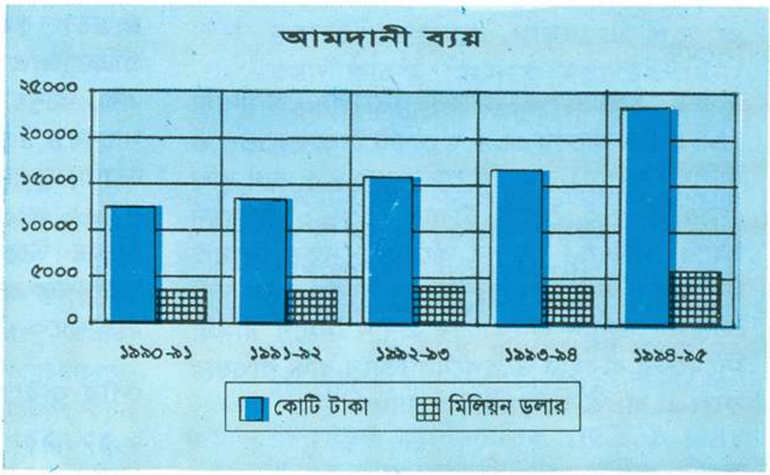

সালের আমদানী ব্যয় ১৬,৭৬৬.০ কোটি টাকার তুলনায় ৬,৬৮৮.৭ কোটি টাকা বা শতকরা ৩৯.৯* ভাগ বেশী। লেনদেনের প্রকার অনুযায়ী আলোচ্য বছরে নগদ, বিনিময় ও বিশেষ বাণিজ্য এবং ধার/ঋণ/অনুদানের আওতায় আমদানীর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৭,৮৪৫.৮ কোটি টাকা (শতকরা ৭৬.১ ভাগ), ১৩৫.০ কোটি টাকা (শতকরা ০.৬ ভাগ) এবং ৫,৪৭৩.৯ কোটি টাকা (শতকরা ২৩.৩ ভাগ)।

@ উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

* ডলারের হিসেবে আমদানী ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ৩৯.২ ভাগ।

প্রধান আমদানী পণ্যসমূহ*

খাদ্যশস্য

৮.৪। ১৯৯৪-৯৫ সালে খাদ্যশস্য আমদানী ১৯৯৩-৯৪ সালের ৬০৩.৩ কোটি টাকার (১৫১.০ মিলিয়ন ডলার) তুলনায় শতকরা ২১৭.২ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১,৯১৩.৫ কোটি টাকায় (৪৭৬.০ মিলিয়ন ডলার) দাঁড়ায়। মূলত প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত কারণে খাদ্য উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায় দেশে খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বর্ধিত খাদ্যশস্য আমদানীর প্রয়োজন হয়।

তেলবীজ ও ভোজ্যতেল

৮.৫। ১৯৯৪-৯৫ সালে তেলবীজ ও ভোজ্যতেল আমদানী ১৯৯৩-৯৪ সালের ৬২৪.৩ কোটি টাকার (১৫৭.০ মিলিয়ন ডলার) তুলনায় শতকরা ৯৩.০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১,২০৫.২ কোটি টাকায় (৩০০.০ মিলিয়ন ডলার) দাঁড়ায়।

সিমেন্ট

৮.৬। ১৯৯৪-৯৫ সালে সিমেন্ট আমদানী ১৯৯৩-৯৪ সালের ৩৯৯.২ কোটি টাকার (১০০.০ মিলিয়ন ডলার) তুলনায় শতকরা ১৬.৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৪৬৫.২ কোটি টাকায় (১১৬.০ মিলিয়ন ডলার) দাঁড়ায়। দেশের কয়েকটি নতুন সিমেন্ট কারখানায় উৎপাদন শুরু হওয়া সত্ত্বেও রাস্তা ঘাট তৈরীসহ উন্নয়ন কর্মকান্ডের প্রধান নির্মাণ সামগ্রী সিমেন্টের ব্যবহার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে এ বর্ধিত আমদানীর প্রয়োজন হয়।

অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম এবং পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য

৮.৭। ১৯৯৪-৯৫ সালে অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম এবং পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য আমদানী ১৯৯৩-৯৪ সালের ১,১৩৬.৮ কোটি টাকার (২৮৪.০ মিলিয়ন ডলার) তুলনায় শতকরা ৩৫.৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১,৫৩৯.৯ কোটি টাকায় (৩৮৩.০ মিলিয়ন ডলার) দাঁড়ায়। ১৯৯৪-৯৫ সালে এ খাতে উল্লেখযোগ্য হারে আমদানী বৃদ্ধি দেশের বর্ধিত অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের প্রতিফলন।

রাসায়নিক দ্রব্য

৮.৮। ১৯৯৪-৯৫ সালে রাসায়নিক দ্রব্যের আমদানী ১৯৯৩-৯৪ সালের ৫৭৬.৬ কোটি টাকার (১৪৪.০ মিলিয়ন ডলার) তুলনায় শতকরা ৮.১ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৬২৩.১ কোটি টাকায় (১৫৫.০ মিলিয়ন ডলার) দাঁড়ায়। রাসায়নিক দ্রব্যের বর্ধিত ব্যবহার দেশের শিল্প কর্মকান্ড বৃদ্ধির পরিচায়ক।

সার

৮.৯। ১৯৯৪-৯৫ সালে সার আমদানী ১৯৯৩-৯৪ সালের ৫৪০.১ কোটি টাকার (১৩৫.০ মিলিয়ন ডলার) তুলনায় শতকরা ৫.৭ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৫৭০.৯ কোটি টাকায় (১৪২.০ মিলিয়ন ডলার) দাঁড়ায়। দেশের কৃষি কর্মকান্ড উজ্জীবিত হওয়ার ফলে এ বর্ধিত সার আমদানীর প্রয়োজন হয়।

তুলা, সুতা, ডাইং ও টেক্সটাইল সামগ্রী

৮.১০। ১৯৯৪-৯৫ সালে ডাইং ও টেনিং প্রক্রিয়াজাতকরণ সামগ্রী, তুলা, সুতা ও টেক্সটাইল এবং আনুষঙ্গিক উপকরণ আমদানী ১৯৯৩-৯৪ সালের ৪,৪৬৯.৬ কোটি টাকার (১,১১৭.০ মিলিয়ন ডলার) তুলনায় শতকরা ২৬.৮ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৫,৬৬৯.২ কোটি টাকায় (১,৪১০.০ মিলিয়ন ডলার) দাঁড়ায়। উল্লেখ্য, উপরোক্ত দ্রব্যসমূহ মূলত পোশাক ও পোশাক সামগ্রী প্রস্তুতে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

লৌহ ও ইস্পাত

৮.১১। ১৯৯৪-৯৫ সালে লৌহ ও ইস্পাত আমদানী ১৯৯৩-৯৪ সালের ৫১৮.৭ কোটি টাকার (১৩০.০ মিলিয়ন ডলার) তুলনায় শতকরা ৫৯.৬ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৮২৮.১ কোটি টাকায় (২০৬.০ মিলিয়ন ডলার) দাঁড়ায়।

মূলধনী দ্রব্য

৮.১২। ১৯৯৪-৯৫ সালে মূলধনী দ্রব্য আমদানী ১৯৯৩-৯৪ সালের ৫,১৯৫.৯ কোটি টাকার (১,২৯৯.০ মিলিয়ন ডলার) তুলনায় ৩০.৬ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৬,৭৮৫.৮ কোটি টাকায় (১,৬৮৮.০ মিলিয়ন ডলার) দাঁড়ায়।

* উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

ইপিজেড-এর আমদানী

৮.১৩। ১৯৯৪-৯৫ সালে ইপিজেড-এর আমদানী ১৯৯৩-৯৪ সালের ৪৮৪.৪ কোটি টাকার (১২১.০ মিলিয়ন ডলার) তুলনায় উল্লেখযোগ্যহারে শতকরা ৬৩.৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৭৯১.৯ কোটি টাকায় (১৯৭.০ মিলিয়ন ডলার) দাঁড়ায়। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে নির্মাণাধীন ইপিজেড-এ বেশ কিছু প্রকল্পের মূলধনী দ্রব্য আমদানীর উপাত্ত এতে অন্তর্ভুক্ত। খাতওয়ারী আমদানী ব্যয়ের বিবরণ পরিশিষ্টের ১৩ নম্বর সারণীতে দেয়া হয়েছে।

৮.১৪। ১৯৯৪-৯৫ সালে প্রতিষ্ঠিত ঋণপত্রের* মূল্য দাঁড়ায় ২০,৮৯০.১সা কোটি টাকা যা পূর্ববর্তী বছরের প্রতিষ্ঠিত ঋণপত্রের মূল্য ১২,৬৮৫.৩ কোটি টাকা থেকে ৮,২০৪.৮ কোটি টাকা বা শতকরা ৬৪.৭ ভাগ বেশী। আলোচ্য বছরে প্রতিষ্ঠিত ঋণপত্রের খাতওয়ারী বন্টন হলঃ শিল্পখাত ৭,৪৯২.৫সা কোটি টাকা (শতকরা ৩৫.৯ ভাগ), বাণিজ্যিক খাত ১১,৭৫৩.৮সা কোটি টাকা (শতকরা ৫৬.৩ ভাগ) এবং পিওএল খাতে ১,৬৪৩.৮সা কোটি টাকা (শতকরা ৭.৮ ভাগ)।

রপ্তানী নীতি ও কর্মসূচী

৮.১৫। দেশের রপ্তানী আয় ও আমদানী ব্যয়ের মধ্যে বিদ্যমান ব্যবধান দ্রুত সংকোচন, রপ্তানী পণ্যের বহুমুখীকরণ, পণ্যের গুণগতমান উন্নয়নের মাধ্যমে অধিকতর বাজারোপযোগীকরণ, আগ্রহী উদ্যোক্তাগণকে রপ্তানীমুখী শিল্পপ্রতিষ্ঠায় আকৃষ্টকরণ, রপ্তানী বাজার সম্প্রসারণ, সুসংহতকরণ এবং নতুন বাজার সৃষ্টি ইত্যাদি লক্ষ্যকে সামনে রেখে দ্বিবার্ষিক রপ্তানী নীতি ১৯৯৩-৯৫ ঘোষণা করা হয়। দ্বিবার্ষিক রপ্তানী নীতি ১৯৯৩-৯৫ এর আওতায় গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপগুলো নিম্নে দেয়া হ'ল ঃ

১। বাণিজ্যিক মেলা ব্যতীত অন্যান্য সময়ে রপ্তানী পণ্যের নমুনা বিদেশে প্রেরণের ক্ষেত্রে বার্ষিক আর্থিক সীমা ১,৫০০ মার্কিন ডলারে বৃদ্ধিকরণ;

২। প্রতিযোগিতার স্বার্থে ইপিজেড (EPZ) বহির্ভূত শতকরা ১০০ ভাগ রপ্তানীমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে (সতর্কতামূলক ব্যবস্থা-ধীনে) শুল্কমুক্ত মূলধন যন্ত্রপাতি আমদানীর ক্ষেত্রে ইপিজেড-এ অবস্থিত শিল্পসমূহে প্রদত্ত অনুরূপ সুযোগ-সুবিধা প্রদান;

৩। দেশের স্থাপিত ফিনিশড্ চামড়াজাত পণ্য উৎপাদনকারী শিল্প উৎপাদন ক্ষমতার পরিপূর্ণ ব্যবহারের লক্ষ্যে কাঁচা চামড়া উৎপাদন ও রপ্তানীকারী প্রতিষ্ঠানকে যথাযথ ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদান সাপেক্ষে শুল্কমুক্তভাবে কাঁচা চামড়া আমদানীর সুযোগ প্রদান;

৪। তৈরী পোশাক, হোসিয়ারী পণ্য এবং বিশেষায়িত বস্ত্র রপ্তানীর অনুকূলে এফওবি মূল্যের শতকরা ১৫ ভাগ বিকল্প নগদ আর্থিক সুবিধা প্রদানের বিরাজমান ব্যবস্থার আওতায় তাঁত শিল্পজাত পণ্য রপ্তানীকে অন্তর্ভুক্তকরণ, নগদ আর্থিক সহায়তার পরিমাণ শতকরা ২৫ ভাগে উন্নীতকরণ এবং প্রত্যক্ষ রপ্তানীকারকদের পরিবর্তে পরোক্ষ রপ্তানীকারক হিসেবে বস্ত্র উৎপাদন/সরবরাহকারীদের অনুকূলে উক্ত সুবিধা প্রদান;

৫। হিমায়িত খাদ্য, চা ও চামড়া রপ্তানীর ক্ষেত্রে রপ্তানী ঋণ প্রাপ্তির জন্য ফার্ম কন্ট্রাক্ট/ঋণপত্র দাখিলের শর্ত শিথিলকরণের এবং চলতি মূলধনকে রপ্তানী ঋণ হিসেবে বিবেচনা করে রেয়াতী সুদ হারে পরিশোধের সময়সীমা ১৮০ দিনের পরিবর্তে ২৭০ দিনে বর্ধিতকরণ;

৬। সরকারের রপ্তানী-চালিত (Export-led) উন্নয়ন কৌশল গ্রহণের মাধ্যমে উদার বাজার অর্থনীতি প্রবর্তনের সুবিধার্থে টাকাকে সম্পূর্ণ রূপান্তরযোগ্যকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ;

৭। সরকার সৃষ্ট রপ্তানী উন্নয়ন তহবিলের সুবিধার আওতায় ক্র্যাশ প্রোগ্রামভুক্ত ১২টি পণ্যসহ অন্যান্য নতুন অপ্রচলিত পণ্যের উন্নয়ন, বহুমুখীকরণ, বাজার উপযোগীকরণ এবং বিপণন ক্ষেত্রে উৎপাদক/রপ্তানীকারকদের অনুকূলে সাহায্য/সহায়তা প্রদান;

৮। সিআইএস দেশসমূহে বাংলাদেশী পণ্যের রপ্তানীর সম্ভাবনা, বাজারের পরিধি ও পণ্যের

* উৎস ঃ আমদানী ও রপ্তানী প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর।
সা সাময়িক।

গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে প্রস্তাবিত ক্রেডিট লাইনটি ৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হতে বৃদ্ধি করে ২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে নির্ধারণ;

৯। দেশীয় শিল্পের স্বার্থে বিঘ্নের সৃষ্টি না হয় এরূপ পণ্য যথাঃ তৈরী পোশাক/বস্ত্র ব্যতীত অন্যান্য সকল পণ্যকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক . কেইস-টু-কেইস ভিত্তিতে দেশে পণ্য আমদানীপূর্বক অথবা সরাসরি এক দেশ থেকে অন্য দেশে পুনঃরপ্তানীর অনুমোদন প্রদান;

১০। অপ্রচলিত খাতের রপ্তানীকারকগণকে পণ্য জাহাজীকরণের পর বিশেষ রেয়াতী হারে অগ্নি ও নৌ-বীমা প্রিমিয়াম প্রদানের ব্যবস্থাকরণ;

১১। প্রচ্ছন্ন রপ্তানীর পরিধি ব্যাপক ভিত্তিক করে এর অধীনে রপ্তানী প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চলে পণ্য সরবরাহ এবং "টার্ণ কি" যথা-ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস কন্ট্রাক্ট, কনসালটিং সার্ভিসেস কন্ট্রাক্ট এবং বিভিন্ন কনস্ট্রাকশন কন্ট্রাক্টের ন্যায় "প্রকল্প রপ্তানী"-কে অন্তর্ভুক্তকরণ;

১২। দেশে রপ্তানীমুখী শিল্পের দ্রুত প্রসার এবং উদ্যোক্তাদেরকে অধিকতর উৎসাহ প্রদানকল্পে শিল্প নীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে ট্যাক্স হলিডে সুবিধা প্রদান এবং

১৩। রপ্তানী বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রতি বছর বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা আয়োজনের সরকারী সিদ্ধান্তগ্রহণ (উল্লেখ্য, ৭-৩০শে জানুয়ারী, ১৯৯৫ পর্যন্ত ঢাকায় প্রথম আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা অনুষ্ঠিত হয়)।

রপ্তানী আয়*

৮.১৬। ১৯৯৪-৯৫ সালে রপ্তানী আয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৩,৯২৮.৫ কোটি টাকা, যা ছিল ১৯৯৩-৯৪ সালে অর্জিত ১০,০৯৭.৬ কোটি টাকার তুলনায় ৩,৮৩০.৯ কোটি টাকা বা শতকরা ৩৭.৯@ ভাগ বেশী এবং নির্ধারিত বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা ১২,৪০০.০

কোটি টাকার (৩,১০০.০ মিলিয়ন ডলার) তুলনায় ১,৫২৮.৫ কোটি টাকা বা শতকরা ১২.৩ ভাগ বেশী। প্রধানতঃ তৈরী পোশাক, মৎস্য (হিমায়িত চিংড়িসহ) এবং চামড়া খাতসমূহ থেকে রপ্তানী আয়ের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির ফলেই আলোচ্য বছরে রপ্তানী আয় বৃদ্ধি পায়।

প্রধান রপ্তানী পণ্যসমূহ*

তৈরী পোশাক

৮.১৭। ১৯৯৪-৯৫ সালে তৈরী পোশাক (নিটওয়্যার ও হোসিয়ারী দ্রব্যসহ) রপ্তানী থেকে ৮,৯৫২.৯ কোটি টাকা (২,২৩২.১ মিলিয়ন ডলার) অর্জিত হয়, যা ১৯৯৩-৯৪ সালে অর্জিত ৬,১৯৯.৮ কোটি টাকার (১,৫৫৫.৮ মিলিয়ন ডলার) তুলনায় শতকরা ৪৪.৪ ভাগ বেশী। আলোচ্য বছরে বাংলাদেশের তৈরী পোশাকের প্রধান ক্রেতা দেশ ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইসিভুক্ত দেশসমূহ। বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানী পণ্য তৈরী পোশাক থেকে আলোচ্য বছরে মোট রপ্তানী আয়ের শতকরা ৬৪.৩ ভাগ অর্জিত হয়। ১৯৯৪-৯৫ সালে তৈরী পোশাক খাত থেকে এ আয় আলোচ্য বছরের এ খাতের লক্ষ্যমাত্রা ৭,৮২১.৫ কোটি টাকার (১,৯৫০.০ মিলিয়ন ডলার)

* উৎস ঃ রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো।

@ ডলারের হিসেবে রপ্তানী আয় বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ৩৭.১ ভাগ।

তুলনায় শতকরা ১৪.৫ ভাগ বেশী। বাংলাদেশের প্রস্তুতকৃত তৈরী পোশাকের (Readymade garments) গুণগত মানের উৎকর্ষ সম্পর্কে আমদানীকারকদের আস্থা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ার প্রেক্ষিতে বিদেশে বাংলাদেশের তৈরী পোশাকের চাহিদা ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়, যার ফলে এ খাতে বিপুল হারে রপ্তানী বৃদ্ধি পায়।

চামড়া

৮.১৮। ১৯৯৪-৯৫ সালে চামড়া (পাকা ও আধা-পাকা) রপ্তানী থেকে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ ১৯৯৩-৯৪ সালে অর্জিত ৬৭০.২ কোটি টাকার (১৬৮.২ মিলিয়ন ডলার) চেয়ে শতকরা ২০.৯ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৮১০.৫ কোটি টাকায় (২০২.১ মিলিয়ন ডলার) দাঁড়ায়। এ আয় আলোচ্য বছরে এ খাতে রপ্তানী আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ৮০২.২ কোটি টাকার (২০০.০ মিলিয়ন ডলার) তুলনায় শতকরা ১.০ ভাগ বেশী। উন্নত দেশগুলোতে অধিকতর উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহৃত হওয়ার প্রেক্ষিতে তারা পূর্বের ন্যায় কাঁচা চামড়া প্রক্রিয়াজাত (Leather Processing) করে না। তাছাড়া, বিশ্ব বাজারে বাংলাদেশী চামড়ার চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। উভয়বিধ কারণে আলোচ্য বছরে চামড়া রপ্তানী বৃদ্ধি পেয়েছে।

হিমায়িত খাদ্য

৮.১৯। হিমায়িত খাদ্য (মাছ ও চিংড়ি) রপ্তানী করে আলোচ্য বছরে মোট ১,২২৫.৯ কোটি টাকা (৩০৫.৬ মিলিয়ন ডলার) আয় হয় যা ১৯৯৩-৯৪ সালে অর্জিত ৮৮১.৮ কোটি টাকার (২২১.০ মিলিয়ন ডলার) তুলনায় শতকরা ৩৯.০ ভাগ বেশী। এ আয় আলোচ্য বছরে এ খাতে রপ্তানী আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ৯৬২.৬ কোটি টাকার (২৪০.০ মিলিয়ন ডলার) তুলনায় শতকরা ২৭.৪ ভাগ বেশী। সাম্প্রতিককালে আধা নিবিড় পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষের প্রসারের ফলে চিংড়ি উৎপাদনে যে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি এসেছে মূলত সে কারণেই হিমায়িত খাদ্য রপ্তানী খাতে দৃষ্টি আকর্ষণকারী উন্নতি সংঘটিত হয়েছে।

কাঁচা পাট

৮.২০। ১৯৯৪-৯৫ সালে ১৪.১ লাখ বেল কাঁচা পাট রপ্তানী থেকে আয় হয়েছে ৩১৮.৭ কোটি টাকা (৭৯.৫ মিলিয়ন ডলার) যা ১৯৯৩-৯৪ সালে ১০.১ লাখ বেল কাঁচা পাট রপ্তানী থেকে অর্জিত ২২৭.২ কোটি টাকা (৫৭.০ মিলিয়ন ডলার) এবং আলোচ্য বছরে এ খাতে রপ্তানী আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ২৪০.৭ কোটি টাকার (৬০.০ মিলিয়ন ডলার) তুলনায় যথাক্রমে শতকরা ৪০.৩ ভাগ ও শতকরা ৩২.৪ ভাগ বেশী। সাম্প্রতিককালে বিশ্ব জুড়ে সিনথেটিক দ্রব্য ব্যবহার পরিহার করার প্রবণতার প্রেক্ষিতে পাটজাত দ্রব্যের ব্যবহার বৃদ্ধির ফলে কাঁচা পাটের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া, আলোচ্য সময়কালে ভারতে পাট উৎপাদন আশানুরূপ না হওয়ায় ভারত কর্তৃক বাংলাদেশ থেকে পাট আমদানী ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। ফলে, আলোচ্য বছরে বাংলাদেশের কাঁচা পাট রপ্তানী বৃদ্ধি পেয়েছে।

পাটজাত দ্রব্য

৮.২১। ১৯৯৪-৯৫ সালে ৫.৪ লাখ টন পাটজাত দ্রব্য (কার্পেট ব্যতীত) রপ্তানী থেকে আয় হয়েছে ১,২৪৪.৮ কোটি টাকা (৩১০.৪ মিলিয়ন ডলার) যা ১৯৯৩-৯৪ সালে ৫.০ লাখ টন পাটজাত দ্রব্য রপ্তানী থেকে অর্জিত ১,০৮৩.৪ কোটি টাকার (২৭১.৯ মিলিয়ন ডলার) তুলনায় শতকরা ১৪.৯ ভাগ বেশী এবং ১৯৯৪-৯৫ সালের এ খাতে রপ্তানী আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ১,২৬৩.৫ কোটি টাকার (৩১৫.০ মিলিয়ন ডলার) তুলনায় শতকরা ১.৫ ভাগ কম। একই সময়কালে কার্পেট রপ্তানী থেকে আয় হয় ৩৩.৮ কোটি টাকা (৮.৪ মিলিয়ন ডলার) যা পূর্ববর্তী বছরে অর্জিত ৪৭.৫ কোটি টাকার (১১.৯ মিলিয়ন ডলার) তুলনায় শতকরা ২৮.৮ ভাগ কম। সিনথেটিক দ্রব্যের তুলনায় পাটজাত দ্রব্য ব্যবহারের প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়ায় পাটজাত দ্রব্য রপ্তানী বৃদ্ধি পেয়েছে।

চা

৮.২২। ১৯৯৪-৯৫ সালে ২৫.২ মিলিয়ন কেজি চা রপ্তানী থেকে আয় হয়েছে ১৩১.৫ কোটি টাকা (৩২.৮ মিলিয়ন ডলার) যা ১৯৯৩-৯৪ সালে রপ্তানীকৃত ২৭.৪ মিলিয়ন কেজি চা থেকে অর্জিত ১৫২.১ কোটি টাকার (৩৮.২ মিলিয়ন ডলার) তুলনায় শতকরা ১৩.৫ ভাগ কম, কিন্তু আলোচ্য বছরে এ খাতে রপ্তানী আয়ের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ১২০.৩ কোটি টাকার (৩০.০ মিলিয়ন ডলার) তুলনায় শতকরা ৯.৩ ভাগ বেশী।

হস্তশিল্পজাত দ্রব্য

৮.২৩। ১৯৯৪-৯৫ সালে হস্তশিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানী থেকে আয় হয় ২৫.৯ কোটি টাকা (৬.৫ মিলিয়ন ডলার) যা পূর্ববর্তী বছরে অর্জিত ২৯.২ কোটি টাকার (৭.৩ মিলিয়ন ডলার) তুলনায় শতকরা ১১.৩ ভাগ কম। প্রধান প্রধান খাতে রপ্তানী আয়ের বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্টের ১২ নম্বর সারণীতে দেয়া হয়েছে।

সেবা খাতের হিসাব*

৮.২৪। আলোচ্য বছরে সেবা খাতে নীট্ ঘাটতির পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের ৩৭.৫ কোটি টাকা (১০.০ মিলিয়ন ডলার) থেকে ৩৪২.৩ কোটি টাকা (৮৫.০ মিলিয়ন ডলার) বৃদ্ধি পেয়ে ৩৭৯.৮ কোটি টাকায় (৯৫.০ মিলিয়ন ডলার) দাঁড়ায়।

সার্বিক লেনদেন ভারসাম্য*

৮.২৫। ১৯৯৪-৯৫ সালে দেশের বৈদেশিক লেনদেনের সার্বিক ভারসাম্যে ১,৮৫২.২ কোটি টাকা (৪৬০.০ মিলিয়ন ডলার) উদ্বৃত্ত পরিলক্ষিত হয়। পূর্ববর্তী বছরে সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে ২,৮২৯.৮ কোটি টাকা (৭০৭.০ মিলিয়ন ডলার) উদ্বৃত্ত ছিল। অপরিশোধেয় বেসরকারী হস্তান্তর (Private Unrequited Transfers) খাতে নীট্ প্রাপ্তির পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের ৪,৯৮৪.৮ কোটি টাকা (১,২৪৭.০ মিলিয়ন ডলার) থেকে ৭৪৫.৫ কোটি টাকা (১৭৯.০ মিলিয়ন ডলার) বৃদ্ধি পেয়ে ৫,৭৩০.২ কোটি টাকায় (১,৪২৬.০ মিলিয়ন ডলার) দাঁড়ায়। নীট্ মূলধনের অন্তর্মুখী প্রবাহ ১৯৯৩-৯৪ সালের ৫,০৪৭.৭ কোটি টাকা (১,২৬২.০ মিলিয়ন ডলার) থেকে ৫৫৩.১ কোটি টাকা (১৩১.০ মিলিয়ন ডলার) বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৪-৯৫ সালে ৫,৬০০.৮ কোটি টাকায় (১,৩৯৩.০ মিলিয়ন ডলার) দাঁড়ায়। বহির্বাণিজ্য খাতে এবং সেবা খাতে ঘাটতি বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও নীট্ মূলধনের অন্তর্মুখী প্রবাহ বৃদ্ধি এবং অপরিশোধেয় বেসরকারী হস্তান্তর খাতে নীট্ প্রাপ্তি বৃদ্ধি পাওয়ায় আলোচ্য বছরে বৈদেশিক লেনদেনের সামগ্রিক ভারসাম্যে ৪৬০.০ মিলিয়ন ডলার উদ্বৃত্ত পরিলক্ষিত হয়। বহির্বাণিজ্য ও লেনদেন ভারসাম্যের বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্টের ১১ নম্বর সারণীতে দেয়া হয়েছে।

প্রবাসী বাংলাদেশীদের অর্থ প্রেরণ

৮.২৬। ১৯৯৪-৯৫ সালে বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ ১৯৯৩-৯৪ সালের ৪,৩৫৪.৯ কোটি টাকা (১,০৮৮.৮ মিলিয়ন ডলার) থেকে ৪৫৯.৫ কোটি টাকা (১০৮.৮ মিলিয়ন ডলার) বৃদ্ধি পেয়ে ৪,৮১৪.৪ কোটি টাকায় (১,১৯৭.৬ মিলিয়ন ডলার) দাঁড়ায়। আলোচ্য বছরে প্রবাসী বাংলাদেশী কর্তৃক প্রেরিত মোট অর্থের মধ্যে প্রধান পাঁচটি দেশ থেকে প্রেরিত অর্থের পরিমাণ নিম্নরূপ ঃ সৌদি আরব ১,৯১৭.২ কোটি টাকা (৪৭৬.৯ মিলিয়ন ডলার), কুয়েত ৬৬৪.৯ কোটি টাকা (১৬৫.৪ মিলিয়ন ডলার), সংযুক্ত আরব আমিরাত ৩২৭.২ কোটি টাকা (৮১.৪ মিলিয়ন ডলার), যুক্তরাষ্ট্র ৪৪৮.২ কোটি টাকা (১১১.৫ মিলিয়ন ডলার) ও ওমান ৩২৬.৮ কোটি টাকা (৮১.৩ মিলিয়ন ডলার)। বিগত কয়েক বছরে প্রবাসী বাংলাদেশীদের অর্থ প্রেরণের বিবরণ পরিশিষ্টের ১৭ নম্বর সারণীতে দেয়া হয়েছে।

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ

৮.২৭। ১৯৯৪-৯৫ সালে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশ

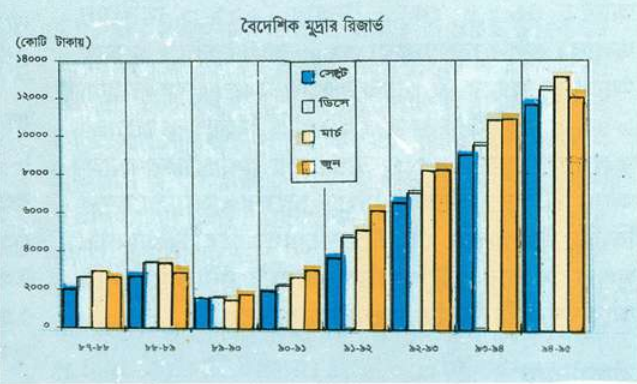

* উৎস ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

ব্যাংকের বিনিময়যোগ্য বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলে রক্ষিত রিজার্ভসহ) ১৯৯৪ সালের জুন শেষের ১১,১২৮.৯ কোটি টাকা (২,৭৬৫.০ মিলিয়ন ডলার) থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৫ সালের জুন শেষে ১২,৩০৮.৯ কোটি টাকায় (৩,০৭০.০ মিলিয়ন ডলার) দাঁড়ায়। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের বিবরণ পরিশিষ্টের ১৫ নম্বর সারণীতে দেয়া হয়েছে।

পণ্য-বাণিজ্য শর্ত

৮.২৮। ১৯৯৩-৯৪ সালের তুলনায় ১৯৯৪-৯৫ সালে রপ্তানী পণ্যের মূল্য সূচক অপরিবর্তিত থাকায় এবং আমদানী পণ্যের মূল্য সূচক শতকরা ৯.৫[সা] ভাগ বৃদ্ধি পাওয়ায় বাংলাদেশের পণ্য-বাণিজ্য শর্তে শতকরা ৮.৭[সা] ভাগ অবনতি ঘটে। পূর্ববর্তী বছরে পণ্য-বাণিজ্য শর্তে শতকরা ২.৭[স] ভাগ উন্নতি ঘটেছিল। বিগত কয়েক বছরের বাংলাদেশের পণ্য- বাণিজ্য শর্তের গতি ধারা ৮.১ নম্বর সারণীতে দেখানো হ'ল।

সারণী - ৮.১

পণ্য-বাণিজ্য শর্ত

(ভিত্তি ঃ ১৯৭৯-৮০ = ১০০)

বছর	রপ্তানী মূল্য সূচক (ক)	আমদানী মূল্য সূচক (খ)	পণ্য বাণিজ্য (গ)*
১	২	৩	৪
১৯৭৯-৮০	১০০.০	১০০.০	১০০.০
১৯৮০-৮১	৮৬.৮ (-১৩.২)	১১৩.৫ (১৩.৫)	৭৬.৫ (-২৩.৫)
১৯৮১-৮২	৭৪.৭ (-১৩.৯)	১১৮.৭ (৪.৬)	৬২.৯ (-১৭.৮)
১৯৮২-৮৩	৭৬.১ (১.৯)	১১২.৫ (-৫.২)	৬৭.৬ (৭.৫)
১৯৮৩-৮৪	৮৯.৮ (১৮.০)	১১০.৯ (-১.৪)	৮১.০ (১৯.৮)
১৯৮৪-৮৫	১০৮.৮ (২১.২)	১১০.৮ (-০.১)	৯৮.২ (২১.২)
১৯৮৫-৮৬	৭৮.৯ (-২৭.৫)	৯৮.৫ (-১১.১)	৮০.১ (-১৮.৪)
১৯৮৬-৮৭	৮১.৮ (৩.৭)	৮৯.৯ (-৮.৭)	৯১.০ (১৩.৬)
১৯৮৭-৮৮	৯৫.৭ (১৭.০)	৯১.৪ (১.৭)	১০৪.৭ (১৫.১)
১৯৮৮-৮৯	৯২.৬ (-৩.২)	৯৭.২ (৬.৩)	৯৫.৩ (-৯.০)
১৯৮৯-৯০	৯৫.৬ (৩.২)	১০৩.০ (৬.০)	৯২.৮ (-২.৬)
১৯৯০-৯১	১০১.৯ (৬.৬)	১০৭.৪ (৪.৩)	৯৪.৯ (২.৩)
১৯৯১-৯২	১০০.৪ (-১.৫)	১০৪.৪ (-২.৮)	৯৬.২ (১.৪)
১৯৯২-৯৩	১০৭.৩ (৬.৯)	১০৭.৮ (৩.৩)	৯৯.৬ (৩.৫)
১৯৯৩-৯৪[সা]	১১৩.৩[স] (৫.৬)	১১০.৮ (২.৮)[স]	১০২.৩[স] (২.৭)
১৯৯৪-৯৫[সা]	১১৩.৩ (০.০)	১২১.৩ (৯.৫)	৯৩.৪ (-৮.৭)

* পণ্য-বাণিজ্য শর্ত, $গ = \frac{ক}{খ} \times ১০০$ ।

উৎস ঃ পরিকল্পনা কমিশন।

নোট ঃ ১। বন্ধনীভুক্ত সংখ্যাসমূহ বার্ষিক পরিবর্তনের শতকরা হার নির্দেশক।

২। পণ্য-বাণিজ্য শর্তের রপ্তানী ও আমদানী মূল্য সূচকগুলোতে যথাক্রমে মোট রপ্তানী ও আমদানী মূল্যের শতকরা ৮৬ ভাগ ও শতকরা ৬৩ ভাগ মূল্য ১৯৯৩-৯৪ সালে এবং শতকরা ৯১ ভাগ ও শতকরা ৬০ ভাগ মূল্য ১৯৯৪-৯৫ সালে বিবেচনা করা হয়।

সা সাময়িক।

স সংশোধিত।

৮.২৯। বহির্বাণিজ্য ও লেনদেন ভারসাম্যের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করলে বাংলাদেশের বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্যের যে চিত্রটি ফুটে উঠে তাতে দেখা যায় যে, পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ১৯৯৪-৯৫ সালে বাণিজ্য ঘাটতির যথেষ্ট অবনতি ঘটে। উল্লেখ্য যে, বিগত কয়েক বছর আমদানী কম হওয়ার কারণে খাদ্যশস্যসহ বিভিন্ন খাতে মজুত যথেষ্ট কম হওয়ায় আলোচ্য বছরে অধিক পরিমাণে আমদানীর প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। তাছাড়া, টাকার রূপান্তরযোগ্যতা ও এর পাশাপাশি বাণিজ্য শর্ত শিথিলকরণের কারণেও আমদানী চাহিদা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। আমদানী মূল্য সূচকের বৃদ্ধিও আলোচ্য বছরে আমদানী বৃদ্ধিতে যথেষ্ট অবদান রাখে। এসব কারণে বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশী নাগরিকগণের প্রেরিত অর্থ যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে মূলত শুধুমাত্র বর্ধিত বাণিজ্য ঘাটতির জন্যই চলতি হিসাবের ঘাটতি আলোচ্য বছরে বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। আলোচ্য বছরে বৈদেশিক সাহায্য অনেটা বৃদ্ধি পায় তবে এর সিংহ ভাগ এসেছে প্রকল্প সাহায্যের আওতায়। চলতি হিসাবে ঘাটতির পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও ১৯৯৪-৯৫ সালে শুধুমাত্র মূলধন খাতে বর্ধিত অন্তঃপ্রবাহের কারণেই বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটে।

বৈদেশিক সাহায্য

৮.৩০। ১৯৯৪-৯৫ সালে বাংলাদেশের জন্য প্রতিশ্রুত বৈদেশিক সাহায্যের মোট পরিমাণ দাঁড়ায় ১,৬১২ মিলিয়ন ডলার, যা ১৯৯৩-৯৪ সালে প্রতিশ্রুত ২,৫৭৮[স] মিলিয়ন ডলারের তুলনায় শতকরা ৩৭.৫ ভাগ কম। ১৯৯৪-৯৫ সালে প্রতিশ্রুত সাহায্যের মধ্যে ৮৬০ মিলিয়ন ডলার বা শতকরা ৫৩.৩ ভাগ ছিল অনুদান এবং ৭৫২ মিলিয়ন ডলার বা শতকরা ৪৬.৭ ভাগ ছিল ঋণ। স্বাধীনতার পর থেকে ১৯৯৫ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত প্রতিশ্রুত সর্বমোট ৩৪,৬৯২ মিলিয়ন ডলার বৈদেশিক সাহায্যের মধ্যে ১৫,৭৯২ মিলিয়ন ডলার বা শতকরা ৪৫.৫ ভাগ ছিল অনুদান।

৮.৩১। ১৯৯৪-৯৫ সালে অবমুক্ত সাহায্যের মোট পরিমাণ দাঁড়ায় ১,৭৩৯ মিলিয়ন ডলার, যা পূর্ববর্তী বছরের ১,৫৫৯ মিলিয়ন ডলারের তুলনায় ১৮০ মিলিয়ন ডলার বা শতকরা ১১.৫ ভাগ বেশী। স্বাধীনতার পর থেকে ১৯৯৫ সালের জুন শেষে অবমুক্ত সাহায্যের মোট পরিমাণ দাঁড়ায় ২৯,০৪৫ মিলিয়ন ডলার, যা মোট প্রতিশ্রুত বৈদেশিক সাহায্যের শতকরা ৮৩.৭ ভাগ। মোট অবমুক্ত সাহায্যের মধ্যে ১৪,১২৭ মিলিয়ন ডলার বা শতকরা ৪৮.৬ ভাগ ছিল অনুদান এবং অবশিষ্ট ১৪,৯১৮ মিলিয়ন ডলার বা শতকরা ৫১.৪ ভাগ ছিল ঋণ।

৮.৩২। ১৯৯৪-৯৫ সালে অবমুক্ত মোট সাহায্যের মধ্যে ঃ (ক) খাদ্য সাহায্যের পরিমাণ ছিল ১৩৭ মিলিয়ন ডলার, যা পূর্ববর্তী বছরে প্রাপ্ত ১১৮ মিলিয়ন ডলারের তুলনায় শতকরা ১৬.১ ভাগ বেশী; (খ) পণ্য সাহায্যের পরিমাণ ছিল ৩৩৩ মিলিয়ন ডলার, যা পূর্ববর্তী বছরে প্রাপ্ত ৪৫১ মিলিয়ন ডলারের তুলনায় শতকরা ২৬.২ ভাগ কম এবং (গ) প্রকল্প সাহায্যের পরিমাণ ছিল ১,২৬৯ মিলিয়ন ডলার, যা পূর্ববর্তী বছরের ৯৯০ মিলিয়ন ডলারের তুলনায় শতকরা ২৮.২ ভাগ বেশী।

৮.৩৩। ১৯৯৫ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত বাংলাদেশের মোট বকেয়া বৈদেশিক ঋণের স্থিতি ছিল ১৫,০৯৯ মিলিয়ন ডলার যা ১৯৯৪ সালের জুন শেষের স্থিতি ১৪,৫৬২[স] মিলিয়ন ডলারের তুলনায় ৫৩৭ মিলিয়ন ডলার বা শতকরা ৩.৭ ভাগ বেশী।

৮.৩৪। ১৯৯৪-৯৫ সালে বাংলাদেশ মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী বৈদেশিক ঋণের বিপরীতে আসল এবং সুদ বাবদ পরিশোধ করে যথাক্রমে ৩১৪ মিলিয়ন ডলার এবং ১৫৪ মিলিয়ন ডলার (আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল থেকে গৃহীত ঋণের পরিশোধ এতে অন্তর্ভুক্ত নয়)। ফলে, ১৯৯৪-৯৫ সালে বৈদেশিক সাহায্যের অন্তঃপ্রবাহের নীট্ পরিমাণ দাঁড়ায় ১,২৭১ মিলিয়ন ডলার, যা পূর্ববর্তী বছরের ১,১৫৭ মিলিয়ন ডলারের তুলনায় ১১৪ মিলিয়ন ডলার বা শতকরা ৯.৯ ভাগ বেশী। ১৯৯০-৯১ থেকে ১৯৯৪-৯৫ সাল পর্যন্ত বৈদেশিক সাহায্য/ঋণ এবং ঋণ পরিশোধ সংক্রান্ত তথ্য/উপাত্ত পরিশিষ্টের ১৪ নম্বর সারণীতে দেয়া হয়েছে। ৮.২ নম্বর সারণীতে বৈদেশিক সাহায্যের প্রাপ্তি ও দায় পরিশোধের বিবরণ দেখানো হ'ল।

স সংশোধিত।

সারণী - ৮.২

বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তি ও দায় পরিশোধ

(মিলিয়ন ডলার)

বিবরণ		১৯৯৩-৯৪	১৯৯৪-৯৫	১৯৯৫-৯৬ (অভিক্ষেপ)
১		২	৩	৪
১।	**প্রাপ্তি**	**১,৫৫৯**	**১,৭৩৯**	**১,৮৫০**
	ক) খাদ্য সাহায্য	১১৮	১৩৭	১৫০
	খ) পণ্য সাহায্য	৪৫১	৩৩৩	৪০০
	গ) প্রকল্প সাহায্য	৯৯০	১,২৬৯	১,৩০০
২।	**পরিশোধ** *	**৪০২**	**৪৬৮**	**৪৭৫**
	ক) আসল	২৬৫[স]	৩১৪	৩১০
	খ) সুদ	১৩৭[স]	১৫৪	১৬৫
৩।	**নীট্ প্রাপ্তি (১-২)**	**১,১৫৭**	**১,২৭১**	**১,৩৭৫**

উৎস ঃ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

* আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের ঋণ পরিশোধ এতে অন্তর্ভুক্ত নয়।

স সংশোধিত।

আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের সাথে লেনদেন

৮.৩৫। আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের বিভিন্ন সুবিধার আওতায় বাংলাদেশ পূর্ববর্তী বছরের ন্যায় ১৯৯৪-৯৫ সালেও কোন অর্থ উত্তোলন করেনি। তবে, ইতোপূর্বে ১৯৮৭ সালে গৃহীত স্ট্রাক্চারাল এ্যাডজাস্টমেন্ট ফ্যাসিলিটি (সাফ)-এর আওতায় উত্তোলিত ঋণের বিপরীতে ১৯৯৪-৯৫ সালে বাংলাদেশ মোট ৪০.২৬ মিলিয়ন এস, ডি, আর পরিশোধ করে। এছাড়া, আলোচ্য বছরে বাংলাদেশ চার্জ হিসেবে মোট ৪.৪০ মিলিয়ন এস, ডি, আর আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলকে প্রদান করে। ১৯৯৪-৯৫ সালে বাংলাদেশের সাথে আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের লেনদেনের একটি চিত্র ৮.৩ নম্বর সারণীতে দেখানো হ'ল।

সারণী - ৮.৩

আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের সাথে লেনদেন

(মিলিয়ন এস, ডি, আর)*

সুবিধাসমূহ	ক্রমপুঞ্জিত উত্তোলন/ক্রয়	বকেয়া (৩০-৬-৯৪ পর্যন্ত)	১৯৯৪-৯৫ সালে ক্রয়ের পরিমাণ	১৯৯৪-৯৫ সালে পরিশোধের পরিমাণ	বকেয়া (৩০-৬-৯৫ পর্যন্ত)
১	২	৩	৪	৫	৬
১। স্ট্রাক্‌চারাল এ্যাডজাস্টমেন্ট ফ্যাসিলিটি (সাফ), ১৯৮৭	২০১.২৫	১৪৮.৫০	নেই	৪০.২৬	১০৮.২৪
২। এন্‌হ্যান্সড স্ট্রাক্‌চারাল এ্যাডজাস্টমেন্ট ফ্যাসিলিটি (ইসাফ), ১৯৯০	৩৪৫.০০	৩৪৫.০০	নেই	নেই	৩৪৫.০০
মোট ঃ	**৫৪৬.২৫**	**৪৯৩.৫০**	**নেই**	**৪০.২৬**	**৪৫৩.২৪**

*১ এস, ডি, আর = ১.৫৭ মার্কিন ডলার (৩০শে জুন, ১৯৯৫ তারিখে)।

৮.৩৬। উপরোক্ত লেনদেনের ফলে ১৯৯৫ সালের জুন শেষে আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের নিকট বাংলাদেশের বকেয়া দায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৫৩.২৪ মিলিয়ন এস, ডি, আর (৭১১.৫৯ মিলিয়ন ডলার), পূর্ববর্তী বছরের জুন শেষে এর পরিমাণ ছিল ৪৯৩.৫০ মিলিয়ন এস, ডি, আর (৭১৫.৫৮ মিলিয়ন ডলার)।

৮.৩৭। বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের সদস্যপদ লাভের পর হতে ১৯৯৫ সালের জুন শেষ নাগাদ সময়কালে লেনদেনের একটি বিবরণ ৮.৪ নম্বর সারণীতে দেখানো হ'ল।

সারণী-৮.৪

বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলে সদস্যপদ লাভের পর হতে ১৯৯৫ সালের জুন শেষ নাগাদ সময়কালে লেনদেনের বিবরণ

(মিলিয়ন এস ডি আর)

ক্রমিক নং	ঋণের বিবরণ এবং অনুমোদনের তারিখ	সুদ/চার্জের হার	গ্রেস পিরিয়ড	পরিশোধ সময়	উত্তোলনের পরিমাণ	স্থিতির পরিমাণ (৩০শে জুন, ১৯৯৫ তারিখে)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১।	কম্পেনসেটরী ফাইনান্সিং ফ্যাসিলিটি (সিএফএফ) ফর এক্সপোর্ট শর্টফল, ডিসেম্বর, ১৯৭২	বেসিক রেট অব চার্জ[১]	৩ ১/৪ বছর	১ ৩/৪ বছর (৮টি ত্রৈমাসিক কিস্তিতে)	৬২.৫০	-
২।	স্ট্যান্ড-বাই এরেঞ্জমেন্ট, জুন, ১৯৭৪	ঐ	ঐ	ঐ	৩১.২৫	-
৩।	স্ট্যান্ড-বাই এরেঞ্জমেন্ট, জুলাই, ১৯৭৫	ঐ	ঐ	ঐ	৬২.৫০	-
৪।	সিএফএফ ফর এক্সপোর্ট শর্টফল, আগস্ট, ১৯৭৬	ঐ	ঐ	ঐ	৩৯.০৬	-
৫।	অয়েল ফ্যাসিলিটিস, ১৯৭৪ এবং ১৯৭৫	২/	ঐ	৩ ৩/৪ বছর (১৬টি ত্রৈমাসিক কিস্তিতে)	৯১.৯৭	-
৬।	ট্রাস্ট ফান্ড, জুলাই, ১৯৭৭-মার্চ, ১৯৮১	০.৫০	৫ ১/২ বছর	৪ ১/২ বছর (১০টি ষাণ্মাসিক কিস্তিতে)	১২২.১৬	-
৭।	স্ট্যান্ড-বাই এরেঞ্জমেন্ট, জুলাই, ১৯৭৯	বেসিক রেট অব চার্জ[১]	৩ ১/৪ বছর	১ ৩/৪ (৮টি ত্রৈমাসিক কিস্তিতে)	৮৫.০০	-
৮।	এক্সটেন্ডেড ফান্ড ফ্যাসিলিটিস[৩] ডিসেম্বর, ১৯৮০					
	(ক) অরডিনারী/জেনারেল রিসোর্সেস	ঐ	৪ ১/২ বছর	৫ ১/২ বছর (১২টি ষাণ্মাসিক কিস্তিতে)	১১০.০০	-
	(খ) বরোড রিসোর্সেস	২/	৩ ১/২ বছর	৩ ১/২ বছর (৮টি ষাণ্মাসিক কিস্তিতে)	১১০.০০	-
৯।	সিএফএফ ফর এক্সপোর্ট শর্টফল, ফেব্রুয়ারী, ১৯৮২	বেসিক রেট অব চার্জ[১]	৩ ১/৪ বছর	১ ৩/৪ বছর (৮টি ত্রৈমাসিক কিস্তিতে)	৬০.০০	-
১০।	কমবাইন্ড সিএফএফ ফর এক্সপোর্ট শর্টফল এন্ড এক্সসেজ সিরিল (Cereal) ইমপোর্ট কস্ট, আগস্ট, ১৯৮২	ঐ	ঐ	ঐ	৭১.২০	-
১১।	স্ট্যান্ড-বাই এরেঞ্জমেন্ট, মার্চ, ১৯৮৩	ঐ	ঐ	ঐ	৬৮.৪০	-
১২।	সিএফএফ ফর এক্সসেজ সিরিল ইমপোর্ট কস্ট,এপ্রিল, ১৯৮৫	ঐ	ঐ	ঐ	৫৪.৯৫	-
১৩।	স্ট্যান্ড-বাই এরেঞ্জমেন্ট ডিসেম্বর, ১৯৮৫	ঐ	ঐ	ঐ	১৮০.০০	-
১৪।	সিএফএফ ফর এক্সপোর্ট শর্টফল, ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৭	ঐ	ঐ	ঐ	৮৮.৯০	-
১৫।	স্ট্রাকচারাল এ্যাডজাস্টমেন্ট ফ্যাসিলিটি (সাফ), ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৭	০.৫০	৫ ১/২ বছর	৪ ১/২ বছর (১০টি ষাণ্মাষিক কিস্তিতে)	২০১.২৫	১০৮.২৪
১৬।	ইমারজেন্সি এসিস্‌ট্যান্স, নভেম্বর, ১৯৮৮	বেসিক রেট অব চার্জ[১]	৩ ১/৪ বছর	১ ৩/৪ বছর (৮টি ত্রৈমাসিক কিস্তিতে)	৭১.৮৭	-
১৭।	এনহ্যান্সড স্ট্রাক্‌চারাল এ্যাড্‌জাস্টমেন্ট ফ্যাসিলিটি (ইসাফ), আগস্ট, ১৯৯০	০.৫০	৫ ১/২ বছর	৪ ১/২ বছর (১০ টি ষাণ্মাসিক কিস্তিতে)	৩৪৫.০০[৪]	৩৪৫.০০
	মোট ঃ				১,৮৫৬.০১[৫]	৪৫৩.২৪

উৎস ঃ হিসাব বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

নোট ঃ ১ বেসিক রেট অব চার্জ সেসব সুবিধার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যা ফান্ডের জেনারেল রিসোর্স থেকে উত্তোলন করা হয়, যেমন স্ট্যান্ড-বাই, সিএফএফ, সিরিল ইম্পোর্ট কস্ট, ইএফএফ, বাফার স্টক, কনটিনজেন্সি ফাইন্যান্সিং ইত্যাদি। বিভিন্ন বছরে বেসিক রেট অব চার্জ ৪.০%-৮.৫% পরিসীমায় পরিবর্তিত হয়েছিল। আইএমএফ কর্তৃক বছরের প্রত্যেক ত্রৈমাসিকে এ হার নির্ধারিত হয়ে থাকে। বর্তমানে বেসিক রেট অব চার্জ এস, ডি, আর-এর সুদ হারের শতকরা হিসেবে নির্ধারিত হয়ে থাকে। ১৯৯৫ সালের ৩০শে জুন তারিখে বেসিক রেট অব চার্জ ছিল ৪.৬৩%।

২ অয়েল ফ্যাসিলিটি এবং সাপলিমেন্টারী ফাইন্যান্সিং ফ্যাসিলিটির চার্জ/সুদের হার বাজার হারের সাথে সম্পর্কিত (বা সাবসিডি ব্যতীত বরোয়িং রেটস)।

৩ মোট ৮০০ মিঃ এসডিআর অনুমোদিত হয়, এর মধ্যে ৩১৯.৩০ মিঃ এসডিআর অনুমোদিত হয় ইএফএফ-এর অধীনে এবং অবশিষ্টাংশ এসএফএফ-এর অধীনে। যাহোক, বিতরণকৃত এসডিআর-এর পরিমাণ হ'ল ২২০.০০ মিঃ।

৪ ইসাফের অধীনে উত্তোলন ৩১শে মার্চ, ১৯৯৩ তারিখে সম্পন্ন হয়।

৫ এছাড়া, পরিশোধযোগ্য নয় এমন সুবিধাসমূহর আওতায়ও বাংলাদেশ সাহায্য পেয়েছে। এগুলো হ'ল ঃ (ক) এসডিআর বন্টনের অধীনে ৪৭.১০ মিঃ এসডিআর; (খ) গোল্ড সেল প্রফিট, রেসটিটিউশন এবং গোল্ড ডিস্ট্রিবিউশন এর মাধ্যমে যথাক্রমে ১৭.৩৪ মিঃ এসডিআর এবং ৩.৭৬ মিঃ এসডিআর; (গ) অয়েল ফ্যাসিলিটি এবং এসএফএফ সাবসিডি হিসাবে যথাক্রমে ১০.৩৬ মিঃ এসডিআর এবং ১৩.৯৪ মিঃ এসডিআর। ১৯৮৯-৯০ সালে বাংলাদেশ তার রিজার্ভ ট্রাঞ্চির ২২.৪০ মিঃ এসডিআর তুলে নেয়।

এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন

৮.৩৮। ১৯৯৪-৯৫ সালে এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন (Asian Clearing Union) এর আওতায় বাংলাদেশের মোট লেনদেনের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বৃদ্ধি পায়। আলোচ্য বছরে সংঘটিত ছয়টি হিসাব নিষ্পত্তির সব ক'টিতেই পূর্ববর্তী বছরের ন্যায় বাংলাদেশ নীট্ দেনাদার হয়। আলোচ্য বছরে ইউনিয়নভুক্ত দেশের সাথে বাংলাদেশের রপ্তানী পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় হ্রাস পায়, কিন্তু আমদানীর পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। ফলে, ১৯৯৪-৯৫ সালে বাংলাদেশের নীট্ দেনার পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ২১৬.৯৫ মিলিয়ন 'এএমইউ'@ (AMU) বা শতকরা ৭১.৪ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৫২০.৯২ মিলিয়ন 'এএমইউ'-তে (২,৮৭১.৩২ কোটি টাকা) দাঁড়ায়।

৮.৩৯। ১৯৯৪-৯৫ সালে এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের আওতায় বাংলাদেশের প্রাপ্তির পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ৬.৬৮ মিলিয়ন 'এএমইউ' বা শতকরা ১৬.২ ভাগ হ্রাস পেয়ে ৩৪.৪৬ মিলিয়ন 'এএমইউ'-তে (২০৫.৭২ কোটি টাকা) দাঁড়ায়। অপরদিকে, বাংলাদেশের পরিশোধের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ২১০.২৭ মিলিয়ন 'এএমইউ' বা শতকরা ৬০.৯ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৫৫৫.৩৮ মিলিয়ন 'এএমইউ'-তে (৩,০৭৭.০৪ কোটি টাকা) দাঁড়ায়। বিগত তিন বছরে এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের আওতায় বাংলাদেশের প্রাপ্তি ও পরিশোধের বিবরণ ৮.৫ নম্বর সারণীতে দেখানো হ'ল।

সারণী - ৮.৫
এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের আওতায় বাংলাদেশের প্রাপ্তি ও পরিশোধ

(মিলিয়ন 'এএমইউ')

লেনদেনের খাত	১৯৯২-৯৩	১৯৯৩-৯৪	১৯৯৪-৯৫
১	২	৩	৪
১। প্রাপ্তি (রপ্তানী)	৫৭.৮৫ (৩১৮.১১)	৪১.১৪ (২৩১.৩৬)	৩৪.৪৬ (২০৫.৭২)
২। পরিশোধ (আমদানী)	১৩২.৪৫ (৭৩৩.২৩)	৩৪৫.১১ (১,৯৪১.৭১)	৫৫৫.৩৮ (৩,০৭৭.০৪)
নীট্ উদ্বৃত্ত (+)/ঘাটতি (-)	- ৭৪.৬০ (- ৪১৫.১২)	- ৩০৩.৯৭ (- ১,৭১০.৩৫)	- ৫২০.৯২ (- ২,৮৭১.৩২)

নোট ঃ বন্ধনীভুক্ত সংখ্যাসমূহ কোটি টাকার অংকে।
@ এএমইউ= এশিয়ান মনিটারী ইউনিট (Asian Monetary Unit)।
১ এএমইউ = ১ এসডিআর।

৮.৪০। এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহর মোট বাণিজ্য ও বাণিজ্যের ভারসাম্যের তুলনামূলক অবস্থা ৮.৬ নম্বর সারণীতে দেখানো হ'ল।

সারণী - ৮.৬

এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহর মোট বাণিজ্য ও বাণিজ্যের ভারসাম্য

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

দেশসমূহ	এ, সি, ইউ-তে রপ্তানী		এ, সি, ইউ থেকে আমদানী		উদ্বৃত্ত (+)/ঘাটতি (-)	
	১৯৯২*	১৯৯৩	১৯৯২*	১৯৯৩	১৯৯২*	১৯৯৩
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
বাংলাদেশ	৯৬	৯৭	৩৮৬	৪৯০	- ২৯০	- ৩৯৩
মায়ানমার	১৫৫	১৫২	১১	৩১	+ ১৪৪	+ ১২১
ভারত	৭৫৩	৯২৮	৭৬৫	৫৪৭	- ১২	+ ৩৮১
ইরান	৬৮৭	৫৫৬	৩৪৬	২৮৬	+ ৩৪১	+ ২৭০
নেপাল	৪৫	৪৩	৯০	৯৬	- ৪৫	- ৫৩
পাকিস্তান	৪৫০	২৩৬	৩৫৬	৩২২	+ ৯৪	- ৮৬
শ্রীলংকা	৯৮	১১০	৫৩৫	৪৯৩	- ৪৩৭	- ৩৮৩
মোট ঃ	২,২৮৪	২,১২২	২,৪৮৯	২,২৬৫	- ২০৫	- ১৪৩

উৎস ঃ এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের বার্ষিক রিপোর্ট, ১৯৯৪।

নোট ঃ (১) রপ্তানী (এফ, ও, বি)।

(২) আমদানী (সি, আই, এফ)।

* সংশোধিত।

বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার নীতি এবং বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় নিয়ন্ত্রণ

বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার নীতি

৯.১। বহির্মুখী বাজার অর্থনীতির আওতায় বেসরকারী বিনিয়োগের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ এবং বৈদেশিক বিনিয়োগের প্রবাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে দ্রুততর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে সামগ্রিক সরকারী নীতির সাথে সংগতি রেখে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবস্থা-পনার সংস্কার ও উদারীকরণ প্রক্রিয়া ১৯৯৪-৯৫ সালেও অব্যাহত থাকে। বহির্বাণিজ্যে বাংলাদেশী পণ্যের প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান অক্ষুণ্ন রাখা এবং বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্যের পরিবর্তনশীল বাস্তবতার আলোকে টাকার নমনীয় হার নীতি (Flexible Exchange Rate Policy) ১৯৯৪-৯৫ সালেও অনুসৃত হয়। একটি বাণিজ্য ভারিত বৈদেশিক মুদ্রা ঝুড়ির (Trade Weighted Currency Basket) সাথে মার্কিন ডলারের মাধ্যমে বাংলাদেশী টাকার অবস্থান নির্ণয় করে প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার (Real Effective Exchange Rate) পদ্ধতি অনুযায়ী টাকার বিনিময় হার নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। এ হার নির্ধারণের সময় বাংলাদেশী পণ্য বিদেশের বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার ক্ষমতা সংরক্ষণসহ আমদানী নির্ভর দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ব্যয়ের বিষয়টিও বিষদভাবে বিচার বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রতিদিন টাকার বিনিময় হার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে প্রয়োজনবোধে বিনিময় হারের সমন্বয় সাধন করে থাকে এবং এ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকার দরুন অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশে হঠাৎ করে বড় ধরনের সমন্বয় সাধনের প্রয়োজন হয় না। ১৯৯৪-৯৫ সালে মার্কিন ডলারের সাথে টাকার বিনিময় হার ৭ই মার্চ, ১৯৯৫ তারিখে একবার পুনঃনির্ধারণ করায় টাকা ডলার বিনিময় হার* ১৯৯৪ সালের জুন শেষের ৪০.২৫ টাকা থেকে ১৯৯৫ সালের ৩০শে জুনে ৪০.১০ টাকায় দাঁড়ায়। ফলে, আলোচ্য বছরে মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার মানে শতকরা ০.৩৭ ভাগ অধিমূল্যায়ন ঘটে। বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে শুধুমাত্র অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকসমূহর সাথে মার্কিন ডলার তাৎক্ষণিক (Spot) বিনিময় হার এবং এসিইউ (Asian Clearing Union) ভুক্ত দেশসমূহর মুদ্রার তাৎক্ষণিক অগ্রিম (Spot and Forward) বিনিময় হার ঘোষণার ব্যবস্থা এবং অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকসমূহ কর্তৃক আন্তব্যাংক বিনিময় হার ও গ্রাহকগণের সাথে বিনিময় হার নির্ধারণের ব্যবস্থা আলোচ্য বছরেও অব্যাহত থাকে।

* ক্রয়-বিক্রয় হারের মধ্যমানের ভিত্তিতে।

বৈদেশিক মুদ্রা বাজার ব্যবস্থা

৯.২। ১৯৯৪-৯৫ সালে আন্তব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারের ব্যাপ্তি ও গভীরতা বৃদ্ধি পায়। আমদানী ও অদৃশ্য খাতে পরিশোধ দায়ের বেশ উচ্চ প্রবৃদ্ধি সত্ত্বেও বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে তুলনামূলকভাবে বিরল সংখ্যক ক্রয় পরিলক্ষিত হয়। মূলত আন্তব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারের তহবিল প্রবাহ থেকেই ব্যাংকসমূহ সফলভাবে দায় পরিশোধ কার্যক্রম সম্পাদন করে। পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় আমদানী ঋণপত্র খোলার পরিমাণ শতকরা ৫৬.৬ ভাগ বৃদ্ধি পেলেও দেশের বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ থেকে নীট্ ড্রডাউন ব্যতিরেকেই বর্ধিত দায় পরিশোধ সম্ভব হয়। ৩০শে জুন, ১৯৯৫ তারিখে দেশের বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের স্থিতি দাঁড়ায় ৩,০৭০.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় ৩০৫.০০ মিলিয়ন ডলার বা শতকরা ১১.০ ভাগ বেশী।

বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার উদারীকরণ/শিথিলকরণ

৯.৩। বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবস্থা উদারীকরণের লক্ষ্যে ১৯৯৪-৯৫ সালে গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ/ পরিবর্তনসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল ঃ

(ক) পাটজাত দ্রব্য রপ্তানীর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে নিবন্ধীকরণের আবশ্যকতা রহিত করা হয়।

(খ) পাট ও পাটজাত দ্রব্য রপ্তানীর ক্ষেত্রে ৩৬০ দিন পর্যন্ত বিলম্বে মূল্য পরিশোধযোগ্য ঋণপত্রের ভিত্তিতে রপ্তানীর জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদন গ্রহণের আবশ্যকতা রহিত করা হয়।

(গ) রপ্তানীকারকগণের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা রিটেনশন কোটা রপ্তানীর প্রত্যাবাসিত এফওবি মূল্যের শতকরা ১০ ভাগ থেকে পর্যায়ক্রমে শতকরা ১৫ ভাগ, ২০ ভাগ ও ২৫ ভাগে উন্নীত করা হয়। তবে, উচ্চ মাত্রায় আমদানীকৃত উপকরণ নির্ভর (নিম্ন স্থানীয় মূল্য সংযোজন সম্পন্ন) রপ্তানী পণ্যের ক্ষেত্রে রিটেনশন কোটা পূর্ববৎ অর্থাৎ প্রত্যাবাসিত এফওবি মূল্যের শতকরা ৫ ভাগে অপরিবর্তিত রাখা হয়।

(ঘ) বাংলাদেশে আগমনকালে শুল্ক কর্তৃপক্ষের নিকট ঘোষণা প্রদান ব্যতিরেকে সংগে আনয়নযোগ্য বৈদেশিক মুদ্রার অংক নিবাসী অনিবাসী নির্বিশেষে সকল যাত্রীর ক্ষেত্রে ৫,০০০.০০ মার্কিন ডলারে উন্নীত করা হয় (নিবাসী বাংলাদেশীদের ক্ষেত্রে পূর্বেকার ঊর্ধ্বসীমা ছিল ২,৫০০.০০ মার্কিন ডলার)।

(ঙ) বাংলাদেশে আগমনকালে/বাংলাদেশ ত্যাগকালে সংগে বহনযোগ্য বাংলাদেশী মুদ্রার পরিমাণ ৩০০.০০ টাকা থেকে ৫০০.০০ টাকায় বর্ধিত করা হয়।

(চ) প্রাপ্ত বয়স্কা মহিলা যাত্রিগণ বাংলাদেশে আগমনকালে/বাংলাদেশ ত্যাগকালে স্বীয় পরিধানে অথবা সংগে বহনকৃত ব্যক্তিগত ব্যাগেজের অংশ হিসেবে যে কোন পরিমাণ অলংকার আনতে/নিয়ে যেতে পারবেন বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পূর্বে এ ব্যবস্থাটি কেবলমাত্র বাংলাদেশী মহিলা নাগরিকদের জন্য প্রযোজ্য ছিল।

(ছ) বিদেশী/আন্তর্জাতিক সংস্থাকে কনসালটেন্সী সেবা প্রদানের বিপরীতে নিবাসী বাংলাদেশীর বৈদেশিক মুদ্রায় প্রাপ্ত ফি/সম্মানীর অর্থ নিজ নামে খোলা বৈদেশিক মুদ্রা হিসাবে (FC Account) সংরক্ষণযোগ্য হবে। এরূপ হিসাবের স্থিতি হিসাবধারীর ভ্রমণ, চিকিৎসা, সন্তান-সন্ততির বিদেশে লেখাপড়ার ব্যয় বাবদ ব্যবহারযোগ্য হবে।

(জ) বিদেশী প্রচার মাধ্যমে বাংলাদেশী পণ্যের প্রচার বাবদ বিজ্ঞাপন বিল বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে অনুমোদিত ডিলারের মাধ্যমে বিদেশে পরিশোধযোগ্য হবে। পূর্বে এ ব্যবস্থা কেবলমাত্র রপ্তানী পণ্যের বিজ্ঞাপনের জন্য সীমিত ছিল।

(ঝ) অনিবাসী বৈদেশিক মুদ্রা মেয়াদী জমা (এনএফ সি ডি) বাবদ অনুমোদিত ডিলারগণের নিকট থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের মার্কিন ডলার ক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রয়ের তারিখের বিনিময় হারে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পুনঃবিক্রয়ের ব্যবস্থাটি রহিত করা হয় এবং ভবিষ্যতে কোন পূর্ব নির্ধারিত হারে পুনঃ বিক্রয়ের অংগীকার জড়িত না করে সরাসরি (outright) ক্রয়ের ব্যবস্থা রাখা হয়।

(ঞ) বাংলাদেশী নাগরিকগণের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে বিদেশ ভ্রমণ বাবদ বৈদেশিক মুদ্রার কোটা মায়ানমার ও সার্ক সদস্য দেশসমূহর ক্ষেত্রে বাৎসরিক ৫০০.০০ মার্কিন ডলার থেকে ১,০০০.০০ মার্কিন ডলারে উন্নীত করা হয়। তন্মধ্যে স্থলপথে ভ্রমণ বাবদ প্রাপ্য ২৫০.০০ মার্কিন ডলার থেকে ৫০০.০০ মার্কিন ডলারে বর্ধিত করা হয়। অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রে ভ্রমণ কোটা বার্ষিক ২,৫০০.০০ মার্কিন ডলার থেকে ৩,০০০.০০ মার্কিন ডলারে উন্নীত করা হয়।

(ট) রপ্তানীকারক নয় এরূপ উৎপাদনকারী এবং আমদানীকারকগণের জন্য নতুনভাবে ব্যবসায়িক প্রয়োজনে ভ্রমণের বৈদেশিক মুদ্রা কোটা প্রবর্তন করা হয়। বার্ষিক ৫,০০০.০০ মার্কিন ডলারের ঊর্ধ্বসীমা সাপেক্ষে স্থানীয় বাজারের জন্য উৎপাদনকারীগণের পূর্ববর্তী বছরের টার্ণওভারের শতকরা ১ ভাগ হারে এবং আমদানীকারকগণের পূর্ববর্তী বছরের আমদানীর শতকরা ১ ভাগ হারে এ কোটা প্রাপ্য বলে নির্দেশ করা হয়।

(ঠ) বিদেশী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মুনাফা প্রেরণ প্রসংগে বিরূপ শ্রেণীবিন্যাসিত হয়নি

এবং সুদ স্থগিত (Interest Suspense) হিসাবে আকলন হয়নি এরূপ ঋণের উপর প্রাপ্য সুদ বাবদ (Income Receivable) এবং সরকার প্রদত্ত কোন নগদ ভর্তুকি (যদি থাকে) বিদেশী ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মুনাফার প্রত্যাবাসনযোগ্য অংক নির্ণয়কালে বাদ দেয়ার প্রয়োজন হবে না মর্মে নির্দেশ জারী করা হয়।

(ড) রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে অবস্থিত 'এ' টাইপ শিল্প প্রতিষ্ঠানের কারখানার উৎপাদিত পণ্যের পরিত্যক্ত দ্রব্য (Factory Refuse) ও অব্যবহারযোগ্য কাঁচামালের অবশিষ্টাংশের বিক্রয়লব্ধ অর্থ সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানের টাকা হিসাবে আকলনের ব্যবস্থা চালু করা হয়।

(ঢ) বিদেশী বিনিয়োগকারীগণ কর্তৃক অর্জিত/ক্রয়কৃত বাংলাদেশী রাইট/সাধারণ (আইপিও) শেয়ার/সিকিউরিটিজের ক্ষেত্রে সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক এক বছরের লক ইন পিরিয়ড নির্ধারণের ফলে উক্ত শেয়ার/সিকিউরিটিজের বিক্রয়লব্ধ অর্থ বিদেশে প্রত্যাবাসনে অনুমোদিত ডিলার কর্তৃক বিধি-নিষেধ পালনের নির্দেশ জারী করা হয় এবং

(ণ) ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট লিজিং কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিঃ (আই ডি এল সি)কে রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে অবস্থিত 'এ' ও 'বি' টাইপ শিল্প প্রতিষ্ঠানে লীজ অর্থায়নের (Lease financing) অনুমতি দেয়া হয়।

হজ্ব, ১৯৯৫

৯.৪। ১৯৯৫ সালে সরকারী ব্যবস্থাপনায় হজ্বব্রত পালনকারীদের সৌদি আরবে থাকা খাওয়াসহ অন্যান্য ব্যক্তিগত ব্যয় নির্বাহের জন্য এ বছর মাথাপিছু ৪২,২১৫.০০ টাকার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা ইস্যুকরণযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছে। এছাড়াও এ অংকের অতিরিক্ত আরও ৫৫০.০০ মার্কিন ডলার বা সমপরিমাণ অন্য বৈদেশিক মুদ্রা নগদ নোট আকারে হজ্ব যাত্রীগণ ক্রয় করে সংগে নিয়ে যেতে পারবেন মর্মে নির্দেশ জারী করা হয়।

বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিদর্শন

৯.৫। ১৯৯৪-৯৫ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক বিনিয়োগ ও পরিদর্শন বিভাগ ১৯টি অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়/মুখ্য অফিসসহ ২৪২টি শাখার বৈদেশিক বাণিজ্য সংক্রান্ত লেনদেনের পরিদর্শন কাজ পরিচালনা করে। পরিদর্শন কার্যক্রম শেষে অনিয়মসমূহ চিহ্নিতকরণপূর্বক তা দূরীকরণের এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রদত্ত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের নির্দেশসহ প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন ১৫টি অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়/মুখ্য অফিসে প্রেরণ করা হয়। এছাড়া, আলোচ্য বছরে ৩১৬টি অনুমোদিত ডিলার ব্যাংক শাখা, ৭৫টি ইন্ডেন্টিং ফার্ম ও ৪টি অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে বিশেষ পরিদর্শন কাজ সম্পন্ন করে পরিদর্শন প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট বিভাগ/উপ-বিভাগে অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়।

নোট ও ধাতব মুদ্রা

ব্যাংক নোট

১০.১। ১৯৯৫ সালের ৪ঠা এপ্রিল থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর জনাব খোরশেদ আলমের স্বাক্ষরযুক্ত ৮ (আট) অংক বিশিষ্ট ক্রমিক নম্বর ও বিদ্যমান নক্শা সম্বলিত পাঁচশত টাকা মূল্যমানের ব্যাংক নোট বাজারে ছাড়া হয়।

পাঁচ টাকার নোট

১০.২। ১৯৯৫ সালের ৩০শে জুনে বাজারে চালু পাঁচ টাকা মূল্যমানের নোটের পরিমাণ ১৯৯৪ সালের ৩০শে জুনের ১০৬.৭১ কোটি টাকা থেকে ১২.৮৭ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১১৯.৫৮ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

দশ টাকার নোট

১০.৩। ১৯৯৫ সালের ৩০শে জুনে বাজারে চালু দশ টাকার মূল্যমানের নোটের পরিমাণ ১৯৯৪ সালের ৩০শে জুনের ৩৪৮.৪৬ কোটি টাকা থেকে ৪০.৭৭ কোটি টাকা হ্রাস পেয়ে ৩০৭.৬৯ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

বিশ টাকার নোট

১০.৪। ১৯৯৫ সালের ৩০শে জুনে বাজারে চালু বিশ টাকা মূল্যমানের নোটের পরিমাণ ১৯৯৪ সালের ৩০শে জুনের ১৪২.৩৯ কোটি টাকা থেকে ৪৪.৬৮ কোটি টাকা হ্রাস পেয়ে ৯৭.৭১ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

পঞ্চাশ টাকার নোট

১০.৫। ১৯৯৫ সালের ৩০শে জুনে বাজারে চালু পঞ্চাশ টাকা মূল্যমানের নোটের পরিমাণ ১৯৯৪ সালের ৩০শে জুনের ৫০৪.১৮ কোটি টাকা থেকে ৩৮.৪০ কোটি টাকা হ্রাস পেয়ে ৪৬৫.৭৮ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

একশত টাকার নোট

১০.৬। ১৯৯৫ সালের ৩০শে জুনে বাজারে চালু একশত টাকা মূল্যমানের নোটের পরিমাণ ১৯৯৪ সালের ৩০শে জুনের ২,২২৭.০৫ কোটি টাকা থেকে ৩৫২.৭০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ২,৫৭৯.৭৫ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

পাঁচশত টাকার নোট

১০.৭। ১৯৯৫ সালের ৩০শে জুনে বাজারে চালু পাঁচশত টাকা মূল্যমানের নোটের পরিমাণ ১৯৯৪ সালের ৩০শে জুনের ২,৬৩৭.৪১ কোটি টাকা থেকে ৮২২.৫৯ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৩,৪৬০.০০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

অন্যান্য নোট ও ধাতব মুদ্রাসমূহ

দুই টাকার নোট

১০.৮। ১৯৯৫ সালের ৩০শে জুনে বাজারে চালু দুই টাকা মূল্যমানের নোটের পরিমাণ ১৯৯৪ সালের ৩০শে জুনের ৩৬.৬১ কোটি টাকা থেকে ৭.২৮ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৪৩.৮৯ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

এক টাকা মূল্যমানের নোট ও ধাতব মুদ্রা

১০.৯। ১৯৯৫ সালের ৩০শে জুনে বাজারে চালু এক টাকা মূল্যমানের নোট ও ধাতব মুদ্রার পরিমাণ ১৯৯৪ সালের ৩০শে জুনের ৫৪.৯৬ কোটি টাকা থেকে ৯.৭৪ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৬৪.৭০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

অন্যান্য ধাতব মুদ্রাসমূহ

১০.১০। ১৯৯৫ সালের ৩০শে জুনে বাজারে চালু এক টাকার কম মূল্যমানের ধাতব মুদ্রাসমূহর পরিমাণ ১৯৯৪ সালের ৩০শে জুনের ৪৯.৭৬ কোটি টাকা থেকে ০.৩২ কোটি টাকা হ্রাস পেয়ে ৪৯.৪৪ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

প্রশাসন

পরিচালক পর্ষদ থেকে পদত্যাগ

১১.১। পরিচালক পর্ষদের অন্যতম পরিচালক ডঃ আর, এ, গণি ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৫ তারিখে পর্ষদ পরিচালকের দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করায় ১৯৯৪-৯৫ সালের অবশিষ্ট সময়ে ৮ জন পরিচালকের সমন্বয়ে পর্ষদ তার কার্যক্রম অব্যাহত রাখে।

পরিচালক পর্ষদ/নির্বাহী কমিটি/সমন্বয় কমিটির সভা

১১.২। ১৯৯৪-৯৫ সালে ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদের ১১টি, নির্বাহী কমিটির ৭টি এবং সমন্বয় কমিটির ১০টি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বিভিন্ন পদে নিয়োগ

১১.৩। ১৯৯৪-৯৫ সালে ব্যাংকের চাকরিতে বিভিন্ন পদে নিয়োগসমূহ ছিল নিম্নরূপ ঃ

১।	সহকারী পরিচালক (চিকিৎসা)	৬ জন
২।	সহকারী পরিচালক (পরিসংখ্যান)	২ জন
৩।	সহকারী পরিচালক (প্রকৌশল)	২ জন
৪।	সহকারী পরিচালক (গবেষণা)	১ জন
৫।	মুদ্রা/নোট পরীক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারী	৬ জন
	মোট ঃ	১৭ জন

বিভিন্ন কারণে ব্যাংকের কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা হ্রাস

১১.৪। ১৯৯৪-৯৫ সালে মৃত্যু/অবসরগ্রহণ/চাকরিচ্যুতি ও পদত্যাগের কারণে ব্যাংকে হ্রাসপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ ঃ

ক)	মৃত্যু	২৪ জন
খ)	অবসরগ্রহণ	৬৬ জন
গ)	চাকরিচ্যুতি	০৮ জন
ঘ)	পদত্যাগকরণ	০৩ জন
মোট ঃ		১০১ জন

নতুন বিভাগ

১১.৫। ১৯৯৪-৯৫ সালে ব্যাংকের নন্-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান উপ-বিভাগকে "আর্থিক প্রতিষ্ঠান (অ-ব্যাংকিং) বিভাগ" নামে একটি পূর্ণাংগ বিভাগে উন্নীত করা হয়।

সৃষ্ট/বিলুপ্ত পদসংখ্যা

১১.৬। ১৯৯৪-৯৫ সালে ব্যাংকের কর্মকর্তা/কর্মচারী পর্যায়ে ২৫৭টি পদ বিলুপ্ত করা হয়। একই সময়ে কর্মকর্তা/কর্মচারী পর্যায়ে মোট ২৬৩টি নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়। ফলে, সামগ্রিকভাবে কর্মকর্তা/কর্মচারী পর্যায়ে ব্যাংকের মোট পদসংখ্যা ১৯৯৪-৯৫ সালে ৬টি বৃদ্ধি পায়।

ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর মোট সংখ্যা

১১.৭। আলোচ্য বছরে ব্যাংকের কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা ৯০ জন হ্রাস পেয়ে ১৯৯৫ সালের ৩০শে জুনে মোট ৬,৩৪৫ জনে দাঁড়ায়।

প্রেষণে নিয়োজিত কর্মকর্তার সংখ্যা

১১.৮। ১৯৯৪-৯৫ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের ৩ জন কর্মকর্তা দেশের ও বিদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রেষণে নিয়োজিত ছিলেন।

বৈদেশিক প্রশিক্ষণ

১১.৯। ১৯৯৪-৯৫ সালে ব্যাংকের ২৫ জন কর্মকর্তাকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্স/সেমিনার/কর্মশালায় অংশগ্রহণের জন্য বিদেশে প্রেরণ করা হয়।

অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ

১১.১০। ১৯৯৪-৯৫ সালে ব্যাংকের মোট ১৩৩ জন কর্মকর্তা এবং ১৫ জন কর্মচারী দেশের বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করেন।

১১.১১ । ব্যাংকের কর্মকর্তাদের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক জ্ঞানের উন্নয়ন এবং পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রশিক্ষণ একাডেমী ব্যাংকের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য ১৯৯৪-৯৫ সালে ১২টি কর্মকালীন প্রশিক্ষণ কোর্স, ৬টি বিশেষ প্রশিক্ষণ কোর্স এবং টাকার বিনিময় যোগ্যতা শীর্ষক ১টি কর্মশালার আয়োজন করে। উপরোক্ত কোর্সগুলো এবং কর্মশালায় বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন পর্যায়ের মোট ৪৯৯ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া, আলোচ্য বছরে একাডেমী বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহর কর্মকর্তাবৃন্দের জন্য যৌথভাবে ঢাকার বাইরের বিভিন্ন জেলা সদরে ২১টি বিশেষ প্রশিক্ষণ কোর্স, ১টি সেমিনার এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকের কর্মকর্তাবৃন্দের জন্য 'সি আইবি-০১' নম্বর ফরম পূরণ পদ্ধতি বিষয়ক ২৯টি কর্মশালারও আয়োজন করে। এসব কর্মসূচীতে বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহর বিভিন্ন পর্যায়ের মোট ২,২৯৪ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। উপরন্তু, আলোচ্য বছরে একাডেমী সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক নিয়োগকৃত ৫৫ জন সহকারী কমিশনার (কর) এর জন্য ২টি একদিনের তাত্ত্বিক কোর্সেরও আয়োজন করে। ১৯৯৪-৯৫ সালে একাডেমী কর্তৃক আয়োজিত কোর্স, কর্মশালা ও সেমিনারের বিবরণ ১১.১ নম্বর সারণীতে দেখানো হ'ল।

সারণী - ১১.১
১৯৯৪-৯৫ সালে একাডেমী কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্স, কর্মশালা ও সেমিনারের বিবরণী

ক্রমিক নং	বিষয়	সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা বাংলাদেশ ব্যাংক	বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬
১।	**কর্মকালীন প্রশিক্ষণ কোর্স**	১২	৩১৬	-	৩১৬
২।	**বিশেষ প্রশিক্ষণ কোর্স** (ঢাকায় অনুষ্ঠিত)	৬	১৫৭	-	১৫৭
	ক) ব্যাংকিং রীতিনীতি ও পরিদর্শন কলাকৌশল	২	৫৬	-	৫৬
	খ) হিসাব বিজ্ঞানের নীতিমালা	২	৫৬	-	৫৬
	গ) ইসলামী ব্যাংকিং	১	২৭	-	২৭
	ঘ) বৈদেশিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়	১	১৮	-	১৮
৩।	**বিশেষ প্রশিক্ষণ কোর্স** (ঢাকার বাইরে অনুষ্ঠিত)	২১	৪৯	৮০৬	৮৫৫
	ক) অর্থ ও ব্যাংকিং উপাত্ত রিপোর্টিং	৯	-	৩৯৩	৩৯৩
	খ) বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন রিপোর্টিং	৮	৩৭	২৩৩	২৭০
	গ) ঋণ শ্রেণীবিন্যাসকরণ ও প্রভিশনিং- এর সংশোধিত নীতিমালা	৪	১২	১৮০	১৯২
৪।	**কর্মশালা** (সি আই বি - ০১ ফরম পূরণ পদ্ধতি)	২৯	-	১,৩৮৯	১,৩৮৯
৫।	**সেমিনার**	২	৭৬	-	৭৬
	ক) টাকার বিনিময়যোগ্যতা	১	২৬	-	২৬
	খ) এক্সিকিউটিভ ডেভেলপমেন্ট সেমিনার	১	৫০	-	৫০
৬।	**তাত্ত্বিক কোর্স** (ব্যাংক বহির্ভূত সরকারী কর্মকর্তাবৃন্দের জন্য)	২	৫৫	-	৫৫
	মোট ঃ	৭২	৬৫৩	২,১৯৫	২,৮৪৮

ব্যাংকের বিভিন্ন বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত সেমিনার/কর্মশালা

১১.১২। বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাবৃন্দের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে ৮টি সেমিনার অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং ব্যাংকের গবেষণা বিভাগ, মনিটারী ম্যানেজমেন্ট এন্ড টেকনিক্যাল ইউনিট, এফএসআরপি ও এশিয়া ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত উক্ত সেমিনার সিরিজের অংশ হিসেবে ১৯৯৪-৯৫ সালে (অক্টোবর, ১৯৯৪ হতে জুন, ১৯৯৫ পর্যন্ত) ব্যাংকের সম্মেলন কক্ষে ৪টি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারগুলোর বিষয় ছিলঃ (ক) বাংলাদেশের মুদ্রা নীতি; (খ) বাংলাদেশের আর্থিক খাত সংস্কার কর্মসূচী; (গ) লেনদেন ভারসাম্য ও বৈদেশিক দায়দেনা এবং (ঘ) বাংলাদেশের পুঁজি বাজার ঃ অগ্রগতি, ১৯৯৪। এ ছাড়াও, আলোচ্য বছরে ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগের উদ্যোগে "ইসলামী ব্যাংকিং পরিদর্শন পদ্ধতি" শীর্ষক ১টি এবং গবেষণা বিভাগের ইসলামী অর্থনীতি সেলের উদ্যোগে "ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং" শীর্ষক ১টি সেমিনারের আয়োজন করা হয়।

কম্পিউটার বিভাগ

১১.১৩। ১৯৯৪-৯৫ সালে কম্পিউটার বিভাগ নিয়মিতভাবে উপাত্ত প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও সরবরাহ করা ছাড়াও নতুনভাবে আনুষংগিক যন্ত্রপাতিসহ একটি মিড্-রেঞ্জ কম্পিউটার সিস্টেম এবং বেশ কয়েকটি পিসি এফএসআরপি এর কারিগরী সহায়তার আওতায় সংগ্রহ করে স্থাপন করেছে। এসকল নতুন কম্পিউটার সিস্টেমের সাথে পুরানো সিস্টেম ও প্রোগ্রামসমূহর প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিমার্জনের কাজ সাফল্যের সাথে সম্পন্ন করা হয়েছে।

প্রকৌশল বিভাগ

১১.১৪। আলোচ্য বছরে বাংলাদেশ ব্যাংকের খুলনা অফিসের সংলগ্নী ভবনের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের নির্মাণাধীন ত্রিশতলা ভবনটির কাজ দ্রুত সমাপ্তকরণের লক্ষ্যে সুসমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংকের অন্যান্য কেন্দ্রসমূহে বিভিন্ন ধরনের নির্মাণ ও সংরক্ষণমূলক পূর্ত কাজসমূহর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে।

বার্ষিক হিসাব

ইস্যু বিভাগ ঃ দায় ও সম্পদ

১২.১। ১৯৯৫ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের ইস্যু বিভাগ থেকে মোট ৭,০৩০.৯৮ কোটি টাকার ব্যাংক নোট ইস্যু করা হয়, যা ১৯৯৪ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত ইস্যুকৃত ৫,৯৬৭.০০ কোটি টাকার তুলনায় ১,০৬৩.৯৮ কোটি টাকা বেশী ছিল। উল্লেখিত সময় পর্যন্ত ইস্যুকৃত নোটের বিপরীতে রক্ষিত সম্পদের মধ্যে ছিল ১০৯.৫৯ কোটি টাকার সোনা, ৪,০০০.০০ কোটি টাকার অনুমোদিত বৈদেশিক মুদ্রা, ৩৯.৫৮ কোটি টাকার কারেন্সী নোট ও ধাতব মুদ্রা, ২০৪.৭৩ কোটি টাকার বাংলাদেশ সরকারের ঋণপত্র এবং ২,৬৭৭.০৮ কোটি টাকার অভ্যন্তরীণ বিনিময় বিল ও অন্যান্য বাণিজ্যিক বিল। তুলনামূলকভাবে ১৯৯৪ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত ইস্যুকৃত নোটের বিপরীতে রক্ষিত সম্পদের মধ্যে ছিল ১০৯.১৬ কোটি টাকার সোনা, ৩,৪০০.০০ কোটি টাকার অনুমোদিত বৈদেশিক মুদ্রা, ১৬.৬০ কোটি টাকার কারেন্সী নোট ও ধাতব মুদ্রা, ২০৫.১৬ কোটি টাকার বাংলাদেশ সরকারের ঋণপত্র এবং ২,২৩৬.০৮ কোটি টাকার অভ্যন্তরীণ বিনিময় বিল ও অন্যান্য বাণিজ্যিক বিল।

১২.২। ইস্যু বিভাগের ১৯৯৫ সালের ৩০শে জুনের স্থিতিপত্র ৭৬-৭৭ নম্বর পৃষ্ঠায় দেয়া হয়েছে।

ব্যাংকিং বিভাগ ঃ দায় ও সম্পদ

১২.৩। আলোচ্য বছরে বিধিবদ্ধ তহবিলসমূহে নতুন কোন অর্থ সংরক্ষণ না করণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় এবং পল্লী ঋণ তহবিল হিসাবের সমন্বয় সাধন করায় উক্ত তহবিলের স্থিতি* ১৯৯৪ সালের ৩০শে জুনের ৫৭৪.৮৪ কোটি টাকা থেকে ৬.০৬ কোটি টাকা হ্রাস পেয়ে ৫৬৮.৭৮ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। সরকারী আমানতের পরিমাণ ১৯৯৪ সালের ৩০শে জুনের ০.৮৮ কোটি টাকার তুলনায় ০.৪৯ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৫ সালের ৩০শে জুনে ১.৩৭ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। ব্যাংকসমূহর আমানত ১৯৯৪ সালের ৩০শে জুনের ৪,৭৬৯.৪৫ কোটি টাকার তুলনায় ২,০৮১.৮৫ কোটি টাকা হ্রাস পেয়ে ১৯৯৫ সালের ৩০শে জুনে ২,৬৮৭.৬০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। অন্যান্য আমানত ১৯৯৪ সালের ৩০শে জুনের ৫,৪৬৬.০৫ কোটি টাকা থেকে ১৯৯৫ সালের ৩০শে জুনে ৫০.৬৯ কোটি টাকা হ্রাস পেয়ে ৫,৪১৫.৩৬ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। দেয় বিল খাতে স্থিতি ১৯৯৪ সালের ৩০শে জুনের ২০০.২৭ কোটি টাকা থেকে ২৯৫.২৯ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৫ সালের ৩০শে জুনে ৪৯৫.৫৬ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। অন্যান্য দায় ১৯৯৪ সালের ৩০শে জুনের ১,৬১১.১০ কোটি টাকার তুলনায় ১,৪৪৮.৩৩ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৫ সালের ৩০শে জুনে ৩,০৫৯.৪৩ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। এস, ডি, আর-এর পরিমাণ ১৯৯৫ সালের ৩০শে জুনে পূর্ববর্তী বছরের ৯১.৭৪ কোটি টাকায় অপরিবর্তিত থাকে।

১২.৪। ব্যাংকিং বিভাগের সম্পদ খাতে বাংলাদেশের বাইরে রক্ষিত সম্পদের স্থিতি ১৯৯৪ সালের ৩০শে জুনের ৭,৬১৯.৬৬ কোটি টাকা থেকে ৩০৮.৭০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৫ সালের ৩০শে জুনে ৭,৯২৮.৩৬** কোটি টাকায় দাঁড়ায়। সরকারকে প্রদত্ত ঋণ ও আগামের স্থিতি ১৯৯৫ সালের ৩০শে জুনে পূর্ববর্তী বছরের ২০.০০ কোটি টাকায় অপরিবর্তিত থাকে। অন্যান্য ঋণ ও আগামের স্থিতি ১৯৯৪ সালের ৩০শে জুনের ১,৩৮৮.৯৩ কোটি টাকা থেকে ৬৪৫.৯৭ কোটি টাকা হ্রাস পেয়ে ১৯৯৫ সালের ৩০শে জুনে ৭৪২.৯৬ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। বিনিয়োগ খাতে স্থিতির পরিমাণ ১৯৯৪ সালের ৩০শে জুনের ১,৫৪১.৭৪ কোটি টাকা থেকে ১২.৭৬ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৫ সালের ৩০শে জুনে ১,৫৫৪.৫০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। আই, এম, এফ এ রক্ষিত এস, ডি, আর-এর স্থিতি ১৯৯৫ সালের ৩০শে জুনে ২৭০.৯৪@

* ঋণ নিশ্চয়তা তহবিল (ক্রেডিট গ্যারান্টি ফান্ড) অন্তর্ভুক্ত নয়।

** নগদ ও স্বল্প মেয়াদী আমানতসহ।

@ ২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৫ হতে আই, এম, এফ এ রক্ষিত এস, ডি, আর-এর স্থিতি বাংলাদেশের বাইরে গচ্ছিত স্থিতির সাথে না দেখিয়ে আলাদাভাবে দেখানো হচ্ছে।

কোটি টাকায় দাঁড়ায়। অন্যান্য সম্পদ ১৯৯৪ সালের ৩০শে জুনের ২,১৪৯.২১ কোটি টাকা থেকে ৩৪০.৫৮ কোটি টাকা হ্রাস পেয়ে ১৯৯৫ সালের ৩০শে জুনে ১,৮০৮.৬৩ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

১২.৫। ব্যাংকিং বিভাগের ১৯৯৫ সালের ৩০শে জুনের স্থিতিপত্র ৭৮-৭৯ নম্বর পৃষ্ঠায় দেয়া হয়েছে।

লাভ-ক্ষতির তুলনামূলক হিসাব

১২.৬। বাংলাদেশ ব্যাংকের ১৯৯৩-৯৪ ও ১৯৯৪-৯৫ সালের লাভ-ক্ষতি হিসাবের একটি সংক্ষিপ্ত তুলনামূলক বিবরণ নিম্নে দেখানো হ'ল।

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	১৯৯৩-৯৪	১৯৯৪-৯৫	পরিবর্তন
১	২	৩	৪
মোট আয়	৬৬৫.১৩	৮৩৮.০৬	+ ১৭২.৯৩
মোট ব্যয়	১৮৮.৭১	২৩৯.৩৩	+ ৫০.৬২
প্রকৃত মুনাফা ঃ	৪৭৬.৪২	৫৯৮.৭৩	+ ১২২.৩১

১২.৭। উপরোক্ত হিসাব থেকে দেখা যায় যে, ১৯৯৩-৯৪ সালের তুলনায় ১৯৯৪-৯৫ সালে মোট আয় ১৭২.৯৩ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। পক্ষান্তরে, এ সময়ে মোট ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে ৫০.৬২ কোটি টাকা। ফলে, আলোচ্য বছরে প্রকৃত মুনাফা ১২২.৩১ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। আলোচ্য বছরে ঋণ নিশ্চয়তা তহবিল এবং বিভিন্ন বিধিবদ্ধ তহবিলে (Statutory Fund) কোন টাকা স্থানান্তর না করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় সরকারকে নীট্ লাভের প্রদানযোগ্য অংকের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫৯৮.৭৩ কোটি টাকা। এ থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওনা বাবদ মোট ৭৯.৯৬ কোটি টাকা সমন্বয়ের পর সরকারী কোষাগারে প্রদেয় লভ্যাংশের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫১৮.৭৭ কোটি টাকা।

১২.৮। ১৯৯৫ সালের ৩০শে জুনে সমাপ্ত অর্থ বছরের বাংলাদেশ ব্যাংকের লাভ-ক্ষতির হিসাব ৮০-৮১ পৃষ্ঠায় দেয়া হয়েছে।

হিসাব নিরীক্ষক নিয়োগ

১২.৯। বাংলাদেশ ব্যাংক আদেশ, ১৯৭২-এর ৬৫ (১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশ ব্যাংকের ১৯৯৪-৯৫ সালের হিসাব নিরীক্ষণের জন্য দু'টি চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট প্রতিষ্ঠান যথাঃ এম, এ, মালেক এন্ড কোম্পানী এবং মেসার্স আজিজ হালিম আনোয়ার এন্ড কোম্পানীকে নিয়োগ প্রদান করে। ১৯৯৫ সালের ৩০শে জুনে সমাপ্ত অর্থ বছরে ব্যাংকের স্থিতিপত্র ও লাভ-ক্ষতির হিসাব সম্পর্কে হিসাব নিরীক্ষকদের প্রতিবেদন ৮২ নম্বর পৃষ্ঠায় দেয়া হয়েছে।

প্রশংসা জ্ঞাপন

১২.১০। আলোচ্য বছরে ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ যে বিশেষ আনুগত্য ও আন্তরিক কর্তব্যপরায়ণতা সহকারে তাঁদের দায়িত্ব পালন করেন তা সম্পর্কে ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদ সপ্রশংস উপলব্ধি লিপিবদ্ধ করেন।

স্থিতিপত্র

ও

লাভ-ক্ষতির হিসাব

(৩০শে জুন, ১৯৯৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের)

বাংলাদেশ
স্থিতি
ইস্যু

দায়

বিবরণ	৩০শে জুন, ১৯৯৫		৩০শে জুন, ১৯৯৪	
	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা
১	২	৩	৪	৫
ব্যাংকিং বিভাগে রক্ষিত নোট	৪৬,৪০,৬৩৫		৭৯,৫৪,২১০	
প্রচলিত নোট*	৭০৩০,৫১,৩৯,০২৫		৫৯৬৬,২০,১৩,০৪০	
মোট প্রচলিত নোট*		৭০৩০,৯৭,৭৯,৬৬০		৫৯৬৬,৯৯,৬৭,২৫০
মোট দায় ঃ		৭০৩০,৯৭,৭৯,৬৬০		৫৯৬৬,৯৯,৬৭,২৫০

* বাতিলকৃত পাকিস্তানী নোট যা বাজার হতে প্রত্যাহৃত হয়েছে তদ্‌পরিবর্তে পাকিস্তান সরকার/স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান-এর উপর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার/বাংলাদেশ ব্যাংকের দাবি রয়েছে। চালুকৃত নোটের পরিমাণ সম্বন্ধীয় উল্লিখিত বিবরণী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার/বাংলাদেশ ব্যাংকের উক্ত দাবি সম্পর্কে কোন প্রতিকূলতা সৃষ্টি করবে না।

ব্যাংক

পত্র

বিভাগ

সম্পদ

বিবরণ	৩০শে জুন, ১৯৯৫		৩০শে জুন, ১৯৯৪	
	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা
১	২	৩	৪	৫
ক) স্বর্ণ মুদ্রা ও স্বর্ণ বার	১০৯,৫৮,৭৬,০০০		১০৯,১৫,৯৭,০০০	
রৌপ্য বার	–		–	
আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলে রক্ষিত এস, ডি, আর	–		–	
অনুমোদিত বৈদেশিক মুদ্রা	৪০০০,০০,০০,০০০	৪১০৯,৫৮,৭৬,০০০	৩৪০০,০০,০০,০০০	৩৫০৯,১৫,৯৭,০০০
খ) টাকা মুদ্রা	৩৯,৫৮,১৮,৩৬৯		১৬,৬০,০৫,৯৫৯	
বাংলাদেশ সরকারের ঋণপত্র**	২০৪,৭২,৫৫,০৮৬		২০৫,১৫,৩৪,০৮৬	
অভ্যন্তরীণ বিনিময় বিল ও অন্যান্য বাণিজ্যিক বিল	২৬৭৭,০৮,৩০,২০৫	২৯২১,৩৯,০৩,৬৬০	২২৩৬,০৮,৩০,২০৫	২৪৫৭,৮৩,৭০,২৫০
মোট সম্পদ ঃ		৭০৩০,৯৭,৭৯,৬৬০		৫৯৬৬,৯৯,৬৭,২৫০

** পাকিস্তানী নোটের পরিবর্তে বাংলাদেশী নোট ইস্যু করার জন্য সম্পদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সৃষ্ট বিশেষ এডহক ট্রেজারী বিলও এর অন্তর্ভুক্ত।

- = নেই।

দায়

বিবরণ	৩০শে জুন, ১৯৯৫		৩০শে জুন, ১৯৯৪	
	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা
১	২	৩	৪	৫
পরিশোধিত মূলধন		৩,০০,০০,০০০		৩,০০,০০,০০০
সংরক্ষিত তহবিল		৩,০০,০০,০০০		৩,০০,০০,০০০
পল্লী ঋণ তহবিল		২২০,০০,০০,০০০		২২৬,০৫,৯৫,৫০০
শিল্প ঋণ তহবিল		৬৩,৭৮,৫২,৪৫০		৬৩,৭৮,৫২,৪৫০
রপ্তানী ঋণ তহবিল		৬৫,০০,০০,০০০		৬৫,০০,০০,০০০
কৃষি ঋণ স্থিতিশীলকরণ তহবিল		২২০,০০,০০,০০০		২২০,০০,০০,০০০
আমানত				
ক) সরকার	১,৩৭,৪২,৫৪৫		৮৭,৮৪,২৭৫	
খ) ব্যাংক	২৬৮৭,৫৯,৬৮,৩৭৬		৪৭৬৯,৪৪,৭৫,৯৪৭	
গ) অন্যান্য	৫৪১৫,৩৬,৪৭,৪১৪	৮১০৪,৩৩,৫৮,৩৩৫	৫৪৬৬,০৫,১৯,৮৭৯	১০২৩৬,৩৭,৮০,১০১
এস, ডি, আর-এর বরাদ্দ		৯১,৭৪,৩১,২০৬		৯১,৭৪,৩১,২০৬
দেয় বিল		৪৯৫,৫৬,২৬,৮৭৪		২০০,২৬,৯০,৭৫৫
অন্যান্য দায়		৩০৫৯,৪২,৭৮,২১৬		১৬১১,০৯,৮৭,১১৬
মোট দায় ঃ		১২৩২৫,৮৫,৪৭,০৮১		১২৭২০,৩৩,৩৭,১২৮

সম্পদ

বিবরণ	৩০শে জুন, ১৯৯৫		৩০শে জুন, ১৯৯৪	
	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা
১	২	৩	৪	৫
নোট		৪৬,৪০,৬৩৫		৭৯,৫৪,২১০
টাকা মুদ্রা		–		–
সম্পূরক মুদ্রা		৩৯৯		৩৭৭
ক্রীত ও বাট্টাকৃত বিল				
ক) অভ্যন্তরীণ	–		–	
খ) বৈদেশিক	–		–	
গ) সরকারী ট্রেজারী বিল	–	–	–	–
বাংলাদেশের বাইরে				
রক্ষিত স্থিতি*		৭৯২৮,৩৫,৮৭,২৮৮		৭৬১৯,৬৫,৫৮,৬৪২
আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলে				
রক্ষিত এস, ডি, আর		২৭০,৯৩,৬৫,৭৬৪		–
সরকারকে প্রদত্ত ঋণ ও আগাম		২০,০০,০০,০০০		২০,০০,০০,০০০
অন্যান্য ঋণ ও আগাম		৭৪২,৯৬,৪৫,৬৯০		১৩৮৮,৯৩,১৫,০৬৯
বিনিয়োগ		১৫৫৪,৫০,২৪,৮৪০		১৫৪১,৭৪,৪৫,৮৪০
অন্যান্য সম্পদ		১৮০৮,৬২,৮২,৪৬৫		২১৪৯,২০,৬২,৯৯০
মোট সম্পদ ঃ		**১২৩২৫,৮৫,৪৭,০৮১**		**১২৭২০,৩৩,৩৭,১২৮**

* নগদ মুদ্রা ও স্বল্প মেয়াদী ঋণপত্র এর অন্তর্ভুক্ত।

- = নেই।

লাভ-ক্ষতির হিসাব

	৩০শে জুন, ১৯৯৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের	৩০শে জুন, ১৯৯৪ তারিখে সমাপ্ত বছরের
আয়	টাকা	টাকা
সুদ, বাট্টা, বিনিময়, কমিশন ইত্যাদি	৮৩৮,০৫,৯২,৫১৬	৬৬৫,১৩,২৬,০৩৬
ব্যয়		
প্রাতিষ্ঠানিক বেতন ও ভাতাদি	৭০,৪১,৫৪,৭০২	৫৬,৪১,৭৪,৬৩৯
পরিচালকবৃন্দের ফি ও ভাতাদি	৩২,০০০	৫৩,৩০০
নিরীক্ষকদের ফি	২,০০,০০০	১,৪০,০০০
ভাড়া, কর, বীমা, বিদ্যুৎ ইত্যাদি	৪,৫৪,১৮,০৫৯	৪,৪২,৬৭,২৩২
আইন খরচ	৩০,২৯,১০০	১৪,৯৩,৭৫৬
ডাক ও তার খরচ	৪৫,২২,৪৪৬	৪৮,৭৪,১৪২
খাজনা প্রেরণ খরচ	৮৯,৬৬,৮৫৯	৯১,১৫,৩১৮
মুদ্রণ ও লেখ-সামগ্রী	১,৬৭,১৮,৩০০	২,০০,২২,০৪৬
সিকিউরিটি প্রিন্টিং	১৩,৭৮,৮২,০০৯	৩৪,৯৫,৪৮,৯৩৬
ব্যাংক সম্পদের অবচয়	৫,১৯,০৬,০৫২	৪,৯৫,২৩,৩৩০
ব্যাংক সম্পদের মেরামত	১,৪৪,৪২,৭৯৭	১,৫৫,৪৬,৭০১
এজেন্সী খরচ	২৩,১৬,৮৫,৩৭৯	১১,০৫,৯৩,৬৯১
আই, এম, এফ খরচ	২৩,৬৪,৪৩,২৯৬	২০,৫০,০০,২৬৯
সুদ ভর্তুকি	—	—
আমানতের উপর সুদ	৪৯,৭০,৮২,৮৮৩	২২,৬৯,৭৭,৯২৭
কর্মচারী ভবিষ্য তহবিলের উপর সুদ	১০,৩৮,৪৭,৫৫০	৮,০৪,১৩,৭৫৭
সাধারণ ভবিষ্য তহবিলের উপর সুদ	১,৬১,৫৩,১৮৩	১,০৯,৭২,২১৭
এ, সি, ইউ লেনদেনের উপর সুদ	১৬,৮০,৮৩,২১৩	৩,৮৯,৯৯,১৮৬
বিবিধ খরচ	১৫,২৭,০২,৯৭৪	১৫,৫৩,৭৯,৭৮৪
প্রকৃত লাভ ঃ	৫৯৮,৭৩,২১,৭১৪	৪৭৬,৪২,২৯,৮০৫
মোট ঃ	৮৩৮,০৫,৯২,৫১৬	৬৬৫,১৩,২৬,০৩৬

— = নেই।

লাভ-ক্ষতির হিসাব

	৩০শে জুন, ১৯৯৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের টাকা	৩০শে জুন, ১৯৯৪ তারিখে সমাপ্ত বছরের টাকা
লাভ আবন্টন		
সংরক্ষিত তহবিলে স্থানান্তরিত	-	-
পল্লী ঋণ তহবিলে স্থানান্তরিত	-	১৫,০০,০০,০০০
শিল্প ঋণ তহবিলে স্থানান্তরিত	-	৪,০০,০০,০০০
রপ্তানী ঋণ তহবিলে স্থানান্তরিত	-	৪,০০,০০,০০০
কৃষি ঋণ স্থিতিশীলকরণ তহবিলে স্থানান্তরিত	-	১৫,০০,০০,০০০
ঋণ নিশ্চয়তা তহবিলে স্থানান্তরিত	-	২,০০,০০,০০০
সরকারকে প্রদেয় অর্থের পরিমাণ	৫৯৮,৭৩,২১,৭১৪	৪৩৬,৪২,২৯,৮০৫
স্থিতি	-	-
মোট :	৫৯৮,৭৩,২১,৭১৪	৪৭৬,৪২,২৯,৮০৫

সংরক্ষিত তহবিলের হিসাব

	৩০শে জুন, ১৯৯৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের	৩০শে জুন, ১৯৯৪ তারিখে সমাপ্ত বছরের
স্থিতি	৩,০০,০০,০০০	৩,০০,০০,০০০
লাভ-ক্ষতির হিসাব হতে স্থানান্তর	—	—
মোটঃ	৩,০০,০০,০০০	৩,০০,০০,০০০

– = নেই।

মোঃ রবিউল ইসলাম
মহাব্যবস্থাপক (হিসাব)

মহবুবুর রহমান খান
ডেপুটি গভর্নর

খোরশেদ আলম
গভর্নর

হিসাব নিরীক্ষকদের প্রতিবেদন

প্রতি ঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার,

আমরা বাংলাদেশ ব্যাংকের ঢাকায় অবস্থিত প্রধান কার্যালয় এবং অন্যান্য ৯টি শাখা অফিসে রক্ষিত হিসাবের বই ও নথিপত্রের সংগে ১৯৯৫ সালের ৩০শে জুন তারিখে প্রস্তুতকৃত ইস্যু বিভাগ ও ব্যাংকিং বিভাগের স্থিতিপত্রদ্বয় এবং উক্ত তারিখে সমাপ্ত বৎসরের লাভ-ক্ষতি হিসাব পরীক্ষা করিয়াছি। এই পরীক্ষা কাজ সম্পাদনের জন্য আমরা যে সব তথ্য ও ব্যাখ্যা দরকার মনে করিয়াছি তাহা সম্পূর্ণ এবং সন্তোষজনকভাবে পাইয়াছি। আমাদের মতে স্থিতিপত্রদ্বয় পূর্ণাংগ ও যথাযথভাবে প্রস্তুত করা হইয়াছে এবং এইগুলিতে সকল প্রয়োজনীয় তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। আমাদিগকে প্রদত্ত তথ্য, ব্যাখ্যা এবং হিসাবের বই অনুসারে এই স্থিতিপত্রদ্বয় ১৯৯৫ সালের ৩০শে জুন তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকের বিষয়াদি সত্য এবং সঠিকভাবে প্রদর্শন করে।

ঢাকা
২২শে শ্রাবণ, ১৪০২ বাং
৬ই আগস্ট, ১৯৯৫ ইং

এম, এ, মালেক এন্ড কোং
চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস

আজিজ হালিম আনোয়ার এন্ড কোং
চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস

পরিশিষ্ট

বাংলাদেশ ঃ কিছু নির্বাচিত পরিসংখ্যান

বাংলাদেশ ঃ কিছু নির্বাচিত পরিসংখ্যান

সারণী - ১

আয়তন ও জনসংখ্যা

বছর (জুন শেষে)	আয়তন (বর্গ কিলোমিটার)	জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	জনসংখ্যার ঘনত্ব	
			মোট আয়তনের প্রতি বর্গ কিলোমিটারে	চাষযোগ্য জমির প্রতি বর্গ কিলোমিটারে
১	২	৩	৪	৫
১৯৯০-৯১	১,৪৩,৯৯৮	১১০.৫	৭৪৯	১,১২৯
১৯৯১-৯২	১,৪৭,৫৭০	১১১.৪	৭৫১	১,১৪২
১৯৯২-৯৩	১,৪৭,৫৭০	১১৩.২	৭৬৭	১,১৬১
১৯৯৩-৯৪	১,৪৭,৫৭০	১১৫.৬	৭৮৩	১,১৮৫
১৯৯৪-৯৫সা	১,৪৭,৫৭০	১১৭.৭	৭৯৮	১,২০৭

উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।
সা সাময়িক।

জাতীয় আয়, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ

সারণী - ২

(কোটি টাকায়)

দফা/খাতসমূহ	১৯৯০-৯১	শতকরা পরিবর্তন	১৯৯১-৯২	শতকরা পরিবর্তন	১৯৯২-৯৩	শতকরা পরিবর্তন	১৯৯৩-৯৪	শতকরা পরিবর্তন	১৯৯৪-৯৫	শতকরা পরিবর্তন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১। জিডিপি (১৯৮৪-৮৫'র স্থির উপাদান খরচে)	৪৮,৩৫৩.৫	৩.০৩	৫০,২১৭.০	৩.৮৫	৫২,১৪৬.৫	৩.৮৪	৫৪,২৪৪.০	৪.০২	৫৬,৩৯০.০	৩.৯৬
২। জিডিপি (১৯৮৪-৮৫'র স্থির বাজার মূল্যে)	৫১,৪৪৪.২	৩.৪০	৫৩,৬১৮.৯	৪.২৩	৫৬,০২২.৯	৪.৪৮	৫৮,৩৮৪.০	৪.২১	৬০,৯৭৯.৩	৪.৪৪
৩। জিডিপি (চলতি বাজার মূল্যে)	৮৩,৪৩৯.২	১৩.১৩	৯০,৬৫০.২	৮.৬৪	৯৪,৮০৬.৫	৪.৫৮	১,০৩,০৩৬.৫	৮.৬৮	১,১৭,০২৬.১	১৩.৫৮
৪। মোট বিনিয়োগ	৯,৫৯৫.৫	১.৬২	১০,৯৮৫.১	১৪.৪৮	১৩,৫২১.৪	২৩.০৯	১৫,৮৯২.৭	১৭.৫৪	১৯,৪৬৫.১	২২.৪৮
(চলতি বাজার মূল্যে)	১১.৫০*		১২.১২*		১৪.২৬*		১৫.৪২*		১৬.৬৩*	
৫। মোট অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়	৩,৪৪৫.৬	৭১.৪৪	৫,২৯৩.৩	৫৩.৬২	৬,৫৮৮.৯	২৪.৪৮	৭,৬৭৬.২	১৬.৫০	৯,০৬৯.৫	১৮.১৫
(চলতি বাজার মূল্যে)	৪.১৩**		৫.৮৪**		৬.৯৫**		৭.৪৫**		৭.৭৫**	
৬। জিডিপি'র খাতওয়ারী বিতরণ (১৯৮৪-৮৫'র স্থির বাজার মূল্যে)	জিডিপি'র অংশ		জিডিপি'র অংশ		জিডিপি'র অংশ		জিডিপি'র অংশ		জিডিপি'র অংশ	
	টাকা	শতকরা হিসেবে	টাকা	শতকরা হিসেবে	টাকা	শতকরা হিসেবে	টাকা	শতকরা হিসেবে	টাকা	শতকরা হিসেবে
ক) কৃষি	১৯,৩৪২.১	৩৭.৬০	১৯,৭৬৬.২	৩৬.৮৬	২০,১২৩.০	৩৫.৯২	২০,১৯১.৫	৩৪.৫৮	১৯,৯৮২.২	৩২.৭৭
		(১.৬)		(২.২)		(১.৮)		(০.৩)		(-১.০)
খ) শিল্প	৫,০৪২.৩	৯.৮০	৫,৪১১.৭	১০.০৯	৫,৯০৩.৩	১০.৫৪	৬,৩৬৬.৫	১০.৯০	৬,৯১৬.৫	১১.৩৪
		(২.৪)		(৭.৩)		(৯.১)		(৭.৮)		(৮.৬)
গ) নির্মাণ	৩,১০৮.৭	৬.০৪	৩,২৪৭.১	৬.০৬	৩,৪০৩.২	৬.০৮	৩,৬০৭.৪	৬.১৮	৩,৮৫৯.৩	৬.৩৩
		(৪.৫)		(৪.৫)		(৪.৮)		(৬.০)		(৭.০)
ঘ) গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি ও স্যানিটারী	৬৭০.৪	১.৩০	৭৮৭.৬	১.৪৭	৮৯৩.৩	১.৫৯	১,০১৮.৪	১.৭৫	১,১৩৩.৯	১.৮৬
		(২০.৬)		(১৭.৫)		(১৩.৪)		(১৪.০)		(১১.৩)
ঙ) অন্যান্য	২৩,২৮০.৭	৪৫.২৬	২৪,৪০৬.৩	৪৫.৫২	২৫,৭০০.১	৪৫.৮৭	২৭,২০০.২	৪৬.৫৯	২৯,০৮৭.৪	৪৭.৭০
		(৪.৬)		(৪.৮)		(৫.৩)		(৫.৮)		(৬.৯)
মোট ঃ	৫১,৪৪৪.২	১০০.০০	৫৩,৬১৮.৯	১০০.০০	৫৬,০২২.৯	১০০,০০	৫৮,৩৮৪.০	১০০.০০	৬০,৯৭৯.৩	১০০.০০

উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

নোটঃ বন্ধনীভুক্ত সংখ্যাসমূহ খাতওয়ারী প্রবৃদ্ধির হার নির্দেশক।

* জিডিপি'র (চলতি বাজার মূল্যে) শতকরা ভাগ হিসেবে মোট বিনিয়োগ।

** জিডিপি'র (চলতি বাজার মূল্যে) শতকরা ভাগ হিসেবে মোট অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়।

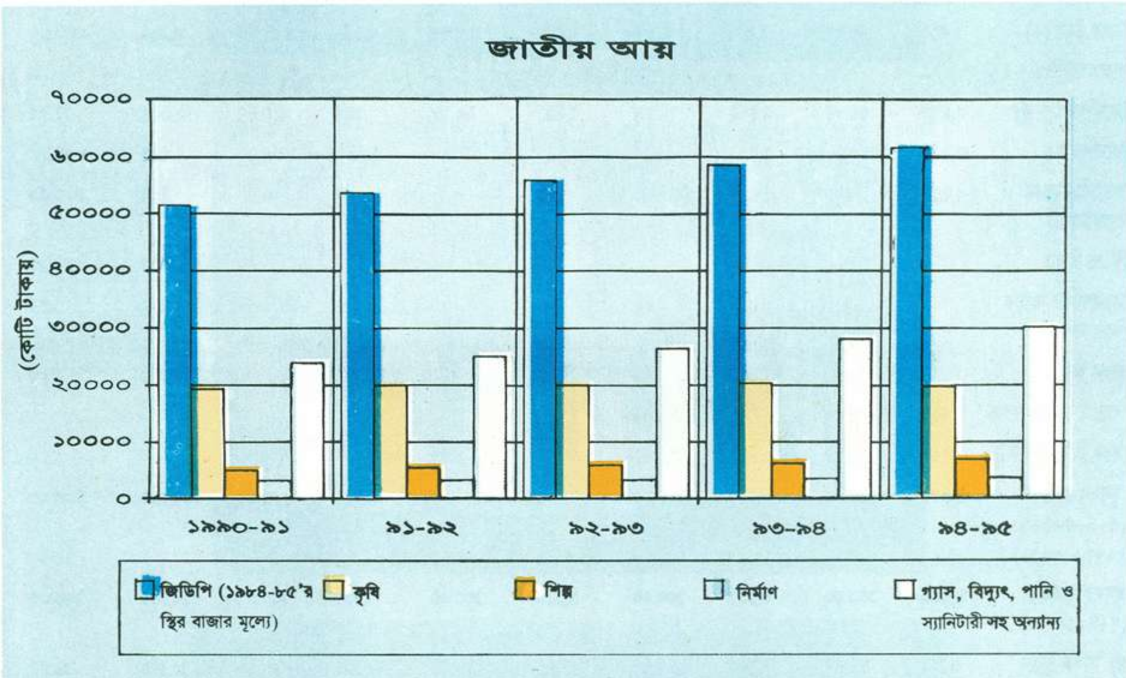

জাতীয় আয়
৭০০০০
৬০০০০
৫০০০০
৪০০০০
৩০০০০
২০০০০
১০০০০
০
(কোটি টাকায়)
১৯৯০-৯১
৯১-৯২
৯২-৯৩
৯৩-৯৪
৯৪-৯৫
জিডিপি (১৯৮৪-৮৫'র স্থির বাজার মূল্যে)
কৃষি
শিল্প
নির্মাণ
গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি ও স্যানিটারীসহ অন্যান্য

সারণী - ৩

সরকারী অর্থসংস্থান এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি)

(কোটি টাকায়)

খাতসমূহ	১৯৯০-৯১	শতকরা ভাগ হিসেবে	১৯৯১-৯২	শতকরা ভাগ হিসেবে	১৯৯২-৯৩	শতকরা ভাগ হিসেবে	১৯৯৩-৯৪	শতকরা ভাগ হিসেবে	১৯৯৪-৯৫	শতকরা ভাগ হিসেবে
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১। **রাজস্ব আয় ঃ**	**৭,৮২২**	**১০০.০০**	**৯,৫১৭**	**১০০.০০**	**১১,০৬০**	**১০০.০০**	**১২,২৮০**	**১০০.০০**	**১৪,২১০**	**১০০.০০**
(ক) কর	৬,৩৮৩	৮১.৬০	৭,৭৪১	৮১.৩৪	৯,০৩০	৮১.৬৫	৯,৮৮০	৮০.৪৬	১১,১১০	৭৮.১৮
(খ) কর বহির্ভূত	১,৪৩৯	১৮.৪০	১,৭৭৬	১৮.৬৬	২,০৩০	১৮.৩৫	২,৪০০	১৯.৫৪	৩,১০০	২১.৮২
২। **রাজস্ব ব্যয়**	**৭,৩১০**		**৭,৯০০**		**৮,৫১০**		**৯,১৫০**		**১০,৩০০**	
৩। রাজস্ব উদ্বৃত্ত (+)	৫১২	৭.৩২	১,৬১৭	১৯.৮৩	২,৫৫০	২৭.৭৫	৩,১৩০	৩১.৬৪	৩,৯১০	৩২.০৭
রাজস্ব ঘাটতি (-)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
৪। বৈদেশিক অনুদান	২,৫৭৫	৩৬.৮৪	২,৪৪২	২৯.৯৪	২,৬৯১	২৯.২৮	২,০৪৪	২০.৬৭	২,৬২৫	২১.৫৩
৫। বৈদেশিক ঋণ	৩,৫২৮	৫০.৪৮	৩,৫৯৭	৪৪.১০	৩,৬৭৪	৩৯.৯৮	৪,৪৪৩	৪৪.৯২	৪,৩৬৯	৩৫.৮৩
৬। অভ্যন্তরীণ মূলধন বাজেটের নীট্	(-) ৫৫৭	(-) ৭.৯৭	(-) ৫৩৯	(-) ৬.৬১	১৫	০.১৬	৭৮	০.৭৯	৪০২	৩.৩০
৭। টি এন্ড টি বন্ড	–	–	–	–	–	–	–	–	২৩৫	১.৯৩
৮। স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার নিজস্ব সম্পদ	–	–	৬৭৭	৮.৩০	২৬০	২.৮৩	১৯৬	১.৯৮	১৮২	১.৪৯
৯। ব্যাংক ঋণ	–	–	–	–	–	–	–	–	৪৭০	৩.৮৫
১০। বাজেট বহির্ভূত সম্পদ	৩৮৩	৫.৪৮	৩৬২	৪.৪৪	–	–	–	–	–	–
১১। সরকারী হিসাব (নীট্)	৫৪৯	৭.৮৫	–	–	–	–	–	–	–	–
১২। **মূলধন প্রাপ্তি** (৩+৪+৫+৬+৭ +৮+৯+১০+১১)	**৬,৯৯০**	**১০০.০০**	**৮,১৫৬**	**১০০.০০**	**৯,১৯০**	**১০০.০০**	**৯,৮৯১**	**১০০.০০**	**১২,১৯৩**	**১০০.০০**
১৩। **মূলধন ব্যবহার** (গ+ঘ+ঙ+চ+ছ)	**৬,৯৯০**	**১০০.০০**	**৮,১৫৬**	**১০০.০০**	**৯,১৯০**	**১০০.০০**	**৯,৮৯১**	**১০০.০০**	**১২,১৯৩**	**১০০.০০**
গ) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি)	৬,১২১	৮৭.৫৭	৭,১৫০	৮৭.৬৭	৮,১২১	৮৮.৩৭	৯,৬০০	৯৭.০৬	১১,১৫০	৯১.৪৫
১। অভ্যন্তরীণ	(৭৭১)	(১২.৬০)	(১,৭৮৭)	(২৪.৯৯)	(২,১৩০)	(২৬.২৩)	(৩,৪৪০)	(৩৫.৮৩)	(৪,৭৯৮)	(৪৩.০৩)
২। বৈদেশিক	(৫,৩৫০)	(৮৭.৪০)	(৫,৩৬৩)	(৭৫.০১)	(৫,৯৯১)	(৭৩.৭৭)	(৬,১৬০)	(৬৪.১৭)	(৬,৩৫২)	(৫৬.৯৭)
(ঘ) কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী	৫১০	৭.৩০	৫৬৪	৬.৯১	৪১৮	৪.৫৫	৫৪৭	৫.৫৩	৬৯০	৫.৬৬
(ঙ) এডিপি বহির্ভূত প্রকল্পসমূহ	৮০	১.১৪	১১৮	১.৪৫	১১৭	১.২৭	১১৯	১.২০	৮৯	০.৭৩
(চ) খাদ্য বাজেটের নীট্ ব্যয়	২৩৪	৩.৩৫	৩০৪	৩.৭৩	৫০৬	৫.৫১	(-) ৪০৬	(-) ৪.১০	২৬৪	২.১৬
(ছ) অন্যান্য	৪৫	০.৬৪	২০	০.২৪	২৮	০.৩০	৩১	০.৩১	–	–

উৎস ঃ বাজেটের সংক্ষিপ্ত বিবরণী, ১৯৯১-৯২ থেকে ১৯৯৫-৯৬ পর্যন্ত, অর্থ মন্ত্রণালয়।

- = নেই।

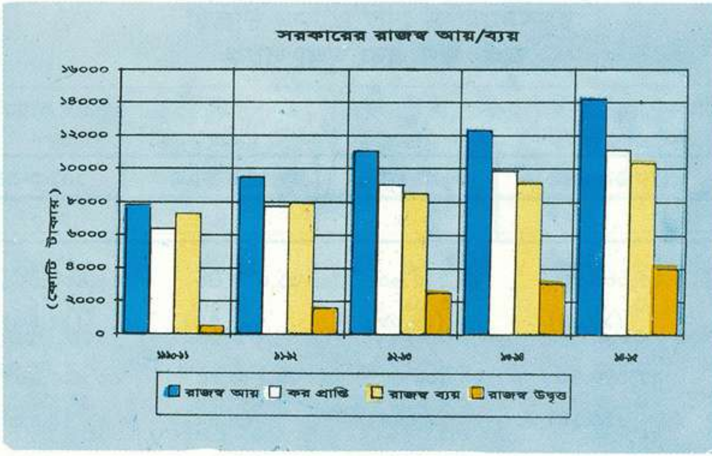
সরকারের রাজস্ব আয়/ব্যয়
১৬০০০
১৪০০০
১২০০০
১০০০০
৮০০০
৬০০০
৪০০০
২০০০
০
(কোটি টাকায়)
১৯৯০-৯১
৯১-৯২
৯২-৯৩
৯৩-৯৪
৯৪-৯৫
রাজস্ব আয়
কর প্রাপ্তি
রাজস্ব ব্যয়
রাজস্ব উদ্বৃত্ত

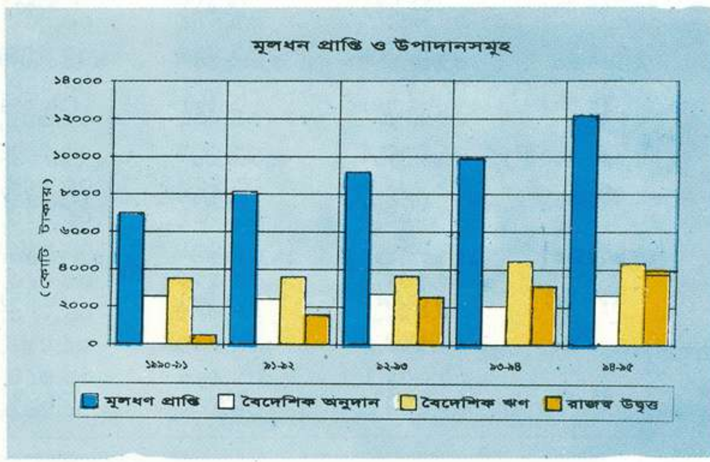
মূলধন প্রাপ্তি ও উপাদানসমূহ
১৪০০০
১২০০০
১০০০০
৮০০০
৬০০০
৪০০০
২০০০
০
(কোটি টাকায়)
১৯৯০-৯১
৯১-৯২
৯২-৯৩
৯৩-৯৪
৯৪-৯৫
মূলধণ প্রাপ্তি
বৈদেশিক অনুদান
বৈদেশিক ঋণ
রাজস্ব উদ্বৃত্ত

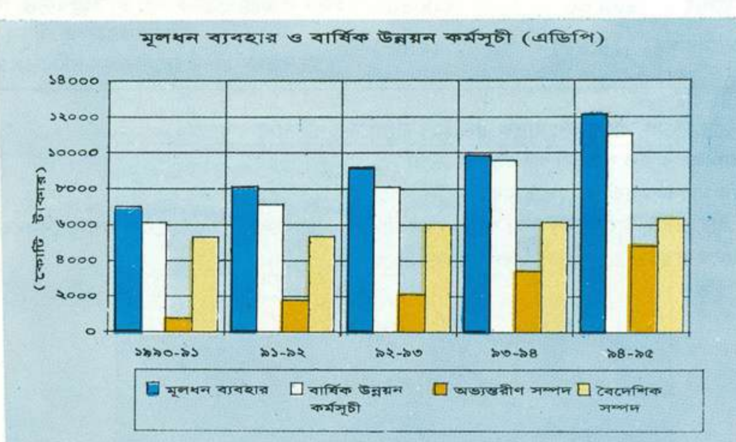
মূলধন ব্যবহার ও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি)
১৪০০০
১২০০০
১০০০০
৮০০০
৬০০০
৪০০০
২০০০
০
(কোটি টাকায়)
১৯৯০-৯১
৯১-৯২
৯২-৯৩
৯৩-৯৪
৯৪-৯৫
মূলধন ব্যবহার
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী
অভ্যন্তরীণ সম্পদ
বৈদেশিক সম্পদ

সারণী - ৪

অর্থ, ঋণ এবং মূল্য সূচক

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	১৯৯০-৯১	১৯৯১-৯২	১৯৯২-৯৩	১৯৯৩-৯৪	১৯৯৪-৯৫
১	২	৩	৪	৫	৬
১। ব্রড মানি (এম-২)*	২৫,০০৪.৩০	২৮,৫২৫.৯০	৩১,৫৩৫.৬০	৩৬,৪০৩.০০	৪২,২১২.৩০
	(১২.১৪)	(১৪.০৮)	(১০.৫৫)	(১৫.৪৩)	(১৫.৯৬)
২। মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ*	**২৫,৩৬৮.৪০**	**২৭,২০৮.৩০@**	**২৯,২৭৩.৮০@**	**৩০,৬৯৫.২০@**	**৩৬,০৮৫.৩০@**
	(১০.১৪)	(৭.২৫)@@	(৭.৫৯)	(৪.৮৬)	(১৭.৫৬)
(ক) সরকারী খাত (রাষ্ট্রায়ত্ত খাতসহ)	৭,৫৪৫.৫০	৯,২৬৯.১০@	৯,৯৫৬.৪০@	৯,৭২২.৮০@	১০,১৬৪.৩০@
	(৭.৩৬)	(২২.৮৪)	(৭.৪১)	(-২.৩৫)	(৪.৫৪)
(খ) সরকারী খাত	২,১৮৭.৮০	৩,৬২৫.৬০@	৩,৯২২.১০@	৪,৬৮২.০০@	৪,৬১৪.০০@
	(৮.৪৮)	(৬৫.৭২)	(৮.১৮)	(১৯.৩৭)	(-১.৪৫)
(গ) রাষ্ট্রায়ত্ত খাত	৫,৩৫৭.৭০	৫,৬৪৩.৫০	৬,০৩৪.৩০	৫,০৪০.৮০	৫,৫৫০.৩০
	(৬.৯১)	(৫.৩৩)	(৬.৯২)	(-১৬.৪৬)	(১০.১১)
(ঘ) বেসরকারী খাত	১৭,৮২২.৯০	১৭,৯৩৯.২০	১৯,৩১৭.৪০	২০,৯৭২.৪০	২৫,৯২১.০০
	(১১.৩৬)	(০.৬৫)@@	(৭.৬৮)	(৮.৫৭)	(২৩.৬০)
৩। জিডিপি'র (চলতি বাজার মূল্যে) শতকরা হিসেবে ব্রড মানি	২৯.৯৭	৩১.৪৭	৩৩.২৬	৩৫.৩৩	৩৬.০৭
৪। ঢাকা মহানগরীর মধ্য আয়ের পরিবারসমূহর ভোক্তা-মূল্যের সাধারণ সূচক (বারো মাসের গড়)	৬৮৯.০০	৭২৪.০০	৭৩৪.০০	৭৪৭.০০	৭৮৬.০০
	(৮.৮৫)	(৫.০৮)	(১.৩৮)	(১.৭৭)	(৫.২২)

উৎস ঃ (১) পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং (২) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

নোট ঃ বন্ধনীর সংখ্যাসমূহ বার্ষিক শতকরা পরিবর্তন নির্দেশক।

@ সরকার কর্তৃক ব্যাংকসমূহর অনুকূলে ইস্যুকৃত বন্ডসমূহ এতে সমন্বয় করে দেখানো হয়েছে।

@@ মওকুফকৃত পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষি ঋণের টাকা বাদ না দেয়া হলে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ ও বেসরকারী খাতে ঋণ বৃদ্ধির হার দাঁড়াত যথাক্রমে শতকরা ১৪.৭ ভাগ এবং শতকরা ১১.৩ ভাগ।

* জুন শেষের স্থিতি।

সা সাময়িক।

সারণী - ৫

রিজার্ভ মুদ্রা ও তার উপাদানসমূহ

(কোটি টাকায়)

বছর (জুন শেষে)	ব্যাংক বহির্ভূত মুদ্রা	তফসিলী ব্যাংকসমূহর নিজস্ব সিন্দুকে নগদ জমা	তফসিলী ব্যাংকসমূহ কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা*	অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা	রিজার্ভ মুদ্রা** (২+৩+৪+৫)
১	২	৩	৪	৫	৬
১৯৭৪-৭৫	২৯০.২০	২৬.৬০	৯২.৫০	০.১০	৪০৯.৪০
১৯৭৫-৭৬	৩২৯.৮০	৩৪.৩০	৯৮.০০	০.১০	৪৬২.২০
১৯৭৬-৭৭	৩৫৬.৩০	৬৫.৫০	১২৪.৪০	০.২০	৫৪৬.৪০
১৯৭৭-৭৮	৫০৪.৩০	৬৬.৪০	১১৫.৮০	০.৩০	৬৮৬.৮০
১৯৭৮-৭৯	৬১৩.৩০	৮০.০০	১৬২.৮০	০.১০	৮৫৬.২০
১৯৭৯-৮০	৬৯৩.৪০	১০৩.২০	২৪৭.০০	০.২০	১,০৪৩.৮০
১৯৮০-৮১	৯১৪.৮০	১২৬.২০	২৯৪.১০	০.২০	১,৩৩৫.৩০
১৯৮১-৮২	৮৭৭.৫০	১৩৫.৬০	২৬৭.২০	০.১০	১,২৮০.৪০
১৯৮২-৮৩	১,১৩৮.৬০	১৪৬.৫০	৩৩৮.৭০	০.৭০	১,৬২৪.৫০
১৯৮৩-৮৪	১,৫৫৬.৩০	২৩৫.৫০	৪৪৩.৯০	০.২০	২,২৩৫.৯০
১৯৮৪-৮৫	১,৭২২.৯০	২৭৫.৭০	৬৭৬.৭০	০.২০	২,৬৭৫.৫০
১৯৮৫-৮৬	১,৯৫৩.১০	৩৩৮.৪০	৯৭৯.৫০	০.৫০	৩,২৭১.৫০
১৯৮৬-৮৭	২,০৭৫.৬০	৩৬১.৩০	১,৩০৩.২০	১.৭০	৩,৭৪১.৮০
১৯৮৭-৮৮	২,৪১৫.০০	৪০২.৩০	২,২৪০.২০	-	৫,০৫৭.৫০
১৯৮৮-৮৯	২,৬১৫.৬০	৪৩২.৫০	২,৪২০.৭০	-	৫,৪৬৮.৮০
১৯৮৯-৯০	৩,১৮৮.৩০	৫০৬.০০	২,৬২৩.০০	-	৬,৩১৭.৩০
১৯৯০-৯১	৩,৬১১.৮০	৬২৩.৯০	২,২৬৫.০০	-	৬,৫০০.৭০স
১৯৯১-৯২	৪,০৭২.৬০	৫৯৮.৭০	২,১৫০.৮০	-	৬,৮২২.১০স
১৯৯২-৯৩	৪,৪৮০.১০	৫৩৮.৯০	৩,৯২৫.৮০	-	৮,৯৪৪.৮০স
১৯৯৩-৯৪	৫,৪১৬.০০	৬৯১.৫০	৫,২০০.৪০	-	১১,৩০৭.৯০স
১৯৯৪-৯৫	৬,৫৬৫.১০	৬২৩.৪০	৩,৪৪১.৫০	-	১০,৬৩০.০০

উৎস : পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

নোট : ১৯৮৭-৮৮ সাল থেকে পুনর্বিন্যস্ত শ্রেণীবিন্যাসের ভিত্তিতে প্রণীত।

* ওয়েজ আর্নার্স ক্লিয়ারিং একাউন্টে জমাসহ।

** ৯১ দিন মেয়াদী বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের উপাত্ত অন্তর্ভুক্ত নয়।

স সংশোধিত।

\- = নেই।

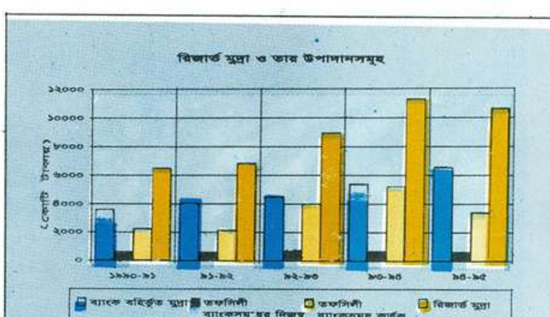

রিজার্ভ মুদ্রা ও তার উৎসসমূহ

(কোটি টাকায়)

বছর (জুন শেষে)	বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওনা				নীট্ বৈদেশিক সম্পদ	অন্যান্য পরিসম্পদ (নীট্)	রিজার্ভ মুদ্রা (৫+৬+৭)
	সরকার	তফসিলী ব্যাংকসমূহ	অন্যান্য সরকারী সংস্থা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ	মোট (২+৩+৪)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৯৭৪-৭৫	৪৫৬.৬০	১১১.৪০	৩১.৯০	৫৯৯.৯০	১০৪.৮০	-২৯৫.৩০	৪০৯.৪০
১৯৭৫-৭৬	৭২৩.৭০	১০১.৯০	৩০.৬০	৮৫৬.২০	-৮৮.৯০	-৩০৫.১০	৪৬২.২০
১৯৭৬-৭৭	৬৩৬.৩০	১২১.৩০	৩০.৫০	৭৮৮.১০	৬২.৪০	-৩০৪.১০	৫৪৬.৪০
১৯৭৭-৭৮	৭৬৬.২০	২৩১.৩০	৩৫.৬০	১,০৩৩.১০	-৩৪.৭০	-৩১১.৬০	৬৮৬.৮০
১৯৭৮-৭৯	৭৩৪.৪০	৩৭৩.৬০	৯০.৯০	১,১৯৮.৯০	৯০.২০	-৪৩২.৯০	৮৫৬.২০
১৯৭৯-৮০	৯৫৩.৮০	৭০৯.৪০	১৮১.৬০	১,৮৪৪.৮০	-২০১.১০	-৫৯৯.৯০	১,০৪৩.৮০
১৯৮০-৮১	১,৪৭৭.৯০	৯১২.৩০	২৪২.৭০	২,৬৩২.৯০	-৬২২.২০	-৬৭৫.৪০	১,৩৩৫.৩০
১৯৮১-৮২	১,৫৮১.১০	১,৩৩৫.৬০	৩০৯.৭০	৩,২২৬.৪০	-১,৩৫৯.৬০	-৫৮৬.৪০	১,২৮০.৪০
১৯৮২-৮৩	১,৪২০.৮০	১,২৫১.০০	৩৬৫.৮০	৩,০৩৭.৬০	-৭৫২.৭০	-৬৬০.৪০	১,৬২৪.৫০
১৯৮৩-৮৪	১,৩৫১.৬০	১,৩৭৭.৩০	৫২৯.৫০	৩,২৫৮.৪০	-২১৪.৭০	-৮০৭.৮০	২,২৩৫.৯০
১৯৮৪-৮৫	১,৪২৪.৬০	২,১৬৭.৫০	৬৭৭.৪০	৪,২৬৯.৫০	-৩৫২.৬০	-১,২৪১.৪০	২,৬৭৫.৫০
১৯৮৫-৮৬	১,৭৮৯.৫০	২,৪৪৩.৮০	৮৭০.৬০	৫,১০৩.৯০	-৪২০.৯০	-১,৪১১.৫০	৩,২৭১.৫০
১৯৮৬-৮৭	১,৯৬৩.৬০	২,১৩৪.৩০	৮৫৪.৬০	৪,৯৫২.৫০	-৭৬.৪০	-১,১৩৪.৩০	৩,৭৪১.৮০
১৯৮৭-৮৮	২,২৪৫.২০	২,৫৫২.৮০	৮৭৪.৪০	৫,৬৭২.৪০	৫৩৪.৭০	-১,১৪৯.৬০	৫,০৫৭.৫০
১৯৮৮-৮৯	৯৮৬.০০	৩,১৩৬.৪০	৯৩৩.৮০	৫,০৫৬.২০	৪৫৬.২০	-৪৩.৬০	৫,৪৬৮.৮০
১৯৮৯-৯০	১,৬৭৮.৩০	৩,৯২১.০০	৯২৮.১০	৬,৫২৭.৪০	-২৬৪.৯০	৫৪.৮০	৬,৩১৭.৩০
১৯৯০-৯১	১,৬৭৭.৭০	৩,৯৩৯.০০	৯৩২.৬০	৬,৫৪৯.৩০	১,১৩৭.২০	-১,১৮৫.৮০[স]	৬,৫০০.৭০[স]
১৯৯১-৯২	১,১৯৬.৯০	৩,৩৭৩.০০	৯০২.৬০	৫,৪৭২.৫০	৩,৩৮৬.৬০	-২,০৩৭.০০[স]	৬,৮২২.১০[স]
১৯৯২-৯৩	১,৪৪৭.৮০	২,৮৯৭.২০	৮৮২.৬০	৫,২২৭.৬০	৫,৬৬৭.৬০	-১,৯৫০.৪০[স]	৮,৯৪৪.৮০[স]
১৯৯৩-৯৪	১,০০৯.৬০	২,৫৭৬.৭০	১,৬৩৫.৯০স	৫,২২২.২০	৮,২৫০.৮০	-২,১৬৫.১০[স]	১১,৩০৭.৯০[স]
১৯৯৪-৯৫	১,২৫৪.০০	২,৭৩৩.৮০	১,০৭২.৫০	৫,০৬০.৩০	৮,৮৬৪.১০	-৩,২৯৪.৪০	১০,৬৩০.০০

উৎস ঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

নোট ঃ ১৯৮৭-৮৮ সাল থেকে পুনর্বিন্যস্ত শ্রেণীবিন্যাসের ভিত্তিতে প্রণীত।

স সংশোধিত।

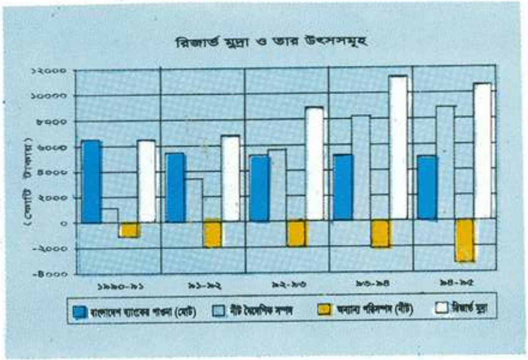

সারণী - ৭

সরকারী এবং বেসরকারী খাতের আমানতসমূহ

(কোটি টাকায়)

মাস/বছর	তলবী আমানত@			মেয়াদী আমানত@		
	সরকারী*	বেসরকারী	মোট	সরকারী*	বেসরকারী@@	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
জুন, ১৯৮৩	৫০৯.৪ (৩১.৪৮)	১,১০৮.৮ (৬৮.৫২)	১.৬১৮.২	১,১২০.০ (৩৩.৬৪)	২,২০৯.৮ (৬৬.৩৬)	৩,৩২৯.৮
জুন, ১৯৮৪	৬৪৫.০ (২৯.৭৪)	১,৫২৪.০ (৭০.২৬)	২,১৬৯.০	১,৭৩১.৬ (৩৫.২১)	৩,১৮৬.৫ (৬৪.৭৯)	৪,৯১৮.১
জুন, ১৯৮৫	৭৪৮.৯ (২৭.৬৪)	১,৯৬০.২ (৭২.৩৬)	২,৭০৯.১	২,২৩২.৯ (৩৪.৭৩)	৪,১৯৭.০ (৬৫.২৭)	৬,৪২৯.৯
জুন, ১৯৮৬	৮৫৩.৭ (২৬.১০)	২,৪১৭.৬ (৭৩.৯০)	৩,২৭১.৩	২,৩৫০.৫ (৩১.২২)	৫,১৭৭.৯ (৬৮.৭৮)	৭,৫২৮.৪
জুন, ১৯৮৭**	১,০০০.৮ (২৮.৪২)	২,৫২১.১ (৭১.৫৮)	৩,৫২১.৯	২,৮৫৩.৬ (৩০.৭৪)	৬,৪২৮.৮ (৬৯.২৬)	৯,২৮২.৪
জুন, ১৯৮৮	৯৮৭.৪ (৩১.৪৪)	২,১৫২.৭ (৬৮.৫৬)	৩,১৪০.১	২,৯৮৩.৮ (২৪.৮৬)	৯,০২০.০ (৭৫.১৪)	১২,০০৩.৮
জুন, ১৯৮৯	৮৩৩.০ (২৫.৫০)	২,৪৩৩.৯ (৭৪.৫০)	৩,২৬৬.৯	৩,৯২৪.৪ (২৬.৮৯)	১০,৬৬৮.৮ (৭৩.১১)	১৪,৫৯৩.২
জুন, ১৯৯০	৮৮০.১ (২৩.৯৩)	২,৭৯৭.৪ (৭৬.০৭)	৩,৬৭৭.৫	৪,০৩৮.৫ (২৪.০৩)	১২,৭৬৫.২ (৭৫.৯৭)	১৬,৮০৩.৭
জুন, ১৯৯১	১,১০৮.৮ (২৫.৮০)	৩,১৮৮.৮ (৭৪.২০)	৪,২৯৭.৬	৪,১৪৬.৭ (২২.০৮)	১৪,৬৩৪.০ (৭৭.৯২)	১৮,৭৮০.৭
জুন, ১৯৯২	১,১৪৪.৫ (২৩.৫৮)	৩,৭০৯.৬ (৭৬.৪২)	৪,৮৫৪.১	৫,৪১৮.৯ (২৪.৯৬)	১৬,২৮৭.৫ (৭৫.০৪)	২১,৭০৬.৪
জুন, ১৯৯৩	১,২৯৩.১ (২৩.৭৮)	৪.১৪৪.১ (৭৬.২২)	৫,৪৩৭.২	৫,৮৯২.৯ (২৪.২৪)	১৮,৪১৬.৩ (৭৫.৭৬)	২৪,৩০৯.২
জুন, ১৯৯৪	১,৫৪২.১ (২৩.৩৯)	৫,০৫০.২ (৭৬.৬১)	৬,৫৯২.৩	৬,৯৮২.৭ (২৫.৫৩)	২০,৩৬৩.০ (৭৪.৪৭)	২৭,৩৪৫.৭
জুন, ১৯৯৫	১,৬০১.২ (২০.৮০)	৬,০৯৬.২ (৭৯.২০)	৭,৬৯৭.৪	৭,৯৫৮.৭ (২৫.৩৭)	২৩,৪১৬.৯ (৭৪.৬৩)	৩১,৩৭৫.৬

উৎস ঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

@ আন্তব্যাংক লেনদেন ব্যতীত।

@@ ওয়েজ আর্নার্স আমানতসহ।

* সরকারী প্রতিষ্ঠানের আমানতসহ।

** জুন, ১৯৮৭ থেকে পুনর্বিন্যস্ত শ্রেণীবিন্যাসের ভিত্তিতে প্রণীত।

নোট ঃ বন্ধনীর সংখ্যাসমূহ মোট তলবী/মেয়াদী আমানতের শতকরা হার নির্দেশক।

তফসিলী ব্যাংকসমূহের তুলনামূলক পরিস্থিতি

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	জুন ৩০, ১৯৯১	জুন ৩০, ১৯৯২	জুন ৩০, ১৯৯৩	জুন ৩০, ১৯৯৪	জুন ৩০, ১৯৯৫
১	২	৩	৪	৫	৬
১। ব্যাংক আমানত*	**২১,৩৯৩.৬০**	**২৪,৪৫৪.৪০**	**২৭,০৫৭.১০**	**৩০,৯৮৮.৪০**	**৩৫,৬৪৯.১০**
(ক) তলবী আমানত	৩,৫৯১.৯০	৪,১৮৪.৬০	৪,৫৮২.৫০	৫,৭৫১.১০	৬,৬১৪.৩০
(খ) মেয়াদী আমানত	১৭,৮০০.৬০	২০,২৬৮.৭০	২২,৪৭৩.০০	২৫,২৩৫.৯০	২৯,০৩২.৯০
(গ) নিয়ন্ত্রিত আমানত	১.১০	১.১০	১.৬০	১.৪০	১.৯০
২। বাংলাদেশ ব্যাংক হতে ধার	৪,১৭৫.২০	৩,৬২৮.৯০	৩,০৮০.৩০	২,৬৮৭.৪০	৩,০০১.৫০
৩। সিন্দুকে রক্ষিত নগদ তহবিল	৬২৩.৯০	৫৯৮.৭০	৫৩৮.৯০	৬৯১.৫০	৬২৩.৪০
৪। বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত জমা	২,১৩৬.৯০	১;৭৮২.৮০	৩,৬২৩.৩০	৪,৫৯৯.৮০	৩,৫১৪.৯০
৫। বাংলাদেশে অন্যান্য ব্যাংকের চলতি হিসাবে রক্ষিত জমা	৪০১.৬০	৪৫৫.৪০	৬৩৬.৬০	১,০১১.৫০	১,১১২.২০
৬। চাহিবা মাত্র স্বল্প মেয়াদে ফেরতযোগ্য অর্থ	২৩৯.২০	২০২.১০	১৫৬.৬০	৯০.১০	৩৫২.০০
৭। মোট বিনিয়োগ	**২,৫৪৪.৯০**	**৪,৯১২.০০@**	**৫,৫৭৬.৪০@**	**৬,৭৮৯.১০@**	**৭,৯৭৫.৫০@**
(ক) সরকারের ঋণপত্র ও ট্রেজারী বিল	১,৬৪৬.০০	৪,০৬৭.৮০@	৪,৮১৬.৫০@	৬,১৫৫.৯০@	৬,২৯৯.৮০@
(খ) অন্যান্য	৮৯৮.৯০	৮৪৪.২০	৭৫৯.৯০	৬৩৩.২০	১,৬৭৫.৭০
৮। ব্যাংক ঋণ**	**২১,৮৯৮.৮০**	**২২,৩০৪.১০@@**	**২৪,০৫৬.৩০**	**২৪,২১০.০০**	**২৯,২০৭.১০**
(ক) বাংলাদেশে প্রদত্ত আগাম	২১,২৫৮.১০	২১,৬০৬.৪০@@	২৩,২৯৩.৭০	২৩,৪৬৪.৬০	২৮,০৮৫.৯০
(খ) ক্রয়কৃত এবং বাট্টাকৃত বিলসমূহ	৬৪০.৭০	৬৯৭.৭০	৭৬২.৬০	৭৪৫.৪০	১,১২১.২০
৯। ঋণ/আমানত অনুপাত (বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহ বাদে)	০.৮২	০.৭৩	০.৭৩	০.৬৫	০.৭০

উৎস ঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

* সরকারী আমানত ও আন্তব্যাংক লেনদেন ব্যতীত।

** আন্তব্যাংক লেনদেন ও বৈদেশিক বিল ব্যতীত।

@ সরকার কর্তৃক ব্যাংকসমূহের অনুকূলে ইস্যুকৃত বন্ডসমূহ এতে অন্তর্ভুক্ত।

@@ মওকুফকৃত পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষি-ঋণের উপাত্ত এতে অন্তর্ভুক্ত নয়।

বাংলাদেশে ব্যাংকিং খাতে সুদের হার কাঠামো

(১) ব্যাংক রেট ঃ বার্ষিক শতকরা ৫.৫ ভাগ (৩-৩-৯৪ থেকে ৩০-৬-৯৫ পর্যন্ত)

(২) আমানতের উপর ব্যাংকসমূহ কর্তৃক প্রদেয় সর্বনিম্ন* সুদের হার

(বার্ষিক শতকরা হার)

আমানতের শ্রেণী	৩রা মার্চ, ১৯৯৪ থেকে ৩০ জুন, ১৯৯৫ পর্যন্ত
১	২
(ক) সঞ্চয়ী আমানত	
শহরাঞ্চল	
পল্লী অঞ্চল	৪.৫
(খ) মেয়াদী আমানত	
৩ মাস এবং তদূর্ধ্ব	৫.০

* আমানতের উপর প্রদেয় সর্বোচ্চ সুদের হার ব্যাংকসমূহ নিজেরাই নির্ধারণ করবে।

(৩) আগামের উপর সুদের হারের পরিসীমাসমূহ এবং ভর্তুকির হার

(বার্ষিক শতকরা হার)

ঋণের শ্রেণীবিন্যাস	সুদের হারের পরিসীমা**	ভর্তুকির হার
	২৫শে এপ্রিল, ১৯৯৪ থেকে ৩০শে জুন, ১৯৯৫ পর্যন্ত	১লা জুলাই, ১৯৯৩ থেকে ৩০শে জুন, ১৯৯৫ পর্যন্ত
১	২	৩
১। কৃষি ঋণ	১০.০০-১৪.০০	-
২। রপ্তানী ঋণ	৮.০০-১০.০০	-
৩। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে মেয়াদী ঋণ	৯.০০-১২.০০	৩.০০

উৎস ঃ ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

** ১লা এপ্রিল, ১৯৯২ থেকে কৃষি, রপ্তানী এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ঋণ ব্যতীত সকল শ্রেণীর ঋণের ক্ষেত্রে সুদের হারের পরিসীমা প্রত্যাহার করে ব্যাংকসমূহকে সুদের হার নির্ধারণ করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।

– = নেই।

বাংলাদেশে ব্যাংকিং খাতে সুদের হার কাঠামো

(৪) সুদের হারের তালিকা

(বার্ষিক শতকরা হার)

আমানত ও আগামের শ্রেণীবিন্যাস	৩০-৬-৯৫							
	রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ				বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহ			
	সোনালী	অগ্রণী	জনতা	রূপালী	বিকেবি	রাকাব	বিএসবি	বেসিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
আমানতের খাতসমূহ								
ক) সঞ্চয়ী আমানত								
পল্লী অঞ্চল	৪.৫০	৪.৫০	৪.৫০	৪.৫০	৫.৫০	৪.৫০	৫.০০	-
শহরাঞ্চল	৪.৫০	৪.৫০	৪.৫০	৪.৫০	৫.৫০	৪.৫০	৫.০০	৬.০০
খ) মেয়াদী আমানত								
৩ মাস এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ৬ মাসের কম	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৬.০০	৫.০০	৫.৫০	৬.৫০
৬ মাস এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ১ বছরের কম	৫.২৫	৫.২৫	৫.২৫	৬.০০	৬.২৫	৫.২৫	৫.৭৫	৬.৭৫
১ বছর এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ২ বছরের কম	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫০	৬.০০	৬.৫০	৫.৫০	৬.০০	৭.০০
২ বছর এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ৩ বছরের কম	৬.০০	৬.০০	৬.০০	৬.২৫	৬.৭৫	৬.০০	৬.২৫	৭.২৫
৩ বছর এবং তদূর্ধ্ব	৬.০০	৬.০০	৬.০০	৬.২৫	৬.৭৫	৬.০০	৬.৫০	৭.৭৫
আগামের খাতসমূহ								
১। কৃষি	১১-১২.৫	১১-১২	১১-১২	১২.৫০	১১-১৩	১১-১৩.৫	১২.৫০	১৩.০০
২। বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পে মেয়াদী ঋণ	১০.০০	১১.০০	১০.৫০	১১.৫০	১২.০০	১২.০০	১১.৫০	১৪.৫০
৩। চলতি মুলধন	১২.৫০	১২.০০	১২.৫০	১২.৫০	১২-১২.৫	১৩.০০	১২.৫০	১৪.০০
৪। রপ্তানী ঋণ	৮.৫০	৮.৫-৯	৮.৫০	৮.৫০	৮.৫০	৯.০০	৯.০০	১০.০০
৫। অন্যান্য বাণিজ্যিক ঋণ	১২.৫০	১২.০০	১২.৫০	১২.৫০	১৩-১৪.২৫	১৩.৫০	১২.৫-১৩	১৪.৫০
৬। ক্ষুদ্র শিল্প	৯.০০	৯.০০	৯.০০	৮.৫০	১০.০০	৯.৫০	৯.৫০	১১.৭৫
৭। অন্যান্য	১২.৫০	১২.০০	১২.৫০	১২.৫০	৯-১৬	১৪.০০	১৪.০০	১৪.৫০
কার্যকর হওয়ার তারিখ ঃ	(১-২-৯৫)	(১-১-৯৫)	(১-২-৯৫)	(১-৪-৯৪)	(১-৭-৯৪)	(১-৩-৯৫)	(২০-৫-৯৪)	(১-২-৯৫)

উৎস ঃ ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

\- = নেই।

সারণী - ৯ (চলমান)

বাংলাদেশে ব্যাংকিং খাতে সুদের হার কাঠামো

(৪) সুদের হারের তালিকা

(বার্ষিক শতকরা হার)

আমানত ও আগামের শ্রেণীবিন্যাস	৩০-৬-৯৫									
	বেসরকারী									
	সিটি	ইউসি বি এল	এবিবিএল	আই এফ আইসি	ন্যাশনাল	উত্তরা	পূবালী	ইস্টার্ণ	এনসিসি বিএল	সাউথ ইষ্ট
	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
আমানতের খাতসমূহ										
ক) সঞ্চয়ী আমানত										
পল্লী অঞ্চল	৫.০০	৫.৫০	৬.০০	-	৫.৫০	৫.০০	৪.৫০	-	-	-
শহরাঞ্চল	৫.০০	৫.৫০	৬.০০	৬.০০	৫.৫০	৫.০০	৪.৫০	৫.৫০	৬.০০	৬.০০
খ) মেয়াদী আমানত										
৩ মাস এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ৬ মাসের কম	৫.৫০	৬.২৫	৭.০০	৭.০০	৬.৫০	৬.৫০	৫.৫০	৬.৫০	৭.০০	৭.০০
৬ মাস এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ১ বছরের কম	৫.৭৫	৬.৫০	৭.২৫	৭.৫০	৬.৭৫	৬.৭৫	৫.৭৫	৬.৭৫	৭.২৫	৭.২৫
১ বছর এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ২ বছরের কম	৬.০০	৬.৭৫	৭.৫০	৭.৭৫	৭.০০	৭.০০	৬.০০	৭.০০	৭.৫০	৭.৫০
২ বছর এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ৩ বছরের কম	৬.৫০	৭.০০	৭.৫০	৭.৭৫	৭.২৫	৭.০০	৬.০০	৭.২৫	৭.৭৫	৭.৫০
৩ বছর এবং তদূর্ধ্ব	৬.৫০	৭.০০	৭.৫০	৮.০০	৭.৫০	৭.০০	৬.০০	৭.২৫	৭.৭৫	৭.৫০
আগামের খাতসমূহ										
১। কৃষি	১১-১৩.৫	১৪.০০	১১-১৪	১১.৫-১৩.৫	১১-১৩.৫	১৩.৫-১৪	১৩.০০	১০.৫-১৩.৫	১৪.০০	১০-১৪
২। বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পে মেয়াদী ঋণ	১৩.৫০	১৪.৫০	১৪.০০	১৩.৫০	১৪.০০	১৩.৫০	১৩.৫০	১৩.৫০	১৪.৫০	১৪.০০
৩। চলতি মূলধন	১১-১৪	১১-১৪.৫	১০.৫-১৪	১৩.৫০	১৪.০০	১৪.৫০	১৪.০০	১০.৫-১৩.৫	১৪.৫০	১০-১৪
৪। রপ্তানী ঋণ	৯.৫০	১০.০০	৯-১০	১০.০০	১০.০০	১০.০০	১০.০০	৯.৫০	১০.০০	৯-১০
৫। অন্যান্য বাণিজ্যিক ঋণ	১৩.৫০	১৪.৫০	১২.৫-১৪.৫	১৪.৫০	১৪.৫০	১৪.৫০	১৪.০০	১৪.০০	১৪.৫০	১২-১৪
৬। ক্ষুদ্র শিল্প	১১.৫০	১২.০০	১২.০০	১১.৫০	৯-১২	১২.০০	১১.০০	৯.৫০	১২.০০	১২.০০
৭। অন্যান্য	১৩-১৪	১৪-১৪.৫	১২-১৪.৫	১৪.৫০	১৪.৫০	১৩-১৪.৫	১৪.০০	১৪.০০	১৪.৫০	১০-১৪
কার্যকর হওয়ার তারিখ ঃ	(১-৪-৯৫)	(১-৫-৯৫)	(১-১-৯৫)	(১-৪-৯৫)	(২-১১-৯৪)	(১-৬-৯৫)	(২৮-৩-৯৫)	(৩-১-৯৫)	(১-১-৯৫)	(২৫-৫-৯৫)

উৎস ঃ ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

\- = নেই।

সারণী - ৯ (সমাপ্ত)

বাংলাদেশে ব্যাংকিং খাতে সুদের হার কাঠামো

(৪) সুদের হারের তালিকা

(বার্ষিক শতকরা হার)

আমানত ও আগামের শ্রেণীবিন্যাস	৩০-৬-৯৫							
	বৈদেশিক ব্যাংকসমূহ							
	আমেরিকান এক্সপ্রেস	গ্রীন্ডলেজ	ইন্দো-সুয়েজ	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড	স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া	হাবিব	এনবিপি	মুসলিম কমার্শিয়াল
	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭
আমানতের খাতসমূহ								
ক) সঞ্চয়ী আমানত								
পল্লী অঞ্চল	-	-	-	-	-	-	-	-
শহরাঞ্চল	৪.৫০	৪.৫০	৪.৫০	৪.৫০	৫.০০	৪.৫০	৫.০০	৫.৫০
খ) মেয়াদী আমানত								
৩ মাস এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ৬ মাসের কম	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.২৫	৬.০০	৫.৫০	৬.০০	৬.০০
৬ মাস এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ১ বছরের কম	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.৫০	৬.০০	৫.৭৫	৬.০০	৬.২৫
১ বছর এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ২ বছরের কম	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৭.০০	৬.০০	৭.০০	৬.৫০
২ বছর এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ৩ বছরের কম	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৭.৫০	৬.২৫	৭.৫০	৬.৭৫
৩ বছর এবং তদূর্ধ্ব	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৭.৫০	৬.৫০	৭.৫০	৬.৭৫
আগামের খাতসমূহ								
১। কৃষি	১১-১৪	১১-১২	১১.০০	১০-১২	১৩.০০	১০.৫০	১০.৫০	১৪.০০
২। বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পে								
মেয়াদী ঋণ	১০-১৪	১১-১৩	১৩.০০	১০.৫-১২.৫	১৫.০০	১৪.৫০	১৪.০০	১৪.৫০
৩। চলতি মূলধন	৮-১৪	৭-১৩.৫	১১.০০	১০-১২	১৫.০০	১০.৫-১৪.৫	১০-১৪	১৩.০০
৪। রপ্তানী ঋণ	৮-১০	৮-১০	৯.০০	৮.৫-১০	১০.০০	১০.০০	১০.০০	১০.০০
৫। অন্যান্য বাণিজ্যিক ঋণ	১১-১৫	১১-১৫	১২.০০	১২-১৪	১৫.০০	১৪.৫০	১১-১৪	১৪.৫০
৬। ক্ষুদ্র শিল্প	১২.০০	১০-১২	১১.০০	১১-১২	-	১২.০০	১০-১২	১১.০০
৭। অন্যান্য	১০-১৫	৮-১৪	১২.০০	৯-১২.৫	১৫.০০	১৪.৫০	১৪.০০	১৪.৫০
কার্যকর হওয়ার তারিখ ঃ	(১-৮-৯৪)	(১-৪-৯৫)	(১-৪-৯৫)	(১-১১-৯৪)	(১-৭-৯৪)	(১-৫-৯৪)	(৩১-৮-৯৪)	(৩-৪-৯৫)

উৎস ঃ ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

\- = নেই।

সারণী - ১০

১৯৯৪-৯৫ সালে সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত বিভিন্ন ধরনের বন্ডের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

	বন্ডের নাম	উদ্দেশ্য	ইস্যু তারিখ	পরিমাণ
	১	২	৩	৪
১।	শতকরা ৫ ভাগ সুদযুক্ত ৩ বছর মেয়াদী (টি এন্ড টি) ট্রেজারী বন্ড-১৯৯৭	১,৩০,০০০ ডিজিটাল টেলিফোন লাইন স্থাপনে অর্থায়ন	৭-৮-৯৪	৩৩৫.০০
২।	ক) শতকরা ৭ ভাগ সুদযুক্ত ৩ বছর মেয়াদী ট্রেজারী বন্ড -১৯৯৬	১৯৯২-৯৩ সালে পাট খাতে প্রদত্ত অন্তর্বর্তীকালীন চলতি মূলধনের লোকসান পুনর্ভরণ	২৯-৬-৯৫	২৮৫.৬০*
	খ) শতকরা ৭ ভাগ সুদযুক্ত ৩ বছর মেয়াদী ট্রেজারী বন্ড - ১৯৯৭	১৯৯৩-৯৪ সালে পাট খাতে প্রদত্ত অন্তর্বর্তীকালীন চলতি মূলধনের পুনর্ভরণ	২৯-৬-৯৫	২৮৫.২৬*
৩।	শতকরা ৭ ভাগ সুদযুক্ত ৩ বছর মেয়াদী স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহর ব্যাংক ঋণ বন্ড	বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের নিকট বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকের পাওনা ১৪২.৫৬ কোটি টাকা এবং ব্যক্তি মালিকানায় হস্তান্তরিত বস্ত্রকলসমূহর বিপরীতে বাংলাদেশ বস্ত্রকল কর্পোরেশনের ব্যাংক ঋণের ১০৩.২৪ কোটি টাকা পরিশোধ	২৯-৬-৯৫	২৪৫.৮০
৪।	শতকরা ৪ ভাগ সুদযুক্ত ৫ বছর মেয়াদী (বিমান) ট্রেজারী বন্ড-২০০০	বাংলাদেশ বিমান কর্পোরেশনের দু'টি এয়ার বাস ক্রয়ে অর্থায়ন	২৯-৬-৯৫	৫৭.০০
	মোট ঃ			১,২০৮.৬৬

* ২৪-৪-৯৫ তারিখে সরকার পাটখাতে ৩০-৬-৯৪ তারিখের ইস্যুকৃত ৫৫০.০০ কোটি টাকার ট্রেজারী বন্ড প্রত্যাহার করেন। এর বিপরীতে ২৯-৬-৯৫ তারিখে সরকার যথাক্রমে ২৮৫.৬০ কোটি টাকা ও ২৮৫.২৬ কোটি টাকার (মোট ৫৭০.৮৬ কোটি টাকা) ট্রেজারী বন্ড ইস্যু করেন যা ১লা জুলাই, ১৯৯৩ তারিখ এবং ১লা জুলাই, ১৯৯৪ তারিখ হতে কার্যকর হবে।

বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য

দফা/খাতসমূহ	১৯৯০-৯১		১৯৯১-৯২		১৯৯২-৯৩		১৯৯৩-৯৪		১৯৯৪-৯৫	
	কোটি টাকা	মিলিয়ন মার্কিন ডলার	কোটি টাকা	মিলিয়ন মার্কিন ডলার	কোটি টাকা	মিলিয়ন মার্কিন ডলার	কোটি টাকা	মিলিয়ন মার্কিন ডলার	কোটি টাকা	মিলিয়ন মার্কিন ডলার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
রপ্তানী (এফওবি)*	৫,৯৫৫.৯	১,৬৬৯	৭,২৬২.৭	১,৯০৪	৯,২৫৭.৫	২,৩৮৩	১০,০৯৭.৬	২,৫৩৪	১৩,৯২৮.৫	৩,৪৭৩
আমদানী (সি এন্ড এফ)**	-১২,৩৭৮.২	-৩,৪৭০	-১৩,২১১.৪	-৩,৪৬৩	-১৫,৯৩৩.৯	-৪,০৭১	-১৬,৭৬৬.০	-৪,১৯১	-২৩,৪৫৪.৭	-৫,৮৩৪
(তন্মধ্যে ঃ খাদ্যশস্য)	(১,০৫৯.৬)	(২৯৭)	(১,০১০.৯)	(২৬৫)	(৬৯০.৪)	(১৭৬)	(৬০৩.৩)	(১৫১)	(১,৯১৩.৫)	(৪৭৬)
বাণিজ্যের স্থিতি	**-৬,৪২২.৩**	**-১,৮০১**	**-৫,৯৪৮.৭**	**-১,৫৫৯**	**-৬,৬৭৬.৪**	**-১,৬৮৮**	**-৬,৬৬৮.৪**	**-১,৬৫৭**	**-৯,৫২৬.২**	**-২ ,৩৬১**
সেবা (নীট)	-৯৩.২	-২৬	-৮১.৮	-২১	১২.৬	৩	-৩৭.৫	-১০	-৩৭৯.৮	-৯৫
ক) অন্তঃপ্রবাহ	১,৬৩৯.৬	৪৬০	২,১৫৩.৭	৫৬৫	২,৪১৪.১	৬১৭	২,৬৮০.৮	৬৭০	৩,২৯৩.৭	৮১৯
খ) বহিঃ প্রবাহ	-১,৭৩২.৮	-৪৮৬	-২,২৩৫.৫	-৫৮৬	-২,৪০১.৫	-৬১৪	-২,৭১৮.৩	-৬৮০	-৩,৬৭৩.৫	-৯১৪
(তন্মধ্যেঃ সুদ পরিশোধ)	(৫৭৮.৯)	(১৬২)	(৬৫৭.৪)	(১৭২)	(৬০৬.৭)	(১৫৫)	(৬১০.৭)	(১৫৩)	(৬৮০.০)	(১৬৯)
অপরিশোধেয় বেসরকারী হস্তান্তর	৩,০১৬.৯	৮৪৬	৩,৭২৫.২	৯৭৫	৪,১৬৯.৪	১,০৬৭	৪,৯৮৪.৮	১,২৪৭	৫,৭৩০.৩	১,৪২৬
(তন্মধ্যেঃ বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থ)	(২,৭২৫.৬)	(৭৬৪)	(৩,২৪১.৫)	(৮৪৮)	(৩,৬৯৮.৪)	(৯৪৪)	(৪,৩৫৪.৯)	(১,০৮৯)	(৪,৮১৪.৪)	(১,১৯৮)
চলতি হিসাবের ভারসাম্য	**-৩,৪৯৮.৬**	**-৯৮১**	**-২,৩০৫.৩**	**-৬০৫**	**-২,৪৯৪.৪**	**-৬১৮**	**-১,৭২১.১**	**-৪২০**	**-৪,১৭৫.৭**	**-১,০৩০**
মূলধনী হিসাব (নীট)	**৪,৭৩৭.৫@**	**১,৩২৮@**	**৪,৬৪৯.১@**	**১,২১৯@**	**৪,৯৯৭.৮**	**১,২৭৭**	**৫,০৪৭.৭**	**১,২৬২**	**৫,৬০০.৮**	**১,৩৯৩**

উৎস ঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

* রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরোর উপাত্ত (ই, পি, জেডসহ) তবে ১৯৯০-৯১ এবং ১৯৯১-৯২ সালের উপাত্তসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সরবরাহকৃত ও ই, পি, জেড ব্যতীত।

** ই, পি, জেডসহ তবে ১৯৯০-৯১ এবং ১৯৯১-৯২ সালে ই, পি, জেড-এর উপাত্ত অন্তর্ভুক্ত নয়।

@ ভ্রান্তি ও বাদসমূহের উপাত্ত এতে অন্তর্ভুক্ত।

সারণী - ১১ (চলমান)

বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য

দফা/খাতসমূহ	১৯৯০-৯১		১৯৯১-৯২		১৯৯২-৯৩		১৯৯৩-৯৪		১৯৯৪-৯৫	
	কোটি টাকা	মিলিয়ন মার্কিন ডলার	কোটি টাকা	মিলিয়ন মার্কিন ডলার	কোটি টাকা	মিলিয়ন মার্কিন ডলার	কোটি টাকা	মিলিয়ন মার্কিন ডলার	কোটি টাকা	মিলিয়ন মার্কিন ডলার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
সাহায্য প্রাপ্তি[১]	৬,১৮১.০	১,৭৩২	৬,১৪৭.০	১,৬১১	৬,৫৫৫.৯	১,৬৭৫	৬,২৩৪.৭	১,৫৫৯	৬,৯৯০.৮	১,৭৩৯
ক) খাদ্য	(৯৫৮.১)	(২৬৮)	(৯২০.১)	(২৪১)	(৪৭৩.৬)	(১২১)	(৪৭১.৪)	(১১৮)	(৫৫২.৫)	(১৩৭)
খ) পণ্য	(১,৪৫৫.৯)	(৪০৮)	(১,৪৭২.৫)	(৩৮৬)	(১,৪৫৬.০)	(৩৭২)	(১,৮০৫.১)	(৪৫১)	(১,৩৩৭.৬)	(৩৩৩)
গ) প্রকল্প	(৩,৭৬৭.০)	(১,০৫৬)	(৩,৭৫৪.৪)	(৯৮৪)	(৪,৬২৬.৩)	(১,১৮২)	(৩,৯৫৮.২)	(৯৯০)	(৫,১০০.৭)	(১,২৬৯)
বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ	-৭০৫.৮	-১৯৭	-৭৯৯.৫	-২১০	-৯৩৫.৪	-২৩৯	-১,০৫৭.২	-২৬৪	-১,২৬১.০	-৩১৪
খাদ্য খাতে ঋণ (নীট)	-৭৪.০	-২১	-৭৪.১	-১৯	-৩১.৩	-৮	-৪৪.৫	-১১	-	-
ক) ধার	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
খ) পরিশোধ	(-৭৪.০)	(-২১)	(-৭৪.১)	(-১৯)	(-৩১.৩)	(-৮)	(-৪৪.৫)	(-১১)	-	-
ট্রাস্ট ফান্ড	- ৫.২	-২	-	-	-	-	-	-	-	-
বিমান ক্রয়ের জন্য ঋণ (নীট)	৩০.৮	৯	-৩৬.৫	-১০	-৩৫.২	-৯	-৩৪.৫	-৯	-৩৭.৪	-৯
বি, পি, সি'র জন্য স্বল্প মেয়াদী ঋণ	-২৩.১	-৬	-৪০.১	-১১	-	-	-	-	-	-
অন্যান্য মূলধন[২]	-৩১৩.৯	-৮৮	-২৪৪.৬	-৬৩	-৫৫৬.২	-১৪২	-৫০.৮	-১৩	-৯১.৬	-২৩

উৎস : পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

- = নেই।

১ সরকারী অনুদানসহ।

২ ট্রেড ক্রেডিট এবং ই, পি, জেড-এর ট্রেড ব্যালান্স এতে অন্তর্ভুক্ত তবে ১৯৯০-৯১ ও ১৯৯১-৯২ সালের জন্য এ নোট প্রযোজ্য নয়।

সারণী - ১১ (সমাপ্ত)

বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য

দফা/খাতসমূহ	১৯৯০-৯১		১৯৯১-৯২		১৯৯২-৯৩		১৯৯৩-৯৪		১৯৯৪-৯৫	
	কোটি টাকা	মিলিয়ন মার্কিন ডলার	কোটি টাকা	মিলিয়ন মার্কিন ডলার	কোটি টাকা	মিলিয়ন মার্কিন ডলার	কোটি টাকা	মিলিয়ন মার্কিন ডলার	কোটি টাকা	মিলিয়ন মার্কিন ডলার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
ভ্রান্তি ও বাদসমূহ	-৩৫২.৩	-৯৯	-৩০৩.১	-৭৯	-১৭৩.১	-৬৪	-৪৯৬.৮	-১৩৫	৪২৭.১	৯৭
সার্বিক লেনদেন ভারসাম্য	১,২৩৮.৯	৩৪৭	২,৩৪৩.৮	৬১৪	২,৩৩০.৩	৫৯৫	২,৮২৯.৮	৭০৭	১,৮৫২.২	৪৬০
আর্থিক প্রবাহ (বৃদ্ধি-)	-১,২৩৮.৯	-৩৪৭	-২,৩৪৩.৮	-৬১৪	-২,৩৩০.৩	-৫৯৫	-২,৮২৯.৮	-৭০৭	-১,৮৫২.২	-৪৬০
বাংলাদেশ ব্যাংক	-১,০৪৮.৯	-২৯৪	-২,২৫৪.৫	-৫৯১	-২,১৬০.০	-৫৫২	-২,৬৩৯.০	-৬৬০	-১,৭২৬.৯	-৪২৯
বৈদেশিক মুদ্রা[৩]	-১,০৬৯.৩	-৩০০	-২,৫৮০.৩	-৬৭৬	-২,১৬৯.৫	-৫৫৪	-২,৩৫৮.৯	-৫৯০	-১,৪৮৪.১	-৩৬৯
দায়	২০.৪	৬	৩২৫.৮	৮৫	৯.৫	২	-২৮০.১	-৭০	-২৪২.৮	-৬০
তন্মধ্যে ঃ										
আইএমএফ এর ঋণ	(২০.৪)	(৬)	(৩২৫.৮)	(৮৫)	(৯.৫)	(২)	(-২৮০.১)	(-৭০)	(-২৪২.৮)	(-৬০)
প্রাপ্তি	(৬৯৮.২)	(১৯৬)	(৭৫২.১)	(১৯৭)	(৩১৭.৪)	(৮১)	-	-	-	-
পরিশোধ	(-৬৭৭.৮)	(-১৯০)	(-৪২৬.৩)	(-১১২)	(-৩০৭.৯)	(-৭৯)	(-২৮০.১)	(-৭০)	(-২৪২.৮)	(-৬০)
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আমানত	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ	-১৯০.০	-৫৩	-৮৯.৩	-২৩	-১৭০.৩	-৪৩	-১৯০.৮	-৪৭	-১২৫.৩	-৩১
ক) সম্পদ	-৪৬.০	-১৩	-২০.০	- ৫	-১৫৭.৯	-৪০	-২০৬.৩	-৫১	-১০১.১	-২৫
খ) দায়[৪]	-১৪৪.০	-৪০	-৬৯.৩	-১৮	-১২.৪	-৩	১৫.৫	৪	-২৪.২	-৬

উৎস ঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

– = নেই।

৩ 'ভেলুয়েশন' সমন্বয়সহ।

৪ দ্বি-পাক্ষিক স্থিতিসহ।

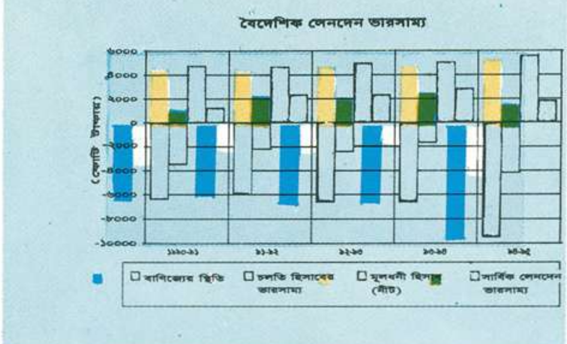

সারণী - ১২

পণ্য রপ্তানী (আয়)

দফা/খাতসমূহ	১৯৯০-৯১		১৯৯১-৯২		১৯৯২-৯৩		১৯৯৩-৯৪		১৯৯৪-৯৫	
	কোটি টাকা	মিলিয়ন মার্কিন ডলার	কোটি টাকা	মিলিয়ন মার্কিন ডলার	কোটি টাকা	মিলিয়ন মার্কিন ডলার	কোটি টাকা	মিলিয়ন মার্কিন ডলার	কোটি টাকা	মিলিয়ন মার্কিন ডলার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
মোট রপ্তানী (এফওবি) (ই, পি, জেডসহ)	৫,৯৫৫.৯	১,৬৬৯	৭,২৬২.৭	১,৯০৪	৯,২৫৭.৫	২,৩৮৩	১০,০৯৭.৬	২,৫৩৪	১৩,৯২৮.৫	৩,৪৭৩
১। কাঁচা পাট	৪২৮.৮	১২০	৪০২.৯	১০৬	২৮৮.৮	৭৪	২২৭.২	৫৭	৩১৮.৭	৭৯
২। পাটজাত দ্রব্য (কার্পেটসহ)	১,০০৮.০	২৮৩	১,১০১.৭	২৮৯	১,১৩৫.৯	২৯২	১,১৩০.৯	২৮৪	১,২৭৮.৬	৩১৯
৩। চা	১৪৩.৫	৪০	১৮৬.৬	৪৯	১৫৯.৮	৪১	১৫২.১	৩৮	১৩১.৫	৩৩
৪। চামড়া	৪৯২.০	১৩৮	৫৩২.৮	১৪০	৫৭৪.৬	১৪৮	৬৭০.২	১৬৮	৮১০.৫	২০২
৫। মাছ ও চিংড়ি*	৬১১.১	১৭১	৬৪২.৪	১৬৮	৬৬৪.৪	১৭১	৮৮১.৮	২২১	১,২২৫.৯	৩০৬
৬। তৈরী পোশাক**	২,৮১২.২	৭৮৮	৩,৯৬৭.১	১,০৪০	৫,৬১৪.০	১,৪৪৫	৬,১৯৯.৮	১,৫৫৬	৮,৯৫২.৯	২,২৩২
৭। ন্যাপথা, ফারনেস অয়েল ও বিটুমিন	৪৬.৫	১৩	৩১.০	৮	১৪৩.০	৩৭	৬২.৩	১৬	৫৪.৩	১৪
৮। নিউজপ্রিন্ট	৯.১	২	৯.৪	২	২.৭	১	১.৪	-	-	-
৯। সার	১৫৫.৭	৪৪	৪৯.১	১৩	১৯৮.৮	৫১	২০৪.৭	৫১	৩৬৩.১	৯১
১০। অন্যান্য	২৪৯.০	৭০	৩৩৯.৭	৮৯	৪৭৫.৫	১২৩	৫৬৭.২	১৪৩	৭৯৩.০	১৯৭

উৎস : রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো তবে ১৯৯০-৯১ ও ১৯৯১-৯২ সালের উপাত্তসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সরবরাহকৃত এবং ই. পি. জেড ব্যতীত।

* ১৯৯০-৯১ এবং ১৯৯১-৯২ সালের উপাত্তে ব্যাঙের পা অন্তর্ভুক্ত আছে।

** নিটওয়্যার ও হোসিয়ারী দ্রব্যাদিসহ তবে ১৯৯০-৯১ এবং ১৯৯১-৯২ সালে নিটওয়্যার ও হোসিয়ারী দ্রব্যাদির উপাত্ত অন্তর্ভুক্ত নয়।

পণ্য আমদানী (ব্যয়)

দফা/খাতসমূহ	১৯৯০-৯১*		১৯৯১-৯২*		১৯৯২-৯৩		১৯৯৩-৯৪		১৯৯৪-৯৫	
	কোটি টাকা	মিলিয়ন মার্কিন ডলার	কোটি টাকা	মিলিয়ন মার্কিন ডলার	কোটি টাকা	মিলিয়ন মার্কিন ডলার	কোটি টাকা	মিলিয়ন মার্কিন ডলার	কোটি টাকা	মিলিয়ন মার্কিন ডলার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
মোট আমদানী (সি এণ্ড এফ) (ক+খ+গ)	১২,৩৭৮.২	৩,৪৭০	১৩,২১১.৪	৩,৪৬৩	১৫,৯৩৩.৯	৪,০৭১	১৬,৭৬৬.০	৪,১৯১	২৩,৪৫৪.৭	৫,৮৩৪
ক) খাদ্যশস্য	১,০৫৯.৬	২৯৭	১,০০৯.৮	২৬৫	৬৯০.৪	১৭৬	৬০৩.৩	১৫১	১,৯১৩.৫	৪৭৬
১। চাল	-	-	(১৯.১)	(৫)	(০.৯)	(-)	(৪০.৯)	(১০)	(৮৮৪.৪)	(২২০)
২। গম	(১,০৫৯.৬)	(২৯৭)	(৯৯০.৭)	(২৬০)	(৬৮৯.৫)	(১৭৬)	(৫৬২.৪)	(১৪১)	(১,০২৯.১)	(২৫৬)
খ) খাদ্যশস্য ব্যতীত	১১,৩১৮.৬	৩,১৭৩	১২,২০১.৬	৩,১৯৮	১৪,৯১০.৪	৩,৮১০	১৫,৬৭৮.৩	৩,৯১৯	২০,৭৪৯.৩	৫,১৬১
১। দুগ্ধ এবং দুগ্ধজাত দ্রব্য	২৫৬.৯	৭২	২৩৯.৯	৬৩	২৫২.৮	৬৫	১৪৮.৬	৩৭	১৬৩.১	৪১
২। মসলা	৬৭.৮	১৯	৫৭.২	১৫	৯২.০	২৪	৮৯.১	২২	৬২.৬	১৬
৩। তেলবীজ	৫৭.১	১৬	৩৪.৪	৯	১৩৭.০	৩৫	১৫৮.১	৪০	৩২১.৮	৮০
৪। ভোজ্য তেল	৫৪৫.৮	১৫৩	৬২১.০	১৬৩	৫৯৬.৭	১৫২	৪৬৬.২	১১৭	৮৮৩.৪	২২০
৫। নারিকেল তেল	১০.৭	৩	৪২.০	১১	৭.৬	২	৯.২	২	১৬.২	৪
৬। চিনি	-	-	৪.১	১	৫১.৮	১৩	৫২.৯	১৩	১৩০.৪	৩২
৭। সিমেন্ট	২৬৭.৬	৭৫	২৯৪.৭	৭৭	৪৪৮.৪	১১৫	৩৯৯.২	১০০	৪৬৫.২	১১৬
৮। অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম	৫১৩.৭	১৪৪	৫৮০.২	১৫২	৭০৯.৭	১৮১	৪৬৫.৫	১১৬	৭১১.৬	১৭৭
৯। পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য	৭২৭.৮	২০৪	৬৪০.৮	১৬৮	৬৭৩.৯	১৭২	৬৭১.৩	১৬৮	৮২৮.৩	২০৬
১০। রাসায়নিক দ্রব্য	৪৪৫.৯	১২৫	৩৮৫.২	১০১	৪৯৫.০	১২৬	৫৭৬.৬	১৪৪	৬২৩.১	১৫৫
১১। ঔষধ সামগ্রী	৩২.১	৯	৯৫.৪	২৫	৫০.৪	১৩	৫৯.৭	১৫	৬৫.০	১৬
১২। সার	৩২১.১	৯০	৪৪৬.৩	১১৭	৫১২.৭	১৩১	৫৪০.১	১৩৫	৫৭০.৯	১৪২
১৩। ডাইং ও টেনিং প্রক্রিয়াজাতকরণ সামগ্রী	৭১.৪	২০	৮৩.৯	২২	১৩১.৭	৩৪	১৪৬.৫	৩৬	২০০.০	৫০
১৪। তুলা	২৪২.৬	৬৮	২৭১.২	৭১	৩২২.২	৮২	২৮৭.৯	৭২	৫৪২.৭	১৩৫
১৫। সুতা	১৮৫.৫	৫২	৩৫০.৯	৯২	৪৯৮.৩	১২৭	৬৭০.৮	১৬৮	৮০৫.৯	২০০
১৬। টেক্সটাইল এবং আনুষংগিক উপকরণ	১,৪৬৬.৩	৪১১	১,৯৫৪.৫	৫১২	২,৬৯০.১	৬৮৭	৩,৩৬৪.৪	৮৪১	৪,১২০.৬	১,০২৫
১৭। তন্তুজাত দব্য	৪২.৮	১২	৭২.৫	১৯	১২০.৫	৩১	১২৩.৭	৩১	১৬০.৮	৪০
১৮। লৌহ এবং ইস্পাত	৩৪৬.০	৯৭	৩৭৬.৫	৯৯	৪১৫.১	১০৬	৫১৮.৭	১৩০	৮২৮.১	২০৬
১৯। মূলধনী দ্রব্য	৪,৩৯১.৬	১,২৩১	৪,৯১৬.৭	১,২৮৯	৫,২৬৬.৫	১,৩৪৬	৫,১৯৫.৯	১,২৯৯	৬,৭৮৫.৮	১,৬৮৮
২০। অন্যান্য	১,৩২৫.৯	৩৭২	৭৩৪.২	১৯২	১,৪৩৮.০	৩৬৮	১,৭৩৩.৯	৪৩৩	২,৪৬৩.৮	৬১২
গ) ই, পি, জেড-এর আমদানী					৩৩৩.১	৮৫	৪৮৪.৪	১২১	৭৯১.৯	১৯৭

উৎস : পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

* ই, পি, জেড-এর আমদানী অন্তর্ভুক্ত নয়।

\- = নেই।

বৈদেশিক সাহায্য/ঋণ ও ঋণ পরিশোধ

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

বিবরণ	১৯৯০-৯১	১৯৯১-৯২	১৯৯২-৯৩	১৯৯৩-৯৪	১৯৯৪-৯৫
১	২	৩	৪	৫	৬
১। বৈদেশিক সাহায্য					
ক) অংগীকার	১,৩৭১	১,৭৭৪	১,২৬৫	২,৫৭৮স	১,৬১২
খ) বিতরণ	১,৭৩২	১,৬১১	১,৬৭৫	১,৫৫৯	১,৭৩৯
গ) ১৯৭২ সাল থেকে মোট অংগীকার	২৭,৪৬৩	২৯,২৩৭	৩০,৫০২	৩৩,০৮০স	৩৪,৬৯২
ঘ) ১৯৭২ সাল থেকে মোট বিতরণ	২২,৪৬১	২৪,০৭২	২৫,৭৪৭	২৭,৩০৬	২৯,০৪৫
২। ঋণ পরিশোধ (মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদী)	৩১৭	৩৩৭	৩৭৪	৪০২	৪৬৮
৩। ৩০শে জুনে বকেয়া বৈদেশিক ঋণের স্থিতি	১১,০৫২	১১,১৫৮স	১১,৫৫৮	১৪,৫৬২স	১৫,০৯৯
৪। বৈদেশিক ঋণের স্থিতি-দেশজ উৎপাদনের শতকরা অংশ	৪৭.২৫	৪৬.৯৫স	৪৭.৭২স	৫৬.৫৩স	৫১.৮৭
৫। মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ পরিশোধ-রপ্তানী আয়ের শতকরা অংশ	১৮.৯৯	১৭.৭০	১৫.৬৯	১৫.৮৬	১৩.৪৮

উৎস : অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

স সংশোধিত।

সারণী - ১৫

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ

বছর (জুন শেষের স্থিতি)	মোট রিজার্ভ*	
	মিলিয়ন টাকা	মিলিয়ন মার্কিন ডলার
১	২	৩
১৯৭৯-৮০	৪,০৫৩	২৭৫
১৯৮০-৮১	৪,৫২৩	২৫০
১৯৮১-৮২	২,৬৯৮	১২২
১৯৮২-৮৩	৮,৭৬৫	৩৫৮
১৯৮৩-৮৪	১৩,৫৯৫	৫৩৯
১৯৮৪-৮৫	১১,০৬৮	৩৯৫
১৯৮৫-৮৬	১৪,৪০৮	৪৭৬
১৯৮৬-৮৭	২২,১৫১	৭১৫
১৯৮৭-৮৮	২৬,৯৬৩	৮৫৬
১৯৮৮-৮৯	২৯,৪৫৪	৯১৩
১৯৮৯-৯০	১৮,১৬১	৫২০
১৯৯০-৯১	৩১,৫০১	৮৮০
১৯৯১-৯২	৬২,৭১৩	১,৬০৮
১৯৯২-৯৩	৮৪,৪০৭	২,১২১
১৯৯৩-৯৪	১,১১,২৮৯	২,৭৬৫
১৯৯৪-৯৫	১,২৩,০৮৯	৩,০৭০

উৎস ঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

* আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলে রক্ষিত রিজার্ভসহ।

বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার

(টাকা-ডলার হারের গড়)

বছর	প্রতি মার্কিন ডলারে টাকা (বার্ষিক গড়)
১	২
১৯৭৯-৮০	১৫.৪৯০০
১৯৮০-৮১	১৬.৪৫৯৯
১৯৮১-৮২	২০.০৬৫২
১৯৮২-৮৩	২৩.৭৯৫৩
১৯৮৩-৮৪	২৪.৯৪৩৭
১৯৮৪-৮৫	২৫.৯৬৩৪
১৯৮৫-৮৬	২৯.৮৮৬১
১৯৮৬-৮৭	৩০.৬২৯৪
১৯৮৭-৮৮	৩১.২৪২২
১৯৮৮-৮৯	৩২.১৩৯৯
১৯৮৯-৯০	৩২.৯২১৪
১৯৯০-৯১	৩৫.৬৭৫২
১৯৯১-৯২	৩৮.১৪৫৩
১৯৯২-৯৩	৩৯.১৩৯৫
১৯৯৩-৯৪	৪০.০০০৯
১৯৯৪-৯৫	৪০.২০০৫

উৎস : পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার

(টাকা-ডলার হারের গড়)

মাস	প্রতি মার্কিন ডলারে টাকা (মাসিক গড়)
১	২
জুলাই, ১৯৯৪	৪০.২৫
আগস্ট, ১৯৯৪	৪০.২৫
সেপ্টেম্বর, ১৯৯৪	৪০.২৫
অক্টোবর, ১৯৯৪	৪০.২৫
নভেম্বর, ১৯৯৪	৪০.২৫
ডিসেম্বর, ১৯৯৪	৪০.২৫
জানুয়ারী, ১৯৯৫	৪০.২৫
ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৫	৪০.২৫
মার্চ, ১৯৯৫	৪০.১১
এপ্রিল, ১৯৯৫	৪০.১০
মে, ১৯৯৫	৪০.১০
জুন, ১৯৯৫	৪০.১০

উৎস ঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণী - ১৭

প্রবাসী বাংলাদেশীদের অর্থ প্রেরণ

বছর	প্রেরিত অর্থের পরিমাণ	
	মিলিয়ন মার্কিন ডলার	কোটি টাকা
১	২	৩
১৯৭৯-৮০	২৪৮.৮৪	৩৮৫.৪৫
১৯৮০-৮১	৩৭৮.৭৪	৬১৯.৭৪
১৯৮১-৮২	৪১২.৩৮	৮৩৯.৬৫
১৯৮২-৮৩	৬১৭.২৮	১,৪৮০.১৫
১৯৮৩-৮৪	৫৯৬.৪০	১,৪৯১.০০
১৯৮৪-৮৫	৪৩৯.১০	১,১৪৬.৫৪
১৯৮৫-৮৬	৫৫৫.১০	১,৬৬১.১১
১৯৮৬-৮৭	৬৯৬.৪০	২,১৩৬.২৫
১৯৮৭-৮৮	৭৩৭.০০	২,৩০৩.৯০
১৯৮৮-৮৯	৭৭১.০০	২,৪৭৭.৪৩
১৯৮৯-৯০	৭৬০.৫৩	২,৪৯৬.১০
১৯৯০-৯১	৭৬৪.০০	২,৭২৫.৬০
১৯৯১-৯২	৮৪৮.০০	৩,২৪১.৫০
১৯৯২-৯৩	৯৪৪.০০	৩,৬৯৮.৪০
১৯৯৩-৯৪	১,০৮৮.৮০	৪,৩৫৪.৮৭
১৯৯৪-৯৫	১,১৯৭.৬৩	৪,৮১৪.৩৯

উৎস ঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

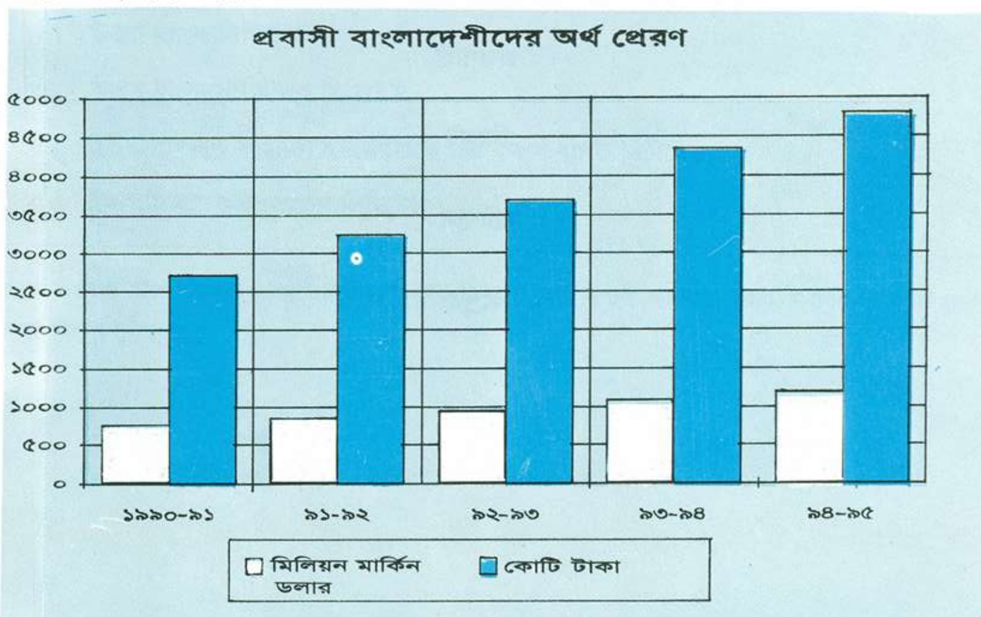

বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যালয়সমূহ

(৩০শে জুন, ১৯৯৫)

প্রধান কার্যালয়

ঢাকা

শাখা কার্যালয়সমূহ

মতিঝিল (ঢাকা)

সদরঘাট (ঢাকা)

চট্টগ্রাম

খুলনা

বগুড়া

রাজশাহী

সিলেট

বরিশাল

রংপুর

সারণী - ১৯

তফসিলী ব্যাংকসমূহর তালিকা
(৩০শে জুন, ১৯৯৫)

১। **রাষ্ট্রায়ত্ত/সরকার নিয়ন্ত্রিত ব্যাংকসমূহ**

ক) বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ

১। সোনালী ব্যাংক

২। জনতা ব্যাংক

৩। অগ্রণী ব্যাংক

৪। রূপালী ব্যাংক লিমিটেড*

খ) বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহ

১। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

২। বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক

৩। রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক

৪। ব্যাংক অব স্মল ইণ্ডাস্ট্রিজ এন্ড কমার্স বাংলাদেশ লিমিটেড

৫। বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা

২। **বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ**

১। পূবালী ব্যাংক লিমিটেড

২। উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড

৩। আরব বাংলাদেশ ব্যাংক লিমিটেড

৪। ইন্টারন্যাশনাল ফাইনান্স ইনভেস্টমেন্ট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড

৫। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

---

* ১৯৮৬ সালের ডিসেম্বর মাসে শতকরা ৫১ ভাগ মালিকানা সরকারী খাতে রেখে রূপালী ব্যাংককে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীতে রূপান্তর করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

তফসিলী ব্যাংকসমূহর তালিকা
(৩০শে জুন, ১৯৯৫)

৬। ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড

৭। দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড

৮। ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড

৯। আল-বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

১০। ইষ্টার্ণ ব্যাংক লিমিটেড

১১। ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড

১২। প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড

১৩। সাউথ ইষ্ট ব্যাংক লিমিটেড

৩। বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ

১। আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক লিমিটেড

২। ব্যাংক ইন্দোসুয়েজ

৩। এ, এন, জেড, গ্রীন্ডলেজ ব্যাংক পি এল সি

৪। ষ্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক

৫। হাবিব ব্যাংক লিমিটেড

৬। ষ্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া

৭। ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান

৮। মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড

৯। সিটি ব্যাংক এন, এ

বাংলাদেশ ব্যাংক ★ গবেষণা বিভাগ ★ ডকুমেন্টেশন ★ প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক হরিনারায়ণ মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং এশিয়াটিক সিভিল মিলিটারি প্রেস
৪৩/১০ সি, স্বামীবাগ, ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত। জ. স. ও প্র. বি. ৪-৯৬-১২৫০